মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা ।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৪।২৩

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকাশক—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
গোলাপ পাব্লিশিং হাউস
১২নং হরীতকী-বাগান লেন, কলিকাতা

[১৩৪৬]

মুদ্রাকর—শ্রীমণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা
রোমাঞ্চ প্রেস
১২ নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা

[শ্রীহরিঃ]

উৎসর্গ-পত্র

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ

আমার পরমারাধ্য
পিতৃদেবের
তৃপ্তি-কামনায়
শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী
ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্দেশে
এই গ্রন্থ
উৎসর্গ করা হইল।

মহালয়া, ১৩৪৬ সাল।
১১৪, অপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

গ্রন্থকারের নিবেদন

মনস্তত্ত্ব ও মনোজয় সম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধ কয়টি কয়েকবৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ কয়টি পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শাস্ত্রব্যাখ্যা অবলম্বনে বিরচিত। অতিরহস্যপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার, শুনিয়া বুঝিবার এবং বুঝিয়া তাহার সারসংগ্রহ করিবার উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি আমার না থাকিলেও, আচার্য্যগণের কৃপা ও আদেশের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এই অতিসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।

অধুনা তাঁহাদিগেরই আদেশানুসারে পুনরায় সেই প্রবন্ধকয়টি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। সহৃদয় পাঠক মাদৃশ অনধিকারীর এই অনন্তপার ও অতি-গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় দোষ ও গুণ উভয়ই পাইবেন। দোষগুলি আমার স্বকীয়, তাহার জন্য নিন্দা আমিই অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিব এবং গুণের জন্য প্রশংসা আমার পরমারাধ্য আচার্য্যগণের চরণ স্পর্শ করিবে।

প্রবীণতম গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রসিক-মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছেন। শিশুর অর্দ্ধস্ফুট ও অসম্বদ্ধ বচন শ্রবণ করিয়া স্নেহার্দ্রহৃদয় পিতা-মাতা প্রীতিলাভই করিয়া থাকেন।

ভূমিকা

আমি রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত "মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। তিনি ভগবদ্ভজননিষ্ঠ ও শাস্ত্রানুসন্ধিৎসু, বহুকাল ব্যাপিয়া নানাবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ও জনসাধারণের যে বিশেষ উপকার হইবে, তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

যদিও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সাধন-ভজনের পথপ্রদর্শক, সারসূক্ষ্ম-দার্শনিক-সিদ্ধান্ত-সম্বলিত বহুল গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে সেই সকল গ্রন্থ সাধারণতঃ বোধগম্য নহে। ভগবৎকৃপাদিষ্ট শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় বঙ্গভাষায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের জ্ঞাতব্য ভজন-সাধন ও তত্ত্বাদি লিপিবদ্ধ আছে। এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় লিখিত হইলেও সুপণ্ডিতগণের পক্ষেও স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য। এই অবস্থায় বঙ্গভাষায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত-সমন্বিত গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হয়, বৈষ্ণব-সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গলের বিষয়।

আমি মনস্তত্ত্ব ও মনোজয় সম্বন্ধীয় এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলাম, গ্রন্থকার মহাশয় সুদীর্ঘকাল শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া যে সকল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহা অতীব

সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি নাতিবৃহৎ হইলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভজন-সাধনের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি দার্শনিক ভিত্তির উপর বিন্যস্ত করিয়া গ্রন্থকার এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা একদিকে যেমন সুসংযত সুমার্জ্জিত, অপরদিকে তেমনই গাম্ভীর্য্য মর্য্যাদার গৌরব-বৈভবে সমলঙ্কৃত। এই গ্রন্থের ভাষাটির সবিশেষ গুণ এই যে, যদিও ইহা অতীব সাধুভাষায় বিলিখিত, তথাপি উহা কোথাও শব্দবিন্যাসের গুরুতর ভারে দুর্ব্বোধ্য হয় নাই।

কিন্তু গ্রন্থকার মহোদয় মনস্তত্ত্ব ও মনোজগৎ সম্বন্ধে যে সকল গূঢ় গভীর তত্ত্ব এই গ্রন্থে সমাবিষ্ট করিয়াছেন, সেই সকল তথ্য স্বীয় স্বীয় গুরু গৌরবে সাধারণ পাঠকের সবিশেষ মনোনিবেশ ব্যতিরেকে বোধগম্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুরূহ হইতে পারে। যাঁহারা কোন তথ্যের অন্তস্তলে প্রবেশ না করিয়া শফরীর ন্যায় কেবল উপরে উপরে পাঠ করিয়াই গ্রন্থপাঠ পরিসমাপ্ত করেন, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে এই গ্রন্থপাঠ-কালে যথেষ্ট স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য এবং গ্রন্থতাৎপর্য্য-প্রবেশের নিমিত্ত যেন বিশিষ্ট ধীরতার সহিত পাঠে প্রবৃত্ত হয়েন এবং আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রচেষ্ট হয়েন। এই শ্রেণীর ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমন্বিত গ্রন্থ-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াই পাঠ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত চিত্তবৃত্তিতে পরিস্ফুট হয় না। শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

অর্থাৎ যে মহাত্মার গুরুদেবে এবং অভীষ্টদেবে পরা ভক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই মহাত্মার নিকটই শাস্ত্র-কথিত অর্থসমূহ সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই শ্রুতিবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া এই শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রকৃত পক্ষেই পরম উপকার লাভ করা যায়; কেন না এই সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া সর্ব্বানর্থকর বহির্ম্মুখ মনকে বশীভূত করিয়া অন্তরের অন্তরতম নিত্যবন্ধু শ্রীভগবানের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ অবগত হইয়া তাঁহার সাধন ভজন দ্বারা অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়াই মানব-জীবনের প্রধানতম ও মহত্তম উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর গ্রন্থ তৎপক্ষে পরম সহায়।

গ্রন্থকার মহাশয়ের যদিও ম ন স্তত্ত্ব ও মনোজয়ের আলোচনা প্রধান লক্ষ্য, তথাপি তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত ও সাধন-ভজন-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন এবং ইহার ভাষা-বৈভবে, [illegible] বিষয়ের গৌরবে, প্রেমভক্তির অভিধেয়তায় এবং আপন [illegible] ইষ্টদেবের সাধন-ভজনের উপায় নির্দ্ধারণে এই গ্রন্থখানি সাহিত্যিক, ম ন স্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু এবং সর্ব্বশ্রেণীর ভগবৎ সাধকগণের পক্ষেই পরম উপকারজনক হইবে।

ভগবৎভজনে প্রেমভক্তিই যে অভিধেয় তত্ত্বসমূহের মধ্যে প্রধানতম তত্ত্ব—ইহা প্রায় সর্ব্বসম্মত। জ্ঞানমার্গের সাধকগণের মধ্যে নির্ভেদ ব্রহ্মানু-সন্ধানশীল মহাত্মগণ জ্ঞানের যে প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দার্শনিক তথ্য হিসাবে এক শ্রেণীর সাধকগণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু উহা একপ্রকার দার্শনিকতার উচ্চতম লক্ষ্য মাত্র। ভগবদ্ভজনের পক্ষে উহা একেবারেই অনুকূল নহে, প্রত্যুত একান্তই প্রতিকূল। তাঁহারা যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে ভজনীয়গুণ-বিবর্জ্জিত। অশেষ কল্যাণ-গুণময় শ্রীশ্রীভগ-বানের ভজনই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কেবল নিদিধ্যাসনেরই বিষয় হইতে পারে কিনা তাহা সবিশেষ বিচার্য্য। শ্রীপাদ রামানুজ স্পষ্টতঃ

বলিয়াছেন যে, তাদৃশ ব্রহ্ম "সর্ব্বৈরপি প্রমাণৈরগ্রাহ্যম্"। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের ব্রহ্ম কোন প্রমাণেরই গ্রাহ্য নহেন, উহা কেবল এক শ্রেণীর দার্শনিক চিন্তার উর্দ্ধতম তথ্য মাত্র (Metaphysical abstraction)। এ সম্বন্ধে বহু বাদ বিচার আছে, বিশেষত এই গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বস্তু-বিচারে সেই সকল তথ্যের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণবগণের যে চারিটি সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা সকলেই অশেষ কল্যাণ-গুণময় শ্রীভগবানেরই সাধন-ভজনের উপদেশ করেন—কেবল একমাত্র ভক্তিই তাঁহাদের অভিধেয়।

এই স্থলে এই কথা জানা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বৈষ্ণবগণের যে চারিটি সম্প্রদায় আছেন, তাহা ব্রহ্মাদি দেবকর্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যগণের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই চতুঃসম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের একান্ত আরাধ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠেয় ভক্তি ও প্রেমের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব বিজ্ঞাপিত ও বিখ্যাপিত করেন। পরমেশ্বরোপাসক ব্যক্তিমাত্রেরই এই মার্গের ভগবদুপাসনা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা বলিতে আমাদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা হয় না। ভক্তি ভিন্ন ভগবানের উপাসনাই অসিদ্ধ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশে শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দযুগলই একমাত্র শ্রেষ্ঠতম উপাস্য এবং ব্রজবাসিগণের প্রেমভক্তিই অভিধেয় তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থে সেই শ্রেষ্ঠতম উপাস্যের শ্রেষ্ঠতম উপাসনা-প্রণালীর উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং মনোজয়ই যে তাহার প্রাথমিক প্রধান উপায়, তাহা গ্রন্থকার প্রকৃষ্ট-রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকল কারণে গ্রন্থখানি আমার অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

মনঃ সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে এবং

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বহু প্রকার আলোচনা হইয়াছে। মনস্তত্ত্বটি কেবল দর্শনশাস্ত্র বলিয়া নহে, আধুনিক বিজ্ঞানেরও আলোচ্য বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে। বেদে, বেদান্তে, পুরাণে, স্মৃতিতে, তন্ত্রে, সাহিত্যে এবং বিবিধ দর্শনশাস্ত্রে মনস্তত্ত্বের উল্লেখ ও আলোচনা দৃষ্ট হয়। আমাদের দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে মনস্তত্ত্বের যে আলোচনা আছে, দার্শনিক ধারায় সেই আলোচনাই এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট সবিশেষ সমাদৃত। বেদান্ত দর্শনে যে মনোবস্তুর উল্লেখ আছে, তাহার সহিত সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনের সম্পূর্ণভাবে ঐকমত্য নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কর্দ্দম ঋষির পুত্র শ্রীকপিলদেব-প্রোক্ত যে সাংখ্যজ্ঞানের আলোচনা আছে, তাহাতেও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। কিন্তু সাংখ্যজ্ঞান-প্রবর্ত্তক কপিল এবং সাংখ্যদর্শন-প্রবর্ত্তক কপিল এক ব্যক্তি নহেন, সুতরাং কাপিল মতের এই দুই ধারায় মনস্তত্ত্বের কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও মনোবস্তুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাও এক ধারায় সাংখ্যদর্শনের বস্তু বিচারের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। যেমন "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেব চ" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে যে অষ্ট বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু সেই প্রকৃতি আবার শ্রীভগবানেরই প্রকৃতি বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যের যাহা পুরুষ, গীতাশাস্ত্রে তাহা পরা প্রকৃতি বা জীব বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে যাহা "Mind" বলিয়া খ্যাত, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। উহা স্থানে স্থানে Psyche বা Ego প্রভৃতি শব্দের পর্য্যায়রূপে দৃষ্ট হয়। সাহিত্যাদিতেও এই শব্দটি প্রচুররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আধুনিক Biology, Psychology, Physiology, Psycho-Physiology প্রভৃতি বিজ্ঞানে মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা

করিয়াছেন। যাঁহারা একবারেই জড়বাদী, তাঁহারা ইহাকে জড় শক্তি বিশেষেরই সূক্ষ্ম বিকাশমাত্র বলিয়াছেন।

এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে উহা একখানি বৃহদাকার গ্রন্থের বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। যাহা হউক, এই গ্রন্থে আমি যে মনস্তত্ত্বের আলোচনা দেখিতে পাইলাম, তাহা সাধন-ভজনশীল ভক্তগণের বোধগম্যতা সম্বন্ধে একান্ত উপযোগী ও যথেষ্ট বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

মনোজয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার মহাশয় যে সকল শাস্ত্রোক্ত উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল উপায় মনোজয়ের পক্ষে যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট ফলপ্রদ হইবে বলিয়াই আমার ধারণা। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার মনোজয়ের যে সকল উপায় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মনোজয়ের পক্ষে তাহাই অতিশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। গ্রন্থকারের গ্রন্থরূপে এই দানের জন্য সাধকসমাজ অবশ্যই পরম উপকৃত হইবেন এবং সকলেই তাঁহাকে অকৃত্রিম শুভাশীর্ব্বাদ দানে কৃতার্থ করিবেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী
২১শে ভাদ্র, ১৩৪৬ সাল।

শ্রীরসিকমোহন দেবশর্ম্মা
বিদ্যাভূষণ
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপক্রমণিকা

আর্য্য-ভূমি ভারতবর্ষে বেদ ও বেদমূলক দর্শনশাস্ত্রসমূহে যে ধারায় মনস্তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, পৃথিবীর মধ্যে অন্য কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। বেদের প্রাদুর্ভাব হেতুই ভারতবর্ষ পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। আর্য্যসন্তান বেদকে অপৌরুষেয়—শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ বাক্য বলিয়াই গ্রহণ করেন। বেদ-বাক্য সর্ব্বথা ভ্রমপ্রমাদাদি দোষশূন্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত পারমার্থিক বস্তুতত্ত্ব-নির্ণয়ে আর্য্যসন্তান বেদবাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া জানেন। বেদমূলক সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়্দর্শন শাস্ত্র ঋষিপ্রণীত। ঋষিগণ আমাদের ন্যায় সাধারণ মনুষ্য নহেন। তাঁহারা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয়শূন্য এবং ত্রিকালজ্ঞ। বেদব্যাস মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ করেন এবং ব্রহ্মসূত্র ও বেদার্থপ্রতিপাদক স্মৃতিশাস্ত্র (মহাভারত ও পুরাণ) প্রণয়ন করেন। এই সকল শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হেতুই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্মলাভ দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয়।

বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রই সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জীব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—নিত্য, চেতন ও আনন্দবস্তু এবং কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে অনাদি কাল হইতে অনিত্য, জড় ও দুঃখময় দেহ-দৈহিকাদি বিষয়েই অভি-নিবিষ্ট হইয়া আছে। দেহদৈহিকাদি সকল জাগতিক পদার্থই জন্ম, জন্মান্তর-অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় ও নাশ এই ষড়্ভাব বিকারযুক্ত। স্বজাতীয় অনুকূল বিষয়সংযোগেই জীবের নিরন্তর ক্ষয়শীল দেহেন্দ্রিয়ের কথঞ্চিৎ পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়ে যে অনুকূল-বেদন অনুভূত হয়, তাহাকেই সে আনন্দ বা সুখ বলিয়া জানে। এই সুখের জন্যই সে মনুষ্যজন্মে স্ত্রীপুত্র ধন জন গৃহ প্রভৃতি অনন্ত নশ্বর জড় বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া সংসারগ্রস্ত হইয়াছে।

জীবমাত্রই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রপীড়িত। শারীরিক ও মানসিক ভেদে আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি শারীরিক দুঃখ এবং শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি মানসিক দুঃখ। চৌর, ব্যাঘ্র, সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি ভূতগণ হইতে উৎপন্ন দুঃখই আধিভৌতিক দুঃখ এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি দেবতাকৃত দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে।

জীবের পরিদৃশ্যমান্ দেহেন্দ্রিয়কে শাস্ত্র স্থূলদেহ আখ্যা দিয়াছেন—স্থূলদেহেরই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি বিকার হইয়া থাকে। স্থূলদেহের অভ্যন্তরে জীবের মন, প্রাণ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সম্বলিত সূক্ষ্মদেহ বিদ্যমান। সূক্ষ্মদেহের জন্মমৃত্যু নাই—অনাদিকাল হইতে প্রলয় অথবা মুক্তি অবধি জীব একই সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত থাকে এবং স্থূলদেহের মৃত্যুর পর সেই সূক্ষ্মদেহ লইয়াই জীব দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের স্থূলদেহ চতুরশীতিলক্ষপ্রকার বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনুষ্যদেহ ভিন্ন আর সকল জীবদেহই কেবল ভোগের জন্য। মনুষ্য-দেহ অন্য জীবদেহের ন্যায় সম্পূর্ণ ভোগোপযোগী নহে। মনুষ্যদেহই একমাত্র সাধকদেহ—মনুষ্যদেহই সর্ব্বতোভাবে সাধনোপযোগী। মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তির বিশিষ্টতা অন্য কোন দেহেই নাই। মনুষ্যই বুঝিতে পারে যে, জীবের সমগ্র জীবনই কেবল দুঃখভোগের সমষ্টিমাত্র—অনবরত একটির পর আর একটি দুঃখের ক্ষণিক প্রতিকারকল্পেই তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। মনুষ্যই বুঝিতে পারে যে—

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন সমাধত্তে তথা সর্ব্বা প্রতিক্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ যেমন কোন ভারবাহী মস্তকে গুরুভার বহন করিয়া ক্লান্ত হইলে যতক্ষণ সে তাহার গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই ভার সে একবার

এক স্কন্ধে, একবার অপর স্কন্ধে এবং পুনরায় মস্তকে ধারণ করে, সেইরূপ মনুষ্যও যতদিন মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, ততদিন প্রতিক্ষণ দুঃখেরই প্রতিকার চেষ্টায় জীবনধারণ করে।

শাস্ত্র কেবল মনুষ্যেরই জন্য—একমাত্র মনুষ্যেরই শাস্ত্রে অধিকার। মনুষ্যের সংসারমুক্তি বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই বেদাদি সকল সনাতন শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রেই মনুষ্যের মনস্তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা ও সকল রহস্য সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, কারণ সাধন বা শাস্ত্রের বিধিনিষেধপালনাদি অনুশীলনদ্বারা একমাত্র মনোজয় সিদ্ধ হইলেই মনুষ্যের দুঃখনিবৃত্তি বা সংসার-মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়।

শাস্ত্রমাত্রই মনুষ্যের মনকেই তাহার সকল সংসার-বন্ধন ও দুঃখের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে কোটি কোটি জন্মে বিষয়ভোগের নিমিত্ত অসংখ্যপ্রকার কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য মনেই তত্তৎকর্ম্মের সংস্কাররাশি সঞ্চয় করে। ঐ সকল সংস্কারের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তদনুযায়ী বিষয়ভোগের উপযোগী জন্মই মৃত্যুর পর লাভ হইয়া থাকে। সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেও সাধারণতঃ পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী বিষয়ভোগ-লালসাই তাহাকে বিষয়সংগ্রহের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ঐ বিষয় একবার সংগ্রহ ও ভোগ করিয়া মনুষ্যের মন পরিতৃপ্ত হয় না; কারণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক অনুকূলবেদনরূপ সুখ পাইলেও, সে সেই বিষয় ভোগ করিয়া পরিণামে দুঃখই পায়, অথচ সেই বিষয় ভোগ করিয়াই সে যথেষ্ট সুখলাভ করিতে পারিবে বলিয়াই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং ঐ ভোগলালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ তদ্বিষয়ের সংগ্রহ ও ভোগের নিমিত্ত তাহাকে ব্যাকুল করিলে, সে কেবল শাস্ত্রবিহিত বা পুণ্যকর্ম্মের উপর নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ বা পাপকর্ম্ম করিয়াও অপরিমিত বিষয় সংগ্রহ ও ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং

তদবস্থায় সে প্রায়শঃ আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ভয় এই পশু-বৃত্তিচতুষ্টয় লইয়াই জীবনধারণ করে। কর্ম্মফলে বিষয় সংগ্রহ ও ভোগে বাধা পাইলে, তাহার মন—ক্রোধ, শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া বিকৃত হইয়া যায় এবং শরীরও বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নষ্টপ্রায় হয়। এতদবস্থায় মনুষ্য সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবাধ ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের উপযোগী কৃত্রিম ধর্ম্ম ও সমাজাদি গঠন করিয়া পশুপ্রায় জীবন-যাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

পরম কারুণিক বেদসার উপনিষৎ, পুরাণ, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র-সমূহ মনুষ্যের মনোমূলক দুঃখের ঐ চরম পরিণতি প্রাপ্তির বহু পূর্ব্ব হইতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য মনোনিয়মনেরই ভূয়োভূয়ঃ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্র দুঃখকে লক্ষ্য করিয়াই—হেয়, হেতু, হানোপায় ও হান এই চতুর্ব্বিধ আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ঃ— (১) মনুষ্যের দুঃখ মাত্রই হেয়, (২) তাহার সকল দুঃখেরই হেতু তাহার মন—জড় ও নশ্বর দেহেন্দ্রিয়ে আত্মাভিমান করিয়া ঐ দেহেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার নিমিত্ত মনের জড়-বিষয়াবিষ্টতাই তাহার সকল দুঃখের কারণ, (৩) দুঃখ নাশের উপায়—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সাধন, (৪) এই ত্রিবিধ সাধনেই তাহার দুঃখের নিবৃত্তি হয় এবং কেবল ভক্তিসাধনেরই মুখ্যফল—নিত্য পরমানন্দ প্রাপ্তি হইলেও আনুষঙ্গিক ফলরূপে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

শাস্ত্র মনুষ্যের বিষয়াবিষ্ট মনের অসংখ্য ভোগসংস্কারকেই পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সংস্কারের প্রাবল্যানুসারে পাপরাশিকে চতুর্ব্বিধভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) যে পাপগুলি অতিশয় তীব্র বা ফলোন্মুখ হইয়াছে এবং যাহার ভোগের জন্য তদনুরূপ জন্মলাভ হইয়াছে, সেই পাপের নাম প্রারব্ধ পাপ। ভোগ ব্যতিরেকে জ্ঞান ও

যোগসাধনে এই প্রকার পাপ নষ্ট হয় না, কিন্তু ভক্তি সাধনে সর্ব্বপ্রকার পাপই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। (২) যে পাপগুলি কেবল বাসনাময় এবং প্রারব্ধত্বোন্মুখ হইয়াছে, তাহার নাম পাপবীজ। (৩) বীজত্বোন্মুখ পাপকে কূটপাপ কহে। (৪) যাহা কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকেই অপ্রারব্ধ পাপ কহে। প্রারব্ধপাপই সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্ এবং অপর ত্রিবিধ পাপ পূর্ব্ব পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। জ্ঞান ও যোগসাধনে শেষোক্ত ত্রিবিধ পাপ নষ্ট হয়। প্রারব্ধপাপের ভোগসময়ে শেষোক্ত ত্রিবিধ পাপ জীবের মনে সঞ্চিত অবস্থায় অবস্থিত থাকে এবং অবসর মত উদ্দীপক কারণ পাইলে, এই জন্মে বা জন্মান্তরে বলিষ্ঠ হইয়া উত্তরোত্তর প্রারব্ধত্ব প্রাপ্ত হয়।

যে সকল তীব্র প্রারব্ধ ভোগসংস্কার কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া মনুষ্য শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বা পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কেবল সেই সংস্কারগুলিরই স্বরূপ বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। বাসনাময় বা বীজ-পাপের স্বরূপও চেষ্টা করিলে আমরা জানিতে পারি। কিন্তু কূট ও অপ্রারব্ধ পাপের স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। এই পাপগুলি মনের গভীরতম স্তরে লুক্কায়িত অবস্থায় অবস্থিত থাকে এবং প্রারব্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইয়া আমরা নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত হই। প্রারব্ধপাপ-প্রচোদিত হইয়া জাগ্রদাবস্থায় আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল বিষয় ভোগরূপ পাপ কর্ম্ম করি এবং স্বপ্নাবস্থায় কেবল মনেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় ভোগরূপ পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকি। বাসনাময় পাপ বা বীজপাপও কখন কখন স্বপ্নাবস্থায় প্রারব্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় মনোবৃত্তির লয়হেতু কোনও প্রকার পাপের ক্রিয়া হয় না।

প্রারব্ধ পাপকর্ম্মের মধ্যে যেগুলি অতিশয় ঘৃণ্য এবং সামাজিক ও রাজ-নৈতিক শাসনে দণ্ডার্হ, সেই সকল কর্ম্মের প্রণোদক প্রারব্ধ সংস্কারসমূহ

চরিতার্থতায় প্রায়শঃ প্রতিহত হইয়া দুর্জ্জয় ক্রোধ, ভয়, নৈরাশ্য, শোক ও মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক মনের সর্ব্বপ্রকার সংযম শক্তি ও সদ্‌বৃত্তি নষ্ট করিয়া দেয়; অথবা ঐ সকল প্রারব্ধ সংস্কার চরিতার্থতায় বাধা প্রাপ্ত হইলে মনের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ঈর্ষা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, ক্রোধ, লোভ, নৈরাশ্য, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি অসংখ্য দুর্ব্বল ও নিকৃষ্ট বৃত্তির সৃষ্টি করে এবং লুক্কায়িতভাবে তজ্জাতীয় বিষয়-সংগ্রহ ও ভোগের নিমিত্ত অন্য অসংখ্যপ্রকার কর্ম্ম উৎপাদন করে। এই সকল ক্রিয়মান কর্ম্মের অসংখ্য নূতন সংস্কারও মনুষ্যের মনে অনাদি কাল হইতে অবিরত সঞ্চিত হয়। সুতরাং রক্তবীজ দৈত্যের ন্যায় এই মহাশক্র সংস্কার হইতে মনুষ্যের অব্যাহতি নাই এবং সংসারে তাহার দুঃখের অবসান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। তদবস্থায় এই অনন্তপার সংসার-দুঃখসাগরে নিরুপায় হইয়াই মনুষ্য শাস্ত্রাবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।

শাস্ত্র মনুষ্যের বিবিধ আধি ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে, তাহার তদবস্থাগত আচরণাদি ও তত্তৎপ্রণোদক মনোবৃত্তিসকলের কার্য্যকারণানুক্রমে বিশ্লেষণ করেন এবং বিলোমক্রমে তাহার মনের কোন বিশিষ্ট বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষাকেই তাহার সকল দুঃখের নিদানরূপে আবিষ্কার করেন। শাস্ত্র দেখাইয়াছেন যে, জগতে বিষয় কেবল পাঁচটি—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এবং এক বা পৃথক্ পৃথক্ আধার হইতে চক্ষু, রসনা, কর্ণ, ত্বক্ ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ পঞ্চবিধ বিষয় গ্রহণ বা ভো করিয়া মনে তত্তদিন্দ্রিয়ের যে অনুকূলবেদন অনুভূত হয়, তাহার জন্য মন সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। জগতের সকল বস্তুতেই ঐ রূপরসাদি বিষয়ের অল্পবিস্তর সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সংস্কারহেতু পুরুষের পক্ষে স্ত্রীদেহে এবং স্ত্রীর পক্ষে পুরুষদেহে স্পর্শপ্রধান রূপরসাদি সকল বিষয়েরই একত্র সমাবেশ কল্পনা

করিয়া, স্ত্রীপুরুষ মাত্রেরই মন পরস্পর দেহসম্ভোগের নিমিত্ত জগতের সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক লালায়িত হয়।

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকল জীবেই এই সম্ভোগেচ্ছার প্রাবল্য দৃষ্ট হইলেও, মনুষ্যই এই সম্ভোগেচ্ছার প্রাবল্যহেতু দুঃখের চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সম্ভোগেচ্ছার আতিশয্যই মনুষ্যের বিবিধ মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি এবং অধঃপতনের মূল কারণ।

বিষয়ভোগোত্থ সুখ-দুঃখ দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি সকল জীবেরই একরূপ—স্বভাব ও পরিমাণে অণুমাত্রও পার্থক্য নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ইন্দ্রস্যাশুচি শূকরস্য চ সুখদুঃখে চ নাস্ত্যন্তরং
স্বেচ্ছাকল্পনয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনম্।
রম্ভাচাশুচি শূকরী চ পরম প্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ
সন্ত্রাসোঽপি সমঃ স্বকর্ম্ম-মতিভিশ্চান্যোন্যভাবঃ সমঃ॥

অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র ও অশুচি শূকর এই দুইজনেরও সুখদুঃখে কোনও ভেদ নাই। দেবরাজের নিকট অমৃত যেরূপ রুচিকর, শূকরের নিকট বিষ্ঠা ঠিক সেইরূপই রুচিকর। দুইজনেরই রুচি স্বেচ্ছাকল্পিত। দেবরাজ দুগ্ধফেননিভ স্বর্গীয় শয্যায় শয়ন করিয়া যে সুখভোগ করেন, শূকর তাহার পঙ্কিল গর্ত্তে শুইয়া ঠিক সেই জাতীয় সুখই ভোগ করে। দেবরাজের নিকট রম্ভা যেরূপ প্রেমাস্পদ, শূকরের নিকট অশুচি শূকরীও ঠিক সেইরূপ প্রেমাস্পদ। মৃত্যুভয় দেবরাজেরও যেমন, শূকরেরও ঠিক তদনুরূপ। পার্থক্য কেবল বিশিষ্ট কর্ম্মফলজনিত বিষয়ের বিশিষ্টতা, কিন্তু ভাব ও সুখদুঃখের পরিমাণ দুইজনেরই সমান ও এক। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, দুঃখ যেমন জীবের দেহলাভের সঙ্গেই যত্ন ব্যতিরেকে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সুখও জীবের দেহসংযোগে সকল জন্মেই দৈব-

বশে লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মফলানুসারে যে জাতীয় দেহলাভ হয়, তদনুযায়ী বিষয়-ভোগসুখও তদ্দেহজাত দুঃখের ন্যায় আপনিই লব্ধ হয়। অতএব দৈহিক সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপ্রতিকার প্রয়াসে বৃথা কালক্ষেপ করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্মের অপব্যয় করা সর্ব্বতোভাবেই অনুচিত।

শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকার বিষয়-ভোগাকাঙ্ক্ষাকেই মনুষ্যের সংসারদুঃখের মূল কারণ রূপে নির্ণয় করিয়া, তাহার আত্যন্তিক নিবারণের জন্য প্রথমতঃ বিচার ও যুক্তির পথ অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও অল্পজ্ঞতাহেতু জীব পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার বন্ধনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছে—

(১) জীবের প্রথম বন্ধন অজ্ঞান, অজ্ঞান নিবন্ধন সে নিজের চিৎস্বরূপ ভুলিয়াছে।

(২) জীবের দ্বিতীয় বন্ধন অস্মিতা, অর্থাৎ আগন্তুক জড় ও নশ্বর দেহে আত্মবুদ্ধি এবং স্ত্রীপুত্রাদির নশ্বর দেহে মমতা বুদ্ধি।

(৩) জীবের তৃতীয় বন্ধন রাগ, অর্থাৎ দেহের অনুকূল বিষয়মাত্রেই তীব্র অভিলাষ।

(৪) জীবের চতুর্থ বন্ধন দ্বেষ, অর্থাৎ দেহের প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ-বুদ্ধি।

(৫) জীবের পঞ্চম বন্ধন অভিনিবেশ, অর্থাৎ যে অনুকূল বিষয়ের প্রতি সে একবার মমতা স্থাপন করিয়াছে, তাহার প্রতি মনের আবিষ্টতা এবং তাহার ত্যাগে সম্পূর্ণ অসহিষ্ণুতা।

এই পঞ্চবিধ বন্ধনদ্বারা উপর্য্যুপরি দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া জীবের মনে জড় বিষয়-ভোগাকাঙ্ক্ষাই তাহার স্বাভাবিক চিদানন্দলিপ্সার স্থান অধিকার করিয়াছে। বিচার ও যুক্তিবলে শাস্ত্র এই পঞ্চপ্রকার বন্ধন হইতেই মনুষ্যকে মুক্ত করেন। শাস্ত্র প্রথমে দেহদৈহিকাদি জড় বিষয় মাত্রেরই অনিত্যতা ও দুঃখপ্রদত্ব সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শন করিয়া তাহার সর্ব্বোপরিস্থ অভিনিবেশ

বন্ধনকেই শিথিল করেন। অভিনিবেশবন্ধন শিথিল হইলেই অবশিষ্ট বন্ধন-চতুষ্টয় অল্পায়াসেই বিলোমক্রমে শিথিল হইয়া যায়।

শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যের মন বিষয়-ভোগের জন্য তখনই পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, যখন তাহার মনে ঐ বিষয়সম্বন্ধে বলবদ-নিষ্টানুবন্ধিত্ব জ্ঞানের অভাব ও ইষ্ট সাধকত্ব জ্ঞানের প্রাবল্য উপস্থিত হয়। শাস্ত্র যুক্তিবলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় মাত্রেরই আপাতমধুর বিষময় ফল প্রদর্শন করিয়া মনুষ্যের মনে বিষয়ভোগোত্থ প্রবল অনিষ্টের সম্যক্ অনুভূতি প্রদান-পূর্ব্বক তাহার ভোগবাসনার উচ্ছেদ সাধন করেন। ভোগবাসনা দূর হইলেই শাস্ত্রকৃপায় মনুষ্যের মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়দেহাদির অতিরিক্ত নিজের সচ্চিদানন্দস্বরূপের অনুভূতি লাভ হয়। শাস্ত্রকৃপায় তখন সে বুঝিতে পারে যে, আধ্যাত্মিকাদি কোন দুঃখই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—সকল দুঃখই কেবল তাহার জড় দেহের মাত্র। জড় দেহে থাকিলেও তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে নশ্বর জড় দেহ নহে, সুতরাং তাহার জন্ম মৃত্যু নাই; সে প্রাণ নহে, সুতরাং তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; সে মন নহে, সুতরাং তাহার শোক মোহ নাই; অধিক কি, সে কোন কার্য্যের কর্ত্তাও নহে, সুতরাং বন্ধমোক্ষও তাহার নাই।

শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান ও যোগমার্গের সাধনাঙ্গ হইলেও, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও বিচার-পদ্ধতি সুদুষ্কর বিবেচনা করিয়াই শাস্ত্র ঐ সকল সাধন ভক্তিমিশ্র করিয়াছেন এবং অধিকারানুসারে পৃথক্‌রূপে স্বতন্ত্রা শুদ্ধাভক্তি সাধনেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ বিভু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, জীব তাঁহারই শক্তি ও অংশ—সচ্চিদানন্দকণ; শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিয়া নিত্য পরমানন্দ ভোগ করাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু অনাদি কাল হইতে কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে ভগবান্‌কে ভুলিয়াই জীব শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া দুঃখময় মায়িক

সংসারে জড় বিষয়ানন্দের জন্যই লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীভগবান্ই অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া জীবের জড় দেহেন্দ্রিয়াদিকে ক্রিয়াশীল ও নিয়মিত করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মফলনিয়ন্তৃরূপে তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সংগ্রহের সমাধান করেন।

পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে ভুলিলেও জীবের আনন্দলিপ্সা যায় না—জীবমাত্রেই আনন্দের ভিখারী এবং ভ্রমহেতুই পুনঃ পুনঃ দুঃখস্বরূপ তুচ্ছ বিষয়ানন্দ ভোগ করিয়া, সে তাহার সেই স্বাভাবিক অপরিচ্ছিন্ন আনন্দলিপ্সা চরিতার্থ করিতে চাহে; ফলে সে দুঃখের উপর দুঃখই ভোগ করে এবং পথ-ভ্রান্ত হইয়া অনাদি কাল হইতে সংসারে কেবল জন্মমৃত্যুর পথেই পরিভ্রমণ করে।

এতদবস্থায় সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ হইলে, ভক্তিসাধন-ফলে অখণ্ড পরমানন্দ-সমুদ্র শ্রীভগবৎস্বরূপের কণামাত্র আস্বাদন পাইলেই মনুষ্যের সেই অনাদি অপূর্ণ আনন্দলিপ্সা স্বস্থান প্রাপ্ত হইয়া চিরকালের জন্য পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থতা লাভ করে—তখনই তাহার মনে যথার্থ বিষয়ভোগ-বিতৃষ্ণার উদয় হয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ানন্দের স্মরণ মাত্রেই ঘৃণার উদয় হয়। তখনই তাহার অনাদি জন্মার্জ্জিত অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ ও প্রারব্ধ সংস্কাররাশি সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। ইহাই মনুষ্যের যথার্থ মনোজয়, ইহাই মনুষ্যের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, স্বস্বরূপ ও নিত্য পরমানন্দপ্রাপ্তি এবং ইহাই মনুষ্যের চরম পুরুষার্থ বলিয়া শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিসাধনের ফলে ভক্তের মনে বিষয়-ভোগ-বিতৃষ্ণার উদয় হইলে, ভক্ত তখন তাঁহার মনের কথা এইরূপে ব্যক্ত করেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারী-সঙ্গমে স্মর্য্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

অহো! যেদিন হইতে আমার মনোভৃঙ্গ নিত্য নূতন রসের একমাত্র নিকেতন শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে রমণ সুখ লাভ করিল, সেইদিন হইতেই স্ত্রীসম্ভোগ-সুখের কথা আমার স্মরণ-পথে উদয় হইলে আমার মনে এরূপ ঘৃণার সঞ্চার হয় যে, আমার মুখ স্বতঃই বিকৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়!

শাস্ত্রোক্ত সকল সাধনেই মনের বিষয়ভোগসংস্কার হইতে মুক্তিলাভ একমাত্র ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। শুদ্ধ ভক্তিসাধনের অবান্তর ফলরূপেই সেই মুক্তি লাভ হয় এবং জ্ঞান ও যোগ সাধন ভক্তিমিশ্র হইলেই তাহা সম্ভবপর হয়। জ্ঞান ও যোগমার্গে বিষয়ভোগ-সংস্কার-মুক্ত হইলেই মনের লয় হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ-ক্ষয়ান্তে জীব শ্রীভগবানের ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-স্বরূপে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া চির-নির্বৃতি লাভ করে। জ্ঞান ও যোগমিশ্র ভক্তিসাধনে বিষয়ভোগসংস্কারমুক্ত সাধক শ্রীভগবানে নিষ্ঠাত্মক শান্ত রতি লাভ করিয়া সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করেন। শুদ্ধভক্তিমার্গে শ্রদ্ধাবান্ সাধক ভজনে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি লাভ করিলে, শ্রীভগবানের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধের মধ্যে স্বীয় অধিকারানুসারে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন এবং ভজনফলে তাঁহার বিষয়ভোগসংস্কার বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা অননুসন্ধানে অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা বা প্রেমের উদয় হয়।

ভক্তের মনে প্রেমের উদয় হইলেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য তাঁহার মনে উদ্বেগ, দুঃখ, দৈন্য প্রভৃতি যে অসংখ্য বৃত্তির উদয় হয়, ভক্তি-শাস্ত্র দেখাইয়াছেন যে, সেই সকল বৃত্তিই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গমাত্র; বাহিরে নিদারুণ দুঃখভোগ হইলেও অন্তরে পরমানন্দঘন প্রেমরস ভোগ হয়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে চতুর্ব্বিধ প্রেমরস, ভক্ত

অধিকারানুসারে আস্বাদন করেন। এই রসই শ্রীভগবৎস্বরূপ—শ্রুতি 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া শ্রীভগবান্‌কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের একমাত্র আস্বাদ্যই এই রসবস্তু—'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।'

প্রেমবান্ ভক্তের যথাসময়ে প্রাকৃত দেহের পতন হইলে তিনি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপায় চিন্ময় দেহ লাভপূর্ব্বক ভগবদ্ধামে সাক্ষাৎ স্বীয় ভগবৎ-সেবা প্রাপ্ত হইয়া নিত্য পরমানন্দ ভোগ করেন।

প্রাকৃত জগতেও আমরা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধান্বিত হইয়া সংসার-রস আস্বাদন করিয়া থাকি, কিন্তু এই সকল রস আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা বা কামমূলক এবং নশ্বর স্ত্রীপুত্রাদিতে অর্পিত হইয়া অবশেষে অশেষ দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। প্রাকৃত রস চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য ব্রহ্মাস্বাদ তুল্য হইতে পারে। ভরতাদি প্রণীত প্রাকৃত রসশাস্ত্র প্রাকৃত নায়ক-নায়িকারই মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়াছে। সেই সকল বৃত্তিই মায়িক মনের ধর্ম্ম মাত্র, সুতরাং মনুষ্যের সংসার মহাদুঃখের হেতুভূত হেয় মনোবৃত্তি মাত্র। তল্লক্ষণা মনোবৃত্তি শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে পারিলেই মনুষ্য অনায়াসে মনোজয়-পূর্ব্বক সংসার অতিক্রম করিয়া নিত্য শ্রীভগবদ্ধামে ভগবৎ-সেবারূপ পরমানন্দভোগের অধিকার লাভ করিতে পারে।

মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়

প্রথম প্রবন্ধ

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মন

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রই মনুষ্যকে মনোজয় করিবার উপদেশ করিয়াছেন। কোনও শাস্ত্র মুখ্যভাবে এবং কোনও শাস্ত্র গৌণভাবে মনোজয়েরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাংখ্যপাতঞ্জলাদি ষড়্‌দর্শনেরও সেই এক ব্যবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

> এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
> ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥ ১০।৪৭।৩৩

অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মকলাপ, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ, আত্মানাত্ম-বিচাররূপ সাংখ্যযোগ, ত্যাগ, দান, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সত্য এই সকলেরই পর্য্যবসান একমাত্র মনোজয়ে, অর্থাৎ মনোজয়ই এই সকলের ফলস্বরূপ। যেমন বিভিন্ন দিগ্‌দেশে প্রবাহিতা স্রোতস্বতীসমূহের পরিসমাপ্তি একমাত্র সমুদ্রে, সেইরূপ শাস্ত্রসমূহের মার্গভেদ থাকিলেও ফল একমাত্র মনোজয়।

মায়াবদ্ধ মনুষ্যের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিই সকল শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই সকল শাস্ত্রই একবাক্যে মনুষ্যকে মনোজয় করিবার উপদেশ দিতেছেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনই মনুষ্যের সকল বন্ধন ও দুঃখের কারণ, এবং মনোজয় করিতে পারিলেই তাহার সকল বন্ধন ও দুঃখ দূর হইয়া নিত্য সুখময় স্বস্বরূপপ্রাপ্তি বা মুক্তি সংসাধিত হইয়া যায়। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

অর্থাৎ মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। মায়িক বিষয়াসক্ত মনই তাহার বন্ধনের হেতু, এবং নির্ব্বিষয় মন. মুক্তির হেতু বলিয়া কথিত হয়।

এক্ষণে আমাদের আলোচনার বিষয় এই যে—এই মন জিনিষটা কি, এবং ইহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ ?

আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা যে কোন কার্য্য করি—এই মনের সংযোগে আমাদের দশটি ইন্দ্রিয়ের একটি কিম্বা ততোধিক দ্বারাই তাহা করিয়া থাকি। আমরা মনে চিন্তা বা সঙ্কল্প করিয়া মনেরই অধ্যক্ষতায় ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। মন আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ, এবং আর দশটি বাহ্যেন্দ্রিয়। বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা আমাদের রূপজ্ঞান লাভ হয়, কর্ণ দ্বারা শব্দজ্ঞান, নাসিকা দ্বারা গন্ধজ্ঞান, জিহ্বা দ্বারা রসজ্ঞান এবং ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; ইহাদের দ্বারা আমাদের বচন, গ্রহণ, গমন ও মল-মূত্রাদি ত্যাগ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা দেহেন্দ্রিয়াদির অপূর্ণতা

বা অভাব নিরন্তরই মনে অনুভব করিয়া থাকি এবং মনেই সঙ্কল্প করিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি। তাহার ফলে আমরা মনে কখনও সুখ, কখনও বা দুঃখ ভোগ করি। আমরা মনে সকল সময়ে সুখভোগই করিতে চাহি, এবং সেই সুখের নিমিত্ত পুণ্য-পাপাদি নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া অধিকাংশস্থলে দুঃখভোগই করিয়া থাকি। আমরা বিচার করিলে ইহাও বুঝিতে পারি যে, এই মনকেই আমরা "আমি" বলিয়া জানি এবং দেহেন্দ্রিয়াদিকে কখন "আমি" এবং কখনও বা "আমার" বলিয়া থাকি। বিচারবলে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মবুদ্ধি কখন বিচলিত করিতে পারিলেও, আমরা এই মন হইতে কখনও পৃথক্ হইতে পারি না।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, জন্মগ্রহণের পর আমাদের দেহেন্দ্রিয় ও মন অনবরত পরিবর্ত্তিত হয় এবং কিয়ৎকাল বিষয়সংযোগে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার পর আমাদের মৃত্যু হইলে এই দেহেন্দ্রিয় কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্মে পরিণত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর এই মনের এবং মনের সহিত আমাদের কি হয়, আমরা তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না। আমরা বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে, এই মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় আমাদের অধীন নহে, এবং আমাদিগকেই ইহাদের অধীন হইয়া চলিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের অনুকূল কোন বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত মনে সঙ্কল্প করিয়া এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিয়াও সকল সময়ে আমরা তাহা পাইতে পারি না। আমরা বুঝিতে পারি যে, এই মন ও ইন্দ্রিয়-বর্গের শক্তিও অতি সীমাবদ্ধ এবং আমাদের ইচ্ছানুরূপ একেবারেই নহে। আমরা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তৃত্ব আমাদের নাই। কিন্তু এই নিয়ন্তা যে কে তাহা আমরা মনে ভাবিয়া কিছুতেই ঠিক করিতে পারি না। অধিকন্তু আমাদের মনে এই প্রশ্নের

উদয় হয় যে এই দেহেন্দ্রিয় ও মন—যাহা আমাদের "আমি" বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং স্ত্রীপুত্রধনজনগৃহাদি—যাহা আমাদের "আমার" বলিয়া নিরতিশয় প্রীতির বিষয়, সে সকলের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি কেবল মৃত্যু পর্য্যন্ত—এই অনিবার্য্য মৃত্যুর পর আমাদের কি আর কিছুই থাকে না? এতদবস্থায় সৌভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাভ হইলে আমাদের শাস্ত্রানুসন্ধিৎসা এবং শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধার উদয় হয়।

আমাদের কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধার উদয় হইলেই শাস্ত্রালোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়ের নিয়মন করিয়া থাকেন, এবং আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় সম্বলিত দেহগুলি এই পরিদৃশ্যমান উৎপত্তিবিনাশশীল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই অংশ-স্বরূপ ও শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী জড়া মায়াশক্তির কার্য্য। শাস্ত্রালোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীভগবানেরই নিয়মে আমাদের দেহেন্দ্রিয় ও মনের সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পুনরায় যথাপূর্ব্ব সৃষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রালোচনাদ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে, আমরা নিজে অণুচিৎস্বরূপ, বিভুচৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবানেরই অংশ, এবং আমাদের সহিত এই জড় দেহেন্দ্রিয় ও মনের সংযোগ ব্যতিরেকে বাস্তব-সম্বন্ধ কিছুই নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডসমূহ শ্রীভগবানের একপাদ বিভূতি মাত্র, তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি এই সকল মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে পরব্যোমস্থ অনন্ত চিদ্ধামরূপে নিত্য বিরাজিত আছে। সেই সকল নিত্যধামে একই শ্রীভগবান্ অনন্ত মূর্ত্তিতে অনাদিকাল হইতে তাঁহার অনন্ত পরিকরগণসহ নিত্য বিহার করিতেছেন এবং কথন কখন ধাম-পরিকরসহ কোন কোন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেও লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন।

এই ধাম সকল এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিকরবর্গের দেহেন্দ্রিয় ও মন তাঁহার স্বরূপ বা চিচ্ছক্তির কার্য্য, এবং এখানে নিত্য স্বপ্রকাশ আনন্দের বৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও তদন্তর্গত জীবের দেহেন্দ্রিয়মনপ্রভৃতি সকলই সত্ত্বরজস্তমোগুণময় এবং নিরন্তর উৎপত্তি-বিনাশশীল। এখানকার বৈশিষ্ট্য কেবল দুঃখ—জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিশোক-মোহ প্রভৃতিই এখানকার ধর্ম্ম।

আমাদের দেহেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি মায়িক জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবানেরও মনের সম্বাদ শাস্ত্র হইতেই আমরা পাইয়া থাকি। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়, তদৈক্ষত" ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নানাবিধ জগৎ সৃষ্টির জন্য সঙ্কল্প করিয়া মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্পাত্মক মন শ্রীভগবানের, এই মনের সহিত তাঁহার নিত্য সমবায়-সম্বন্ধ এবং ইহা আমাদের মত পৃথক্ পরিচ্ছিন্ন মায়িক মন নহে, কারণ সেই সময়ে মায়িক মনের সৃষ্টিও হয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পুরাণ হইতে প্রকট লীলায় ভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের ও তাঁহার পরিকরবর্গের এই নিত্য সম্বন্ধান্বিত মনের সম্বাদও আমরা পাইয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

(১) তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃস্বচ্ছপয়ঃসরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে॥ ১০।১৫।৩

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বেণুগান করিতে করিতে বয়স্য ও পশুগণসহ কুসুমাকর বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অলিকুলের ঝঙ্কারে, পক্ষিসকলের কাকলিতে ও মৃগগণের সুমধুর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত

হইতেছে, এবং সরোবরসমূহের জল মনস্বিগণের মনের ন্যায় স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়াছে ও তত্রত্য কমলরাজির সৌরভ বহন করিতে করিতে শীতল মৃদুমন্দ গন্ধবহ প্রবাহিত হইয়া সকলের সন্তাপ হরণ করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনের এই মনোহর ভাব নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীভগবান্ মনে মনে তথায় ক্রীড়া করিবার অভিলাষ করিলেন।

(২) ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১০।২৯।১

অর্থাৎ পূর্ব্বানুরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীভগবানের সহিত রমণ করিবার অভিলাষ মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে শ্রীভগবানও, নিজে আত্মারাম হইয়াও, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত শরৎকালীন উৎফুল্লমল্লিকায় সুশোভিত রজনীসমূহ অবলোকন করিয়া স্বীয় যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত রমণ করিবার জন্য মনে সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরিকরবর্গ তাঁহাদের ধামে নানা সঙ্কল্প করিয়া নানাপ্রকারে পরস্পরের প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিই তাঁহার পিতামাতা সখা ও প্রেয়সী প্রভৃতি পরিকররূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ পরিকর। ইঁহাদের অনুগত বহু সাধনসিদ্ধ পরিকরও আছেন। সাধনসিদ্ধ পরিকরগণ আমাদেরই মত অণুচৈতন্য জীব, সাধনবলে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপা লাভ করিয়া মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনের পরিবর্ত্তে ভগবৎসেবোপযোগী চিন্ময় দেহেন্দ্রিয় ও মন লাভ করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের মধ্যেও জীব আছেন, তাঁহাদের সহিত মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধ কখনই হয় নাই—তাঁহারা নিত্য ভগবদুন্মুখ এবং নিত্য চিন্ময় দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা ভগবৎসেবাসুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পরিকরবর্গের যে চিন্ময় মনের সম্বাদ আমরা পাইলাম, সে মনের সহিত তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কোনও সম্পর্ক নাই, সুতরাং সে মনে মায়িক বন্ধন ও দুঃখের কখনও কোন সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু তাঁহাদের চরণে ঐকান্তিক শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে আমাদের মত মায়াবদ্ধ জীবের মায়িক মনেরও মায়িক বন্ধন ও দুঃখ দূর হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ১।১১।৩৯

অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যই এই যে, তিনি প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই। তাঁহার কি কথা, যে প্রাকৃত মনোবুদ্ধি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে সেই মনোবুদ্ধিরও প্রাকৃতগুণের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। মায়িকগুণের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইলেই সে মন হইতে মায়িকবন্ধন ও দুঃখ বিদূরিত হইয়া যায়, এবং তাহা নির্গুণ চিৎস্বরূপধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ সম্বন্ধ লাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্র যে মায়াবদ্ধ মনুষ্যের জন্য মনোজয়ের ভূয়োভূয়ঃ ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট উপায় ও একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা যথাস্থানে সেই তত্ত্ব ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিব।

এক্ষণে আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, শুদ্ধ চিৎস্বরূপ জীবের সহিত এই জড় দুঃখসঙ্কুল মায়িক মনের সংযোগ কবে, কোথায়, কাহাকর্ত্তৃক এবং কেন সংঘটিত হইল? শাস্ত্রানুসন্ধানেই আমরা জানিতে পারি যে, পরমকারুণিক মহানুভব বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বেদাদিশাস্ত্র হইতেই এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জীব অণুচৈতন্য ও শ্রীভগবান্ বিভুচৈতন্য, জীব শক্তি ও শ্রীভগবান্ শক্তিমান, জীব অল্পজ্ঞ

ও শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ এবং জীব নিত্য ভগবদ্দাস ও শ্রীভগবান্ তাহার নিত্য-প্রভু। শাস্ত্রকার দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র চৈতন্য বস্তুই সৎ বা নিত্য ও আনন্দস্বরূপ এবং জড় বস্তুমাত্রই অসৎ বা অনিত্য ও দুঃখস্বরূপ, এবং বিভু সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের নিত্যসেবাসুখ ভোগ করাই অণুসচ্চিদানন্দস্বরূপ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই জীবের মধ্যে এক-জাতীয় জীব ভগবদ্ধামে তাহার স্বাভাবিক ভগবৎ-সেবাধর্ম্ম পালন করিয়া নিত্য অখণ্ড পরমানন্দ ভোগ করিতেছে, এবং আর একজাতীয় জীব অল্পজ্ঞতা-হেতু অনাদিকাল হইতে তাহার নিত্য ভগবদ্দাস-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আছে। এই জাতীয় জীবকে স্বচরণোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ভগবৎ-বিস্মৃতির দণ্ডস্বরূপ মায়া এই জীবের চৈতন্য স্বরূপ আবরণ করেন এবং জড় দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারাই তাহাকে আবদ্ধ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ সংসারমহাদুঃখ ভোগ করাইয়া থাকেন। এই অনাদি বহির্ম্মুখ জীবগণে ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাবকে শাস্ত্রকার "প্রাগভাব" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার ফলে মায়াবদ্ধ হইয়া মায়িক জড় বস্তু হইতে সুখলাভের আশায় অনাদিকাল হইতে সংসারদুঃখ ভোগ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সৎসঙ্গলাভ ও তৎ-প্রভাবে ভগবদুন্মুখ হইলেই সেই অভাব দূরীভূত হইতে পারে। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিদ্বারাই দেখাইয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যগণে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
শাস্ত্র সাধুকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব মায়াকর্ত্তৃক এই মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা আবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে চতুরশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণপূর্ব্বক একবার মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া থাকে। কেবল মনুষ্যের মনই মায়াবদ্ধ জীবের দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করিতে সমর্থ, এবং শ্রীভগবান্ সাধু ও শাস্ত্ররূপে মনুষ্যকেই তাহার মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা ভজন সাধন করাইয়া তাহাকে স্বচরণোন্মুখ হইবার সহায়তা করিয়া থাকেন। মনুষ্যজন্মেই জীব সাধু ও শাস্ত্রকৃপায় ভজন সাধন করিয়া মায়াতিক্রমপূর্ব্বক তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম শ্রীভগবচ্চরণসেবা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে সমর্থ। শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে বলিয়াছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ১১।২০।১৭

অর্থাৎ, জীবের মনুষ্যদেহই সর্ব্ববাঞ্ছিত ফলের মূলস্বরূপ। ইহা সুদুর্ল্লভ এবং সুলভ; অর্থাৎ শতকোটি উদ্যমেও এই দেহলাভ হয় না, অথচ চতুর-শীতিলক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে—কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবলে—ইহা একবার আপনিই লব্ধ হয়। মনুষ্যদেহই দুস্তর মায়াসমুদ্র অতিক্রম করিবার একমাত্র সুদৃঢ় ভেলা স্বরূপ। সাধু ও গুরুকে ইহার কর্ণধার করিলে, আমি নিজেই অনুকূল বায়ুরূপে ইহাকে গন্তব্যপথে চালাইয়া থাকি। সাধারণ তরী কখনও ডুবিয়া যায়, কিন্তু ভেলা কখনও ডুবে না। অতএব যে মনুষ্যাধম এই দেহ পাইয়া ভজনসাধন দ্বারা মায়াতিক্রম না করে, সেই-ই যথার্থ আত্মঘাতী।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

-*-

সৃষ্টিতত্ত্ব—প্রাকৃত মনের স্বরূপ ও স্বভাব

শাস্ত্র বলিয়াছেন, মহাপ্রলয়ে অনন্ত জীবদেহ ও তত্তৎ ভোগ্য-সামগ্রীসহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃতিও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানে লীন হয়। তদবস্থায় বহির্ম্মুখ জীব স্বস্ব সূক্ষ্ম ভোগ-বাসনা লইয়া এবং জ্ঞান ও ভক্তিসাধকগণ স্বস্ব মুমুক্ষা ও ভক্তিবাসনা লইয়া শ্রীভগবানে লীন হইয়া থাকে। এই জীবগণের দেহ মন প্রভৃতি কিছুই থাকে না এবং শ্রীভগবানে লীন হইলেও তাঁহার সহিত তাহাদের অবিদ্যার ব্যবধান থাকিয়া যায়। ইহাদের উদ্ধারের জন্যই মহাপ্রলয়া-বসানে শ্রীভগবান্ পুনরায় যথাপূর্ব্ব জগৎসৃষ্টির সঙ্কল্প করেন। বহির্ম্মুখ জীব ও জ্ঞান-সাধকগণ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে মনুষ্যদেহ পাইলে সাধনপথ অবলম্বনপূর্ব্বক মায়িক মনের অনাদিসঞ্চিত ভোগবাসনা ক্ষয় করিয়া স্বচরণোন্মুখ হইবে কিম্বা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিবে এবং সাধক ভক্তগণ মায়াতিক্রমপূর্ব্বক প্রেমভক্তি লাভ করিয়া নিত্য স্বচরণসেবাসুখ প্রাপ্ত হইবে—এই দুই প্রয়োজন হেতুই মহাপ্রলয়াবসানে শ্রীভগবানের মনে পুনঃ সৃষ্টিসঙ্কল্পের উদয় হয়। তখন তিনি প্রথম পুরুষাবতাররূপে কারণার্ণবে শয়ন করিয়া তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী জড়া প্রকৃতি তাঁহার চিদাভাসপ্রাপ্তিহেতু ক্রিয়াশীলা হইয়া মহত্তত্ত্বে পরিণত হয় এবং মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্বে পরিণত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশে মন, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,

জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বের রাজস অংশে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চ প্রাণের সৃষ্টি হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বের তামস অংশে পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধ ও পঞ্চ মহাভূত—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চমহাভূতেরই সূক্ষ্ম স্বরূপ বা গুণ এবং প্রত্যেকেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এক একটির গ্রাহ্য বিষয়, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ—কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়, বায়ুর গুণ স্পর্শ—ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়, জলের গুণ রস—রসনার বিষয়, তেজের গুণ রূপ—চক্ষুর বিষয় এবং মৃত্তিকার গুণ গন্ধ—নাসিকার বিষয়।

শ্রীভগবানের সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইলে শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় পুরুষাবতাররূপে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই প্রবেশ করেন। তিনি নিজের এই স্বরূপেরই নাভিকমল হইতে শ্রীব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মক অনন্ত ব্যষ্টি জীবদেহ ও তত্তৎ ভোগ্যদ্রব্যের সৃষ্টি করিয়া চতুর্দ্দশভুবনাত্মক প্রতি ব্রহ্মাণ্ডই পূর্ণ করেন। শ্রীভগবান্ পুনরায় তৃতীয় পুরুষাবতাররূপে প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তত্তৎ দেহেন্দ্রিয় ও মনের নিয়মন করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবদিচ্ছায় বহির্ম্মুখ জীব শ্রীভগবানের অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়ার প্রভাবেই নিজের চিৎস্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং পূর্ব্বোক্ত মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা আবদ্ধ হইয়া সেই দেহেন্দ্রিয় ও মনেই আত্মাভিমান করে। মৃত্তিকাদি পঞ্চমহাভূতের বিকারই তাহার ভোগ্য বিষয় হয় এবং তদ্দ্বারা তাহার প্রতিক্ষণ ক্ষয়শীল দেহেন্দ্রিয়ের কথঞ্চিৎ পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। মনের সহিত নিজের অভেদবুদ্ধিহেতু সে তাহার নিত্য অভাবগ্রস্ত দেহে-ন্দ্রিয়ের ক্ষুধাতৃষ্ণাদি নিত্য দুঃখধর্ম্ম মনেই অনুভব করে এবং তন্নিবারণার্থ সে মনের অধ্যক্ষতায় কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা স্থূল ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া উদর

পূর্ণ করে ও চক্ষুরসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা ঐ সকল বিষয় হইতেই রূপরসাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করিয়া সে মনেই সুখ অনুভব করে। এইরূপে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ বা ভোগ করিয়া তাহার নশ্বর দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক পুষ্টি ও তুষ্টি সাধনই তাহার একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিষয় ভোগদ্বারা তাহার নিত্য অপূর্ণ ও অতৃপ্ত স্বভাব দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন সম্ভবপর হয় না বলিয়া তাহার মনে বিষয়ভোগবাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অনবরত দেহেন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয় সংগ্রহেই প্রবৃত্ত করে। দেহদৈহিকাদি মায়িক পদার্থমাত্রই নিরন্তর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখপ্রপীড়িত, সুতরাং জরা-ব্যাধি-মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাকে মনে অশেষ ক্লেশই ভোগ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি তাহার বিষয়সুখভোগলিপ্সা ক্ষণকালের জন্যও শিথিল হয় না। মায়ার প্রভাবে নিজের চিদানন্দস্বরূপ ভুলিলেও তাহার স্বাভাবিক অখণ্ড অস্পষ্ট আনন্দের লিপ্সা কখনও তিরোহিত হয় না এবং তচ্চরিতার্থতার নিমিত্তই মায়ার মোহে সে স্ত্রীপুত্রধনজনগৃহ প্রভৃতি দুঃখময় ক্ষণভঙ্গুর মায়িক বিষয় ভোগ করিয়া অনাদিকাল হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মিথ্যা পরিভ্রমণ করে সে যে যথার্থ কি চায়, নিজে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, জীব সচ্চিদানন্দকণ, শ্রীভগবান্ বিভুসচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং অনাদি কাল হইতে কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে এক জাতীয় জীব অল্পজ্ঞতা হেতু শ্রীভগবানকে ভুলিয়াই মায়াগ্রস্ত হইয়াছে। এই জীবের বহির্ম্মুখতা দোষ দূর করিয়া তাহাকে স্বচরণোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রয়োজন। শ্রীভগবদিচ্ছা মাত্রেই মায়া পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়েন এবং বহির্ম্মুখ জীবের চিৎস্বরূপ আবৃত করিয়া তাহাকে ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর দুঃখময় বিষয়ভোগ করাইয়া প্রপীড়িত করেন। ভগবচ্চরণোন্মুখ

না হইলে কোটি কোটি জন্মেও মায়ার আক্রমণ হইতে জীবের নিস্তার নাই। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক ব্যষ্টি দেহদ্বারা ভগবদ্বিস্মৃত প্রতি জীবই মায়া কর্তৃক আবদ্ধ। প্রতি জীবদেহই কারণ, সূক্ষ্ম (লিঙ্গ) এবং স্থূলভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। মায়াবদ্ধ জীব এই তিনটি দেহদ্বারা উপর্য্যুপরি আবৃত হইয়া আছে। জীবের কারণ-দেহ কেবল মায়ার অজ্ঞান আবরণ মাত্র। কারণ-দেহ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহদ্বারা আবৃত। সূক্ষ্ম দেহ—পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট এবং ইহা অপঞ্চীকৃত ভূত-সম্ভূত বলিয়া সূক্ষ্মতাহেতু আমাদের চক্ষুর অগোচর। এই সূক্ষ্ম দেহেই জীবের ভোগসাধন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কারণ জীবের মন এই দেহেরই অবয়ব। সূক্ষ্মদেহের বাহিরে জীবের স্থূলদেহের আবরণ। স্থূলদেহই জীবের পরিদৃশ্যমান বাহ্য ইন্দ্রিয়-গোলকাদি সম্বলিত সপ্তধাতুময় ভোগায়তন দেহ। জাগ্রদবস্থায় জীবের স্থূলদেহেই আত্মাভিমান ও ব্যবহার সম্পন্ন হয়, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহের অভিমান অনুভূতি ও ব্যবহার হইয়া থাকে এবং সুষুপ্তিতে কেবল কারণ-দেহের অনুভূতিমাত্রই থাকে। স্থূলদেহই মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি দৃশ্যমান চতুরশীতি লক্ষ প্রকার আকার প্রাপ্ত হয়।

মায়াবদ্ধ জীব এই দেহত্রয়েই আত্মাভিমান করিয়া ঐ দেহের ধর্ম্ম নিজের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে ঐ দেহের অন্তরে থাকিয়া তাহার জড়দেহকে ক্রিয়াশীল করেন, মায়ামুগ্ধ জীব সূক্ষ্মদেহস্থ মনে সেই সকল ক্রিয়াকেই নিজের কার্য্য বলিয়া বুঝিয়া থাকে। মায়িক দেহের স্বভাব এই যে, ইহা প্রতিক্ষণ ক্ষয়শীল এবং শ্রীভগবানের নিয়মে প্রতিক্ষণ মায়িক বিষয় সংযোগেই তাহার কথঞ্চিৎ পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেহাভিমানী জীব এই বিষয় সংযোগকেই নিজের সুখ ও পুরুষকার বলিয়া মনে করে এবং মনের সহিত অভেদবুদ্ধি হেতু মিথ্যা কর্তৃত্বাভিমান পূর্ব্বক মনেরই অধ্যক্ষতায় ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা বিষয়সংগ্রহার্থে

নানাবিধ কর্ম্ম করে এবং তজ্জন্য তাহাকে কেবল মনুষ্যজন্মেই কর্ম্মফলের অধীন হইতে হয়। এই কর্ম্মফল ভোগের জন্যই কর্ম্মফলদাতা শ্রীভগবানের নিয়মে তাহাকে পশুপক্ষীকীট প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষপ্রকার জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

একপ্রকার কর্ম্মফল ভোগের জন্য জীবের তদুপযোগী একটি জন্মলাভ হয় এবং সেই জন্মদ্বারা যে সকল কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম কহে। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য অপ্রারব্ধ, কূট ও বীজ নামক কর্ম্ম তাহার সূক্ষ্মদেহস্থ মনে সঞ্চিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। মৃত্যু-কালে যেরূপ কর্ম্ম-বাসনার প্রাবল্য উপস্থিত হয়, তাহারই ভোগের জন্য জীবের তদনুরূপ নূতন স্থূলদেহ লাভ হয়, এবং তদন্তে সেই স্থূলদেহের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি বা মৃত্যু হইলে, জীব কারণ ও সূক্ষ্মদেহ লইয়া অন্য প্রারব্ধ কর্ম্ম-ভোগের জন্য অন্যত্র অন্য স্থূলদেহ লাভ করে। ইহাই জীবের জন্ম ও মৃত্যু। জন্মমৃত্যু স্থূলদেহেরই ধর্ম্ম, কারণ ও সূক্ষ্মদেহ অনাদিকাল হইতে যতদিন জীব মায়ামুক্ত না হয় ততদিন একই থাকে। মুক্তি কিংবা প্রলয় ব্যতিরেকে জীবের সূক্ষ্ম ও কারণদেহের নাশ হয় না। এই সূক্ষ্মদেহের মনই জীবের প্রধান আশ্রয়, মনেই নিজের অভেদবুদ্ধি হেতু মনের অধ্যক্ষতায় স্থূলদেহের ইন্দ্রিয়দ্বারদ্বারা বিষয়গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে ও মনেই জীব তাহা ভোগ করিয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহের মনেই জীব স্থূলদেহের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই মিথ্যা ভোক্তৃত্বাভিমানহেতু দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত অনাদিকাল হইতে পুণ্যপাপাদি কর্ম্ম করিয়া জীব মনে অনন্ত কর্ম্ম-সংস্কার সঞ্চয় করিতে থাকে এবং সেই সকল কর্ম্মসংস্কার বা ভোগবাসনা হেতুই তাহাকে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসার-দুঃখসাগরে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ বাড়বানলদ্বারা নিরন্তর দগ্ধ হইতে হয়।

মায়াবদ্ধ মনুষ্যের মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্বভাবতঃ মায়িক বিষয়েই প্রবৃত্ত হয়। তাহার অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় ও বহিঃস্থ বিষয়ের সংযোগে তাহার ইন্দ্রিয় ও মন তত্তৎ বিষয়াকারে আকারিত হয় এবং এই বিষয় সংযোগ হেতু ইন্দ্রিয় ও মনের যে বিবিধ পরিণাম উপস্থিত হয়, তাহাই তাহার ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তি বা জ্ঞান। এই বৃত্তিজ্ঞান অতি পরিচ্ছিন্ন এবং তাহাই তাহার একমাত্র সম্বল। তাহার সকল ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তিজ্ঞান দৃশ্যমান স্থূলদেহের ইন্দ্রিয়গোলক দ্বার দিয়াই বহির্গত হয় এবং তত্তৎ গোলকদ্বারা সেই সেই জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বা আবরিত হইয়া থাকে। স্থূলদেহের এই ইন্দ্রিয়গোলকদ্বার সমূহকেই আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকি, কিন্তু সেইগুলি কেবল সূক্ষ্মশরীরস্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বার মাত্র। কেবল মনের ঐরূপ কোন গোলক বা দ্বার না থাকায় তাহার মনের বৃত্তিজ্ঞান আবৃত বা পরিচ্ছিন্ন হয় না। এই জন্যই তাহার মন সঙ্কোচন ও প্রসরণশীল। মন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অতি বৃহত্তম বস্তুর ধারণা করিতে সমর্থ। ক্ষুদ্র বা মহৎ বস্তুর আশ্রয় হেতুই মন ক্ষুদ্র বা মহৎ বলিয়া পরিচিত হয়। মায়াবদ্ধজীব মনুষ্যজন্মে সৌভাগ্য-ক্রমে সাধু ও শাস্ত্রকৃপালাভ করিলে মায়া তাহার সকল বন্ধন শিথিল করিয়া দেন, এবং তখন তাহার সেই মনই সাধনবলে ব্রহ্মাণ্ডের পাতালাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ লোকেরই ধারণা করিতে সমর্থ হয় ও শ্রীভগবৎ কৃপায় ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিব্যাদি অষ্ট আবরণ ভেদ করিয়া কারণার্ণব অতিক্রমপূর্ব্বক চিন্ময় পরব্যোমে শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামেও উপনীত হইতে পারে—অসীম ও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে পরব্যোমের সর্ব্বোপরিস্থ শ্রীগোলোক ধামে স্বয়ং শ্রীভগবানের অনন্ত লীলারস আস্বাদন করিয়া তাহার সেই মনই মনুষ্যজন্মের যথার্থ সাফল্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

অসীম ও অনির্ব্বচনীয় দুর্ভাগ্য দোষেই অনাদিকাল হইতে মায়ার অবিদ্যাপ্রভাবে নিজের চিৎস্বরূপ ভুলিয়া বহির্ম্মুখ জীবের মনে মায়িক দেহে-

ন্দ্রিয়েই অস্মিতা বা আত্মাভিমান, দেহেন্দ্রিয়ের অনুকূল স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে রাগ বা মমতাভিমানহেতু প্রবল অভিলাষ, দেহেন্দ্রিয়ের প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ এবং ঐ দেহ দৈহিকাদি সকল পদার্থেই প্রগাঢ় অভিনিবেশ জন্মিয়াছে। দেহ গৃহ ধন জন স্ত্রী পুত্রাদি যে সকল ভোগ্য বস্তুকে সে একবার "আমার" বলিয়া মনে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহা ত্যাগের অসহিষ্ণুতার নামই অভিনিবেশ। মায়াবদ্ধ মনুষ্যের মন এই পঞ্চ ক্লেশ দ্বারা সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত ও পরিক্লিষ্ট হইয়া থাকে।

দুর্দ্দমনীয় প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ মায়াবদ্ধ মনুষ্যের মন কোন একটি বিষয়ের প্রতি ভোগোন্মুখ হইলে, মনে সেই বিষয়ভোগের বিষময় ফল জানিয়াও সে মনোদ্বারা তাহার সেই মনকে সংযত করিতে পারে না। প্রারব্ধদোষে বাহিরের স্থূল বিষয় না পাইলেও, সে মনের সূক্ষ্ম সংস্কার হইতে মনোরথ বা স্বপ্নে সূক্ষ্ম বিষয় সৃষ্টি করিয়া লইয়া কেবল মনেই ভোগ করে। সৌভাগ্যক্রমে তাহার মন যদি ভোগোন্মুখ না হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধফলে স্থূল বহিরিন্দ্রিয়দ্বারে বিষয় সংযোগ ও গ্রহণ হইলেও, অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় ও মনে তাহার বিষয়ভোগ হয় না এবং সেইরূপ বিষয়ভোগ কর্ম্মের সংস্কারও উৎপন্ন হয় না। এতদ্ব্যতীত সে মনে সঙ্কল্প করিয়া যে কোন কর্ম্ম করে তাহারই নূতন সংস্কার উৎপন্ন হইয়া মনে সঞ্চিত হয়। সুতরাং অনাদিকাল হইতে তাহার কর্ম্মসংস্কার কেবল বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া কোনকালেই তাহার কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে বলিয়া বোধ হয়।

মনুষ্য ভিন্ন দেবতির্য্যগাদি সকল জন্মই কেবল কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত। মনুষ্যজন্মে কর্ম্মফল ভোগ হইলেও, একমাত্র কেবল মনুষ্যজন্মেই জীব মায়ার অনাদি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ। মায়াবদ্ধ জীবকে মনুষ্যজন্মেই কৃতার্থ করিবেন বলিয়া শ্রীভগবান্ কেবল মনুষ্যেরই স্বস্বরূপ-সাক্ষাৎকারের উপযোগী বুদ্ধিবিশিষ্ট মনের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই সৃষ্টিকালে

অনন্ত জীবদেহ সৃষ্ট হইলে, মনুষ্যদেহ দেখিয়াই শ্রীভগবান্ অতিশয় আনন্দিত হয়েন ; কারণ তিনি জানেন যে, মনুষ্যের দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারাই সাধন করিয়া জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে এবং তাঁহাকেও জানিতে ও দেখিতে পারিবে। শ্রীমদ্ভাগবতই সেই কথা বলিয়াছেন—

স্বষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপ-পশূন্ খগদন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥ ১১।৯।২৮

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা বৃক্ষাদি স্থাবর ও সরীসৃপ পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি বিবিধ জীবদেহ রচনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন নাই, অবশেষে আত্মসন্দর্শনোপযোগী প্রসরণশীল-মনোবুদ্ধিবিশিষ্ট নরকলেবর নির্ম্মাণ করিয়াই বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন।

মায়াবদ্ধ জীব মনুষ্যজন্মে সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ করিলেই তাহার সেই বুদ্ধিযুক্ত মনে প্রথমে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং তখন হইতেই সে ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধিপূর্ব্বক শাস্ত্রনিষিদ্ধ বা পাপ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে এবং শাস্ত্রবিহিত বা পুণ্য কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। তাহার পরই সেই মনোদ্বারা সে গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক বিধিনিষেধ ও ভগবদ্ভজনাদি শাস্ত্রাজ্ঞাপালনরূপ সাধনানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হয়। প্রথম সাধুসঙ্গপ্রভাবানুসারেই সে যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সনাতন সাধনমার্গের মধ্যে কোন একটির আশ্রয়লাভ করে এবং সেই বুদ্ধিযুক্ত মনোদ্বারাই শ্রীভগবচ্চরণভজনাদি তত্তৎ সাধনানুষ্ঠানের ফলে, একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপায় সে তাহার মনের উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার মন কদাচিৎ ভোগোন্মুখ হইলেও সে সেই মনোদ্বারাই তাহার মনকে অনায়াসে সংযত করিতে সমর্থ হয়, কারণ ভগবদ্ভজন ফলে তখন তাহার মন ও মনের পশ্চাতে অবস্থিত

নিজের জীবস্বরূপ তত্রস্থ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দ শ্রীভগবৎস্বরূপের কিঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়া যথার্থরূপে পরিতৃপ্ত হয় এবং তাহার দেহেন্দ্রিয়ও স্বাভাবিক অপূর্ণতা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ পূর্ণতা—পুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করে। এতদবস্থায় তাহার ভগবচ্চরণে ভক্তি, ভগবদনুভূতি ও মায়িক ভোগ্য বিষয়ে বিরক্তি ভজনানুপাতে—ভজনানুরূপই যুগপৎ উদয় হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
১১।২।৪২

অর্থাৎ ভোজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির ভোজনের অনুপাতে প্রতিগ্রাসেই যেমন দেহপুষ্টি, মনস্তুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি যুগপৎ সম্পাদিত হয়, সেইরূপ ভগবচ্চরণ ভজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরও ভজনকালে ভজনানুরূপ ভক্তি, ভগবদনুভূতি ও মায়িক বিষয়ে বিরক্তি সমকালেই উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীভগবচ্চরণভজনে অগ্রসর হইলেই সাধকের ভগবদনুভূতি ও বিষয়-বৈরাগ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার চির-অপূর্ণ ও অনাদি আনন্দ-লিপ্সা স্বাভাবিক ও পূর্ণ পরমানন্দের সন্ধান পাইয়া স্থানান্তরাভিলাষিতাশূন্য ও নিশ্চল হইয়া যায় এবং তখনই তাহার মনে মায়িক ভোগ্য বিষয়মাত্রেই তুচ্ছবুদ্ধি ও দোষদৃষ্টির যথার্থ উদয় হয়।

কোটি জন্মার্জ্জিত বিষয়ভোগ সংস্কার হইতে এইরূপে মুক্তিলাভ করার নামই যথার্থ চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয়। এতদবস্থায় সাধকের সকল কর্ম্মবন্ধনই শিথিল হইয়া যায়। যোগী ও জ্ঞানীর প্রারব্ধ ব্যতিরেকে অপ্রারব্ধাদি সকল কর্ম্মই ক্ষয় হয় এবং ভক্তের প্রারব্ধপর্য্যন্ত সকল কর্ম্মই ধ্বংস হইয়া যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, বিড়ালীর দন্ত দংশনে মুষিকাদির প্রাণান্ত হয়, কিন্তু বিড়ালী তাহার নিজশিশুকে সেই দন্ত দ্বারাই দংশনপূর্ব্বক উত্তোলন

করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসে এবং বিড়াল-শিশুর সেই দংশন সুখকর বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ বহির্মুখ জীব মায়ার বন্ধনে অনাদিকাল হইতে নিষ্পেষিত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে কোন মনুষ্যজন্মে ভগবদুন্মুখ হইলেই মায়া তাহাকে আর কোনও দুঃখ দেন না, অধিকন্তু তিনিই মাতৃরূপে কৃপা করিয়া তাহাকে শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তির সর্ব্বমঙ্গলময় আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দেন। মায়ার আশ্রয়ও তখন তাহার সুখময় বলিয়া বোধ হয়!

শ্রীভগবদ্ভজন ফলে শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া তৎ-প্রভাবে সাধকের মন তখন অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের ন্যায় ক্রমশঃ মায়িক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্বরূপানুরূপ চিন্ময়ত্ব লাভ করে এবং তখন সেই মন অত্যন্ত প্রসারিত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ তত্ত্বের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তদবস্থায় ঐ স্বরূপ শক্তির কৃপায় যোগী ও জ্ঞানী-সাধকের মনে তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং ভক্ত সাধকের মনে শ্রীভগবানে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও অবশেষে বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভাবভক্তির আবির্ভাব হয়। তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মনোদ্বারাই যোগী স্বহৃদয়স্থ অন্তর্যামী পরমাত্মসত্তার এবং জ্ঞানী সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎকার লাভ পূর্ব্বক প্রারব্ধক্ষয়ান্তে তত্তৎ বিভু সচ্চিদানন্দসত্তায় স্বস্ব ক্ষুদ্র জীবসত্তা লীন করিয়া নিজের অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি ও চির নির্বৃতি লাভ করেন। কিন্তু, ভক্ত সাধক সেই মনে নিজের সচ্চিদানন্দকণস্বরূপ, শ্রীভগবানের বিভু সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার নিত্য ও স্বাভাবিক সেব্য সেবক সম্বন্ধ, এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব হইয়াও শ্রীভগবানের ব্রহ্ম ও পরমাত্মরূপ প্রকাশদ্বয় এবং তাঁহার মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ রাম নৃসিংহাদি অনন্তরূপে নিত্য অবস্থিতি প্রভৃতির পরিচায়ক শাস্ত্রবাক্য সমূহের যথার্থ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ভক্ত সাধক সেই মনেই, সেই অদ্বিতীয় তত্ত্ব শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়া-

শক্তির কার্য্য—অনন্তব্রহ্মাণ্ডাদি-সৃষ্টি ও অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির কার্য্য —অনন্ত-বৈকুণ্ঠাদিধাম-পার্ষদ ও লীলা-প্রকটন এবং তদুভয় শক্তির প্রভাব-জ্ঞাপক শাস্ত্রবাক্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অতঃপর প্রকৃষ্ট ভজনের ফলে যথাসময়ে তাঁহার মনের ভাবভক্তি গাঢ় হইয়া শ্রীভগবানে মমতাতিশয্য বা প্রেমের উদয় হয়। তখন প্রেমবান্ ভক্ত সেই মনোদ্বারা মনে ও বাহিরে—যেখানে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়, সর্ব্বত্রই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত, চিরসুন্দর ও চিরমধুর শ্রীভগবন্মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি-সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং ধামপার্ষদ ও লীলাসহ সেই মূর্ত্তির সাক্ষাৎ সেবাধিকার লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্তবৎ বিচরণ করেন। এইরূপে সাধক-দেহের পতনান্তে, সিদ্ধ ভক্ত শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপায় চিন্ময়দেহ লাভ পূর্ব্বক স্বেপ্সিত শ্রীভগবদ্ধামে সপরিকর ও সলীল শ্রীভগবানের নিত্য সেবালাভ করিয়া চিরকৃতার্থ হইয়া যান।

মায়াবদ্ধ মনুষ্যের অতি তুচ্ছ মায়িক মনের এই মহত্তম পরিবর্ত্তন সাধনই মনোজয় সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত সকল সাধনের চরম উদ্দেশ্য এবং তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে যথাশক্তি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

তৃতীয় প্রবন্ধ
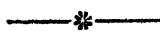
মনের স্বরূপ ও স্বভাব, মনোজয়ের সাধন—ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ

কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত। আচার্য্যপাদগণ পুরাণান্তর হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বেদান্তদর্শন হইতে ভিন্ন নহে। অন্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ও বেদান্তেরই অনুগত এবং সকল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃতা বাণী বলিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেও প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করেন। মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়ের আলোচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আশ্রয়স্বরূপ এই সকল শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বনীয়।

বেদান্তশাস্ত্র বলিয়াছেন—

আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েন, ইন্দ্রিয় অর্থেন, ততো বিষয়গ্রহঃ।

অর্থাৎ বহির্ম্মুখ জীবাত্মার প্রথমে মনের সহিতই সংযোগ হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ে বিষয়সংযোগ হইয়া থাকে। এই প্রকারেই জীবের বিষয়ভোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই মন বা অন্তঃকরণের অধ্যক্ষতায়, স্থূল বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া জীব মনেই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মফলে ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয় পাইলে, জীবের মনে যে অনুকূলবেদন উপস্থিত হয়, তাহাকেই সে সুখ বলিয়া মানিয়া লয়, এবং প্রতিকূল বিষয় পাইলে, মনে যে প্রতিকূলবেদন হয়, তাহাকেই সে দুঃখ বলিয়া মানিয়া লয়।

মায়াবদ্ধ জীবের দেহেন্দ্রিয় ও মন জড় পদার্থ হইলেও, অন্তঃস্থ নিজের চিৎকণ আত্মা ও অন্তর্যামী বিভু পরমাত্মার সংযোগে চিজ্জড় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; সেই জন্যই সে মায়ার মোহে জড় দেহের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত করিয়া নিজেকে স্থূল, কৃশ ও জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি বলিয়া অভিমান করে এবং আত্মধর্ম্ম জড় দেহে আরোপিত করিয়া দেহকেই সুখী ও দুঃখী বলিয়া মনে করে। অন্তর্যামী পরমাত্মাই জীবের দেহেন্দ্রিয় ও মনের নিয়ামক এবং সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা—তাঁহারই নিয়মে দেহেন্দ্রিয় ও মন কর্ম্মক্ষম হইয়া বিবিধ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় এবং পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে কর্ম্ম-ফলরূপে ভোগ্য বিষয়ের প্রাপ্তি ও ভোগ হইয়া থাকে। মায়াবদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রাপ্তিহেতু মনে যে সুখ অনুভূত হয়, শাস্ত্র তাহাকে আনন্দের "আভাস" বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

অর্থাৎ, বিভুপরমানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বেরই আনন্দের আভাস-মাত্র মায়াবদ্ধ-জীব উপভোগ করিয়া জীবনধারণ করে। উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবিকেই আভাস কহে, আভাস বাস্তব পদার্থ নহে। যেমন সূর্য্যের উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবি কেবল অলীক চাক্‌চিক্যমাত্র, জীবের বিষয়ানন্দও ঠিক সেইরূপ। পঞ্চ-দশী বেদান্তকার এই তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

বিষয়েষ্বপি লব্ধেষু তদিচ্ছোপরমে সতি।
অন্তর্ম্মুখ-মনোবৃত্তাবানন্দঃ প্রতিবিম্বতি॥

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের অনুকূল কোন একটি বিষয়-প্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছাহেতু মায়াবদ্ধ জীবের মন অতিশয় চঞ্চল হয় এবং ঐ বিষয়টি প্রাপ্ত হইলে সেই ইচ্ছা কিয়ৎকালের জন্য উপরত হয়। তখন তাহার মন ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া অন্তর্ম্মুখী হয় এবং মন অন্তর্ম্মুখী হইলেই অন্তঃস্থ বিভু পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মার আনন্দ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। ইহাকেই শাস্ত্র আনন্দের

"আভাস" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব এই আনন্দ কোথা হইতে আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া ইহাই নিশ্চয় করিয়া লয় যে, আনন্দ সে তাহার ঐ দুর্লভ বিষয় হইতেই পাইতেছে। সেই অনুকূল বিষয়ের সংযোগ বা ভোগ হেতু ইন্দ্রিয়ে ও মনে যে অনুকূলবেদন অনুভূত হয়, অতঃপর তাহাই মায়াবদ্ধজীবের ঐ ভ্রান্তি আরও দৃঢ়বদ্ধা করিয়া দেয় এবং বিষয়ভোগসুখই তখন তাহার একমাত্র ও যথার্থ সুখ বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু জীবের কোন ইন্দ্রিয়ই অধিকক্ষণ বিষয়ভোগ করিতে সমর্থ নহে, করিলে দুঃখই পায়, এবং নশ্বর বিষয়ও কিছুক্ষণ পরে বিষ বলিয়া বোধ হয়, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফলভোগ সমাপ্ত হইলেই বিষয় অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবের মন নিরন্তর একটি বিষয় ছাড়িয়া কিম্বা ছাড়িয়া যাইলে, বিষয়ান্তর প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে; কারণ প্রয়োজন তাহার আনন্দ—আনন্দ তাহার চাইই, এবং বিষয় ব্যতীত আনন্দের অস্তিত্বই নাই বলিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। মায়াবদ্ধ জীব জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মায়াকর্ত্তৃক এইরূপে বিড়ম্বিত হয় এবং অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা ও দুঃখ ভোগ করিয়া কখন কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য বলে সাধুসঙ্গলাভ করিলে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালাভ করে এবং তখন সে শাস্ত্রোক্ত সাধন বলে বুঝিতে পারে যে, অনুকূল বিষয়ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অভাব-পূরণ হেতু মনে যে অনুকূলবেদন অনুভূত হয়, কেবল তাহার লোভেই সে মায়াকর্ত্তৃক প্রতারিত হয় নাই এবং যে পরমানন্দস্বরূপের আভাস-সংযোগেই অনাদিকাল হইতে দুঃখস্বরূপ বিষয় তাহার নিকট সুখময় বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, তখন হইতে সে সেই প্রকৃত আনন্দের অনুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হয়। সাধনবলে তখন সে বুঝিতে পারে যে, অজ্ঞ শিশু যেমন নিজের লালাসংযোগহেতু মাতৃস্তনভ্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলি চোষণ করে এবং নির্ব্বোধ কুক্কুর যেমন নিজের সৃক্কণীনিঃসৃত রুধির সংযোগ-হেতু মাংসভ্রমে শুষ্ক অস্থিখণ্ড চর্ব্বণ করে, সেও অনাদিকাল হইতে

নিজস্ব আনন্দের আভাস সংযোগ হেতু প্রকৃত সুখের ভ্রমে দুঃখই ভোগ করিয়াছে। তখন সে বুঝিতে পারে যে, জড় দেহেন্দ্রিয়াদি তাহার স্বরূপ নহে, কিম্বা দুঃখময় জড় বিষয় তাহার ভোগ্যও নহে,—সে নিজে আনন্দ স্বরূপ এবং সে যাহার ক্ষুদ্র অংশ, একমাত্র সেই অংশী বিভূ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত মিলিত হইয়া নিত্য পরমানন্দ ভোগ করিতে পাইলেই তাহার অনাদি অতৃপ্ত আনন্দলিপ্সা চিরকালের জন্য পরিতৃপ্ত হইতে পারে। তখনই সে কুকুরের শুষ্ক অস্থিখণ্ড পরিত্যাগের ন্যায় সকল বিষয়ই দূরে পরিহার করিতে সমর্থ হইয়া তাঁহারই সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

বেদান্তশাস্ত্র জীবের অন্তঃকরণ বা মনের বৃত্তি অনুসারে ইহার চারিটি কক্ষা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অন্তঃকরণচতুষ্টয় এই—

(১) মন—অন্তঃকরণের যে অংশের বৃত্তি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা, অর্থাৎ এইটি করিব, কি এইটি না করিয়া ঐটি করিব—এইরূপ ভাবনা হয়, তাহাকেই মন আখ্যা দিয়াছেন।

(২) বুদ্ধি—অন্তঃকরণের যে অংশের বৃত্তি নিশ্চয়াত্মিকা, অর্থাৎ এইটিই নিশ্চয় করিব—এই ভাবনা হয়, তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়াছেন।

(৩) অহঙ্কার—অন্তঃকরণের যে অংশের বৃত্তি অভিমানাত্মিকা, অর্থাৎ আমি অমুক ব্যক্তি—এইরূপ ভাবনা হয়, তাহাই অহঙ্কার।

(৪) চিত্ত—অন্তঃকরণের যে অংশের বৃত্তি অনুসন্ধানাত্মিকা, অর্থাৎ যে অংশে অনাদি জন্মার্জ্জিত কর্ম্মসংস্কারসমূহ সঞ্চিত থাকে এবং অবসর মত সেই সংস্কারগুলির মধ্যে কোনটির অনুসন্ধান বা স্মরণ হয়, তাহারই নাম চিত্ত।

এই বিভিন্ন বৃত্তি-সম্বলিত অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়কেই আমরা সাধারণতঃ মন আখ্যা দিয়া থাকি। শ্রুতি বলিয়াছেন—"কামসঙ্কল্পবিকল্পশ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রী ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মনঃ"। মনের এই সকল বৃত্তির

সহিত অভেদভাবনায়, এই বৃত্তিগুলিকেই মন বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন।

বেদান্তশাস্ত্র মনের উৎপত্তি ও উপাদান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

এতে (মন ও বুদ্ধি) পুনরাকাশাদিগত-সাত্ত্বিকাংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যেতে।

অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের সাত্ত্বিকাংশসমূহ মিলিত হইয়া মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং মন পঞ্চ-মহাভূতের পঞ্চগুণ—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ সকলগুলিই গ্রহণ করিতে সমর্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের প্রত্যেকে এক একটি ভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাহারা কেবল এক একটি ভূতের গুণই গ্রহণ করিতে পারে। যেমন, কর্ণ কেবল আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া একমাত্র আকাশের গুণ শব্দই গ্রহণ করে, চক্ষু কেবল তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া একমাত্র তেজের গুণ রূপই গ্রহণ করে। এইরূপ ত্বক্ কেবল স্পর্শ, জিহ্বা কেবল রস ও নাসিকা কেবল গন্ধই গ্রহণ করে।

পঞ্চমহাভূতের সাত্ত্বিকাংশে মনের উৎপত্তি হইলেও, জগতে গুণত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি নাই বলিয়া মনে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ তিন গুণেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—মন সত্ত্বগুণ-প্রধান হইলে জীবের ভোগায়তন দেহের ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ প্রকাশ-ধর্ম্ম লাভ করে, জীবের মনে সুখী ও জ্ঞানী বলিয়া অভিমান হয় এবং তাহার বুদ্ধি আত্মবিষয়িণী হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। রজোগুণ-প্রধান হইলে মনে অনুরাগ, অভিলাষ, আসক্তি, লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, স্পৃহা ও অশান্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। তমোগুণ-প্রধান হইলে মন বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, ভয়, মোহ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা অভিভূত হয়।

মনে যে কোন গুণেরই প্রাধান্য হউক্ না, তাহাই জীবের বন্ধন ও

দুঃখের কারণ। এমন কি সত্ত্বগুণ-প্রধান হইলেও, "অহং সুখী জ্ঞানী চ" এই মনোধর্ম্ম তদভিমানী জীবে সংযোজিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, কেবল নির্গুণ হইতে পারিলেই মন জীবের সকল বন্ধন ও দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার কারণ হইয়া যায়—

গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ
ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনো স্যাৎ।
যথা প্রদীপো ঘৃতবর্ত্তিমশ্নন্
শিখাঃ সধূমা ভজতি হ্যন্যদা স্বম্।
পদং তথা গুণকর্ম্মানুবদ্ধং
বৃত্তীর্ম্মনঃ শ্রয়তেঽন্যত্র তত্ত্বম্॥ ৫।১১।৮

অর্থাৎ গুণমাত্রেই আসক্ত থাকিলে মন জীবের অশেষ সংসার-দুঃখের কারণ হয়। নির্গুণ মনই তাহার সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ। যেমন ঘৃতযুক্ত বর্ত্তিকে দগ্ধ করিবার সময়েই বহ্নি ধূমবিশিষ্ট শিখা-রূপ ধারণ করে ও ঘৃতক্ষয়ে বিশুদ্ধ অগ্নিরূপে বা নির্ম্মল তেজস্তত্ত্বে পরিণত হয়, সেইরূপ মায়িক বিষয় ও কর্ম্মে আসক্ত মনই দুঃখময় বৃত্তি সমূহকে আশ্রয় করে এবং বিষয় ও কর্ম্ম পরিহার করিতে পারিলেই পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনের একটিকে অধিকারানুসারে আশ্রয় করিয়া মন পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে।

এই অশেষদুঃখসঙ্কুল গুণানুরক্ত মনকে বিষয় ও কর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া নির্গুণে পরিণত করার নামই মনোজয়। শ্রীজড়ভরত মহাশয় মহারাজ রহূগণকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে সেই উপদেশ দিয়াই তাহার সাধনের উপায় বলিয়াছেন—

ভ্রাতৃব্যমেতত্তদমদভ্রবীর্য্য
মুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ।

গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো
জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্ ॥ ভাগ ৫।১১।১৬

হে রাজন্! এই মন স্ববৃত্তি আশ্রয়েই অতিশয় প্রবল ও সামর্থ্যশালী হইয়া জীবের আত্মস্বরূপ আচ্ছাদন করে। শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীহরিচরণ-ভজনরূপ অস্ত্রদ্বারা সন্নদ্ধ হইয়া অতি সাবধানে কেবল উপেক্ষা দ্বারাই এই মহাশত্রুকে নিগৃহীত করিবে।

মনের বৃত্তিসমূহকে উপেক্ষা করার নামই তাহাকে বধ করা। মনের সর্ব্বথা নাশ-সাধন যোগী ও জ্ঞানীর অভিপ্রেত হইলেও, ভক্তের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীজড়ভরত মহাশয় গুরুকৃপা ও ভগবচ্চরণভজনই মনোজয়ের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। শ্রীগুরু ও শ্রীভগবৎকৃপা ব্যতিরেকে মনুষ্য মায়িক-মনোদ্বারা সহস্র চেষ্টা করিয়াও মনোজয় করিতে সমর্থ নহে। মনোজয়ের অর্থ ই মনে স্বতো বিদ্যমান পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তিসমূহের সম্যক্ দমন। এই গুণত্রয়েরই অপর নাম মায়া; অতএব মনোজয় বলিতে মায়াজয়ই বুঝিতে হইবে। মায়া শ্রীভগবানের শক্তি, সুতরাং অণুচৈতন্যস্বরূপ দুর্ব্বল বহির্ম্মুখ জীবের মায়িক মনই যখন একমাত্র সম্বল, তখন সেই মনোদ্বারা নিজের সামর্থ্যে তাহার মনোজয় করিবার সাধ্যই নাই। শ্রীভগবান্ সেইজন্যই সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

গীতা ৭।১৪

হে অর্জ্জুন! এই ত্রিগুণময়ী মায়ানাম্নী আমারই অলৌকিকী শক্তি, ইহা জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাহারা আমার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া, অব্যভিচারিণী ভক্তি-সহকারে আমার ভজন করে, তাহারাই

এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকে। আমার শরণাপত্তিই জীবের মায়াতিক্রম।

শ্রীভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমদর্জ্জুন মনে করিতেছেন যে, শ্রীভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করার নামই যখন মায়াতিক্রমণ, তখন সকলেই ত তাহা অনায়াসে করিতে পারে। অন্তর্যামী ভগবান্ অর্জ্জুনের এই মনের কথা জানিয়াই পুনরায় বলিয়াছেন—সখে! তুমি মনে করিও না যে, মায়াতিক্রমণ এত সহজ কথা, জগতে কয়জন আমার শরণাপন্ন হইতে পারে?

> ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
> মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ গীতা ৭।১৫

বহির্ম্মুখ জীব মাত্রেই জন্মজন্মান্তরের দুষ্কর্ম্মফলে হিংসাদি-আসুরভাবগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে এবং মায়াকর্ত্তৃক বিলুপ্তজ্ঞান হইয়া তাহারা আমার কথা মনেও করে না।

শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তির প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মনুষ্যকে বলিলেও বুঝে না এবং বুঝিলেও ধারণা করিতে পারে না বলিয়া শাস্ত্র ইহাকে গুহ্যতম সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইজন্যই শ্রীভগবান্ আপাততঃ তাহা গোপন করিয়া, সখা অর্জ্জুনকে বিচারপথ অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞানসাধনে মায়াতিক্রমণের উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
> অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
> তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
> গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ৩।২৭—২৮

অর্থাৎ মায়ার গুণকার্য্য মন ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারাই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব কর্ম্ম

ক্রিয়মাণ হইয়া থাকে। বিমূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিই ঐ ইন্দ্রিয় ও মনে আত্মাভিমান করিয়া সেই সকল কর্ম্মের "আমিই কর্ত্তা" বলিয়া মনে করে।

কিন্তু হে মহাবাহো! যে ব্যক্তির আত্মা হইতে গুণ ও কর্ম্মের পৃথকত্ব-জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই জানেন যে, মায়ার গুণকার্য্য মন ও ইন্দ্রিয়ই গুণ-বিকার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে—"আমার" তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এবং ইহা জানিয়াই তিনি কোনও কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ করেন না।

শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট জ্ঞান-সাধনে এই ত্রিগুণময়ী মায়ার অতিক্রমণ-প্রকার ও তাহার ফলশ্রুতি বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈ র্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪।১৯—২০

অর্থাৎ জ্ঞানসাধনে বিবেকী হইয়া যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, মায়ার গুণত্রয়ই মনোবুদ্ধিপ্রভৃতি আকারে পরিণত হইয়া সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং তৎসাক্ষী জীব কোনও কর্ম্ম করে না, সেই ব্যক্তিই গুণকৃত সর্ব্ব অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আমার নির্গুণ অর্থাৎ চিন্ময়-ভাব প্রাপ্ত হয়। সেই ব্যক্তিই মন ও দেহেন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত এই গুণসকলকে অতিক্রম পূর্ব্বক গুণকৃত জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে।

এই জ্ঞানমিশ্র-সাধনে বাস্তবিক কি প্রকারে মায়ার ত্রিগুণ অতিক্রমণ হয়, তাহাও শ্রীভগবানই নিশ্চয়রূপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪।২৬

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকার আরম্ভেই বলিয়াছেন—"চ

শব্দোঽবধারণার্থঃ”, অর্থাৎ শ্লোকের “চ” শব্দটি স্থিরীকরণার্থক বুঝিতে হইবে। অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে,—হে অর্জ্জুন! গুণত্রয়-অতিক্রমণ সম্বন্ধে ইহাই নিশ্চিত জানিবে যে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বর-জ্ঞানে আমাকেই একান্ত ভক্তিযোগে ভজন করিয়া থাকে, কেবল সেই ব্যক্তিই এই গুণ-সকলকে আমার কৃপায় সম্যক্ অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

যোগীন্দ্র শ্রীকবি মহাশয়ও শ্রীনিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

ভাগ ১১।২।৩৭

অর্থাৎ শুদ্ধ চিৎকণস্বরূপ নিত্যভগবদ্দাস জীব ভগবদ্বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়াই, মায়া তাহার চিৎস্বরূপ আবরণ পূর্ব্বক মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনেই তাহার অভিনিবেশ ঘটাইয়া তাহাতেই তাহার আত্মবুদ্ধি করাইয়াছে। এই স্মৃতিভ্রংশ এবং জড় দেহেন্দ্রিয় ও মনে আত্মবুদ্ধি হেতুই সে অশেষ সংসার-মহাদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব এই মায়া যাঁহার, বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রীগুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক লব্ধবিবেক হইয়া অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে তাঁহারই ভজন করিবেন। যে কারণে মায়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহা দূর হইলে মায়া আপনিই ছাড়িয়া যাইবে।

শ্রীভগবান্ সখা অর্জ্জুনকে এই মায়িক মনের জয় উদ্দেশ্যে যোগ জ্ঞান প্রভৃতি সাধনসমন্বিত সমগ্র গীতাশাস্ত্র উপদেশ দিয়াও শেষে বলিয়াছেন—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ১৮।৬০

হে অর্জ্জুন! তুমি পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারজাত স্বীয় কর্ম্ম কর্ত্তৃক যন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছ, এক্ষণে মোহ বশতঃ যাহা (যুদ্ধাদিলক্ষণ কর্ম্ম) করিতে ইচ্ছা

করিতেছ না, তাহা অবশ্যই তোমাকে অবশভাবে করিতে হইবে। সেই কর্ম্ম তোমাকে কে করাইবে এবং কেই বা তাহা হইতে কখন তোমাকে নিবৃত্ত করিবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

১৮।৬০—৬১

অর্থাৎ সূত্রধার যেমন সকলের অন্তরালে থাকিয়া দারুযন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম ভূত-সকলকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করাইয়া থাকে, হে অর্জ্জুন! আমিই সেইরূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বররূপে সর্ব্বজীবহৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া আমার নিজ শক্তি মায়াদ্বারা দেহাভিমানী (দেহযন্ত্রারূঢ়) জীবসকলকে পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি। অতএব তুমি যদি তোমার পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারজাত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে তুমি নিজের কর্ত্তৃত্বা-ভিমান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর-জ্ঞানে সেই আমারই সর্ব্বতো-ভাবে শরণাপন্ন হও। আমারই প্রসাদে তোমার মায়িক মনের দুষ্প্রবৃত্তিসমূহ বিদূরিত হইবে এবং সেই মনেই তোমার যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হইবে। তখন সাধনবলে আমারই প্রসাদে তুমি আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়া ও আমার নিত্যসেবারূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া মনুষ্যজন্ম সফল করিতে পারিবে।

মায়াবদ্ধ জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া সাধারণ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, শ্রীভগবান্ শাস্ত্র ও গুরুরূপে মনুষ্যের জন্য যত প্রকার সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সকলগুলিই তাহার মায়িক-মনোজয়পূর্ব্বক স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তির সাধন। বহির্ম্মুখজীবকে ভগবচ্চরণো-

মুখ করাই সকল শাস্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য। মনুষ্যের অধিকারানুসারে সাধনপথ প্রধানতঃ জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ভেদে ত্রিবিধ; এতদ্ভিন্ন এই তিনের মিশ্র বহু সাধনও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধনমার্গ বহু হইলেও সাধকের চিত্তশুদ্ধি বা মায়িক-মনোজয়ই সকল সাধনের ভিত্তিস্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ জ্ঞান ও যোগমার্গে প্রথমেই অতিকৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা মনোজয় সিদ্ধ হইলে তবে সাধকের জ্ঞান ও যোগে অধিকার লাভ হয়। মিশ্র সাধনসমূহেরও মনোজয়ই প্রথম লক্ষ্য। কিন্তু, কেবল শুদ্ধ ভক্তি-সাধনেই সাধকের মনোজয়ের জন্য কোন সময়ে কোন প্রকার পৃথক্ সাধনের অপেক্ষা করিতে হয় না। ভক্তিমার্গে সহজসাধ্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্ত্যঙ্গ যাজনের ফলেই সাধকের মনোজয় বা চিত্তশুদ্ধি অবান্তর রূপে আপনিই সিদ্ধ হইয়া যায়। মনোজয় বা চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে কোনও সাধনেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। সাধকমাত্রেরই মনোজয় ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ হইলেও, ভক্তের মনোজয় শ্রীভগবৎকৃপায় বিনা প্রয়াসেই লাভ হইয়া থাকে।

শুদ্ধ ভক্তিমার্গে সাধ্য ও সাধন দুইই এক বস্তু, কেবল পক্কাপক্ক অবস্থামাত্রেই ভেদ। সাধকাবস্থায় ভক্ত শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ, শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন ও শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদির সেবারূপ সাধন করিয়া, সিদ্ধাবস্থায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণ সেবা লাভ করেন। শ্রীভগবৎকথা, শ্রীভগবন্নাম ও শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন; সুতরাং শ্রবণ কীর্ত্তনাদিদ্বারেই শ্রীভগবান্ ভক্তের অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ে নিজে প্রবেশ করিয়া সে হৃদয়ের শুদ্ধিসম্পাদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বর্ণনের প্রারম্ভেই শ্রীসূত মহাশয় ভক্তের এই চিত্তশুদ্ধির প্রকার সুস্পষ্টরূপে যথাক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ১।২।১৭—২১

অর্থাৎ সাধুজনের সুহৃৎ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলাকথা-শ্রবণকারীর হৃদয়ে সাধুর মুখ হইতে কথা-রূপেই প্রবেশ করিয়া, সে হৃদয়ের অমঙ্গলরাশি বিদূরিত করেন। নিরন্তর ভক্ত ও ভাগবতশাস্ত্রের সেবা দ্বারাই সে হৃদয়ে কামনা বাসনাদি মল প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায় এবং শ্রীভগবানে চিত্তৈকাগ্রতালক্ষণা নষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। তখন সে চিত্ত রজস্তমঃ-সম্ভূত কাম ক্রোধ ও লোভাদি দ্বারা আর বিকার প্রাপ্ত হয় না, এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিসাধনে রুচি লাভ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানে আসক্তি লাভ পূর্ব্বক প্রসন্নতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে। এইরূপে আসক্তিপূর্ব্বক প্রতিক্ষণ শ্রীভগবচ্চরণ ভজনের ফলে সে চিত্ত শ্রীভগবানে রতি লাভ করে। রতিলাভেই সে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়া যায়, এবং যথাসময়ে সেই চিত্তে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের প্রভাবেই সেই চিত্তে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অনুভূতি হইয়া থাকে। চিত্তে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হইলে তৎক্ষণাৎ সে চিত্তের সকল অহঙ্কারবন্ধন কাটিয়া যায়, অসম্ভাবনাদি সংশয় সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারব্ধাদি সর্ব্ব কর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায়। বৈষ্ণবদার্শনিকগণ ইহাকেই চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয়ের পরাকাষ্ঠা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জ্ঞানমার্গে সাধক প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, পঞ্চযজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবদুপাসনাদির প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠানের ফলে, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক ও ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ লাভ করেন। বহুকালাবধি তাঁহার চিত্তে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্ষুত্ব অভ্যাসের ফলেই তাঁহার এই আত্মানাত্মবস্তুজ্ঞান ও ঐহিক-পারলৌকিক ভোগে বিরতির উদয় হয়। ইহাই তাঁহার চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই চিত্তশুদ্ধি সিদ্ধ হইলে তিনি বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্মেরই সন্ন্যাস করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েন। তাহার পর যথাসময়ে জ্ঞানসন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম-কৈবল্য লাভ করেন। জ্ঞাননিষ্ঠ বা জীবন্মুক্ত অবস্থায় তাঁহাকে প্রারব্ধ-কর্ম্মক্ষয়াবধিই দেহধারণ করিয়া থাকিতে হয়। সেই অবস্থায় নিরন্তর ব্রহ্ম-সমাধি দ্বারা যথাসময়ে বিদেহমুক্তি লাভ হইলে, তিনি শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ-প্রকাশ ব্রহ্মে নিজের চিৎসত্ত্বা লয় করিয়া সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন।

যোগমার্গের সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গসাধন জ্ঞানমার্গের সাধন অপেক্ষা কৃচ্ছ্রতায় কোনও অংশে ন্যূন নহে। পাতঞ্জল দর্শন শাস্ত্র "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" বলিয়া মনোজয়কেই এই মার্গের সাধ্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। বিষয়-সম্পর্কে মনুষ্যের মন নিরন্তর তত্তৎবিষয়াকারে আকারিত হয়। ইহাকেই মনঃ পরিণাম বা চিত্তবৃত্তি কহে। মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি অসংখ্যেয়। সেই অসংখ্য চিত্তবৃত্তিকে যোগ-শাস্ত্রকার প্রধানতঃ পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

(১) প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শাস্ত্রবাক্য) ভেদে প্রমাণ ত্রিবিধ।

(২) বিপর্য্যয়—মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞানকে বিপর্য্যয় কহে, যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা।

(৩) বিকল্প—কোন বিষয় বাস্তবিক অত্যন্ত অসম্ভাবিত বলিয়া স্থির থাকিলেও তদর্থপ্রতিপাদক শব্দ শ্রবণ মাত্র আপাততঃ তদ্বিষয়ের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই বিকল্প কহে, যেমন আকাশকুসুম।

(৪) নিদ্রা—তমোগুণের অত্যন্ত উদ্রেক হইলে সমুদায় চিত্তবৃত্তির লয় হয় এবং সেই অবস্থারই নাম নিদ্রা।

(৫) স্মৃতি—সংস্কারসমুৎপন্ন স্মরণকেই স্মৃতি কহে।

এই বৃত্তিসমূহ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক পঞ্চ ক্লেশমূলক হইলে সংসারপ্রদ হইয়া থাকে এবং অবিদ্যাদি-পঞ্চক্লেশ-শূন্য হইলে তাহাই মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকে। তদবস্থায় ঐ বৃত্তি সমুদায় অক্লিষ্ট নামে অভিহিত হয়।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের অষ্টাঙ্গ সাধন নির্দ্দেশ করিতে শাস্ত্রকার প্রথমতঃ মনের নিম্নোক্ত পঞ্চ ভূমিকা বা অবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন—

(১) ক্ষিপ্তাবস্থা—রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থায় চিত্ত অস্থির হইয়া সুখদুঃখাদিজনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই মনের ক্ষিপ্ত অবস্থা এবং এই চঞ্চল বা ক্ষিপ্ত অবস্থাই মনের স্বাভাবিক অবস্থা।

(২) মূঢ়াবস্থা—যে অবস্থায় তমোগুণের উদ্রিক্ততা-নিবন্ধন কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিচারমূঢ় হইয়া কামক্রোধাদিবশতঃ সর্ব্বদা বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও নিদ্রাতন্দ্রাদির অধীন হয়, তাহাই মনের মূঢ় অবস্থা।

(৩) বিক্ষিপ্তাবস্থা—যে অবস্থায় সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু চিত্ত দুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুখসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা। এই অবস্থায় মন চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা লাভ করে।

(৪) একাগ্র অবস্থা—কোন বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির অবিকম্পিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত চিত্তই একাগ্র। এই অবস্থায় চিত্তে

রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া কেবল সাত্ত্বিক বৃত্তি, অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সাত্ত্বিক বৃত্তি মাত্র প্রবাহিত হয়।

(৫) নিরুদ্ধ অবস্থা—এই অবস্থায় মনের কোনই অবলম্বন থাকে না, ইহাই যোগীর সমাধি। যোগীর সমাধিই মনোজয়ের চরম ভূমিকা।

মনের প্রথম তিন অবস্থাই যোগের প্রতিকূল এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থাই যোগের অনুকূল। সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হইলেই একাগ্র ও নিরুদ্ধনামক সেই অবস্থাদ্বয় প্রকাশ হইয়া থাকে এবং তাহা না হইলে কখনই যোগ সিদ্ধ হয় না।

মনের এই চতুর্থ ও পঞ্চম ভূমিকায় আরুরুক্ষু হইয়া যোগমার্গের সাধক যে অষ্টাঙ্গ সাধনের অনুষ্ঠান করেন, তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

(১) যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ।

(২) নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান।

(৩) আসন—যম ও নিয়ম অভ্যাসের পর, চিত্ত স্থির করিবার প্রথম সাধন আসন-অভ্যাস। বহুক্ষণ স্থিরভাবে ও অনায়াসে একস্থানে উপবেশন করিবার সামর্থ্যই যোগীর আসন-জয়।

(৪) প্রাণায়াম—পূরক, রেচক ও কুম্ভক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাণবায়ুর জয়ে চিত্ত স্বতই স্থির হইয়া যায়।

(৫) প্রত্যাহার—বিষয়োন্মুখ চিত্তকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা অন্তর্ম্মুখ করা।

(৬) ধারণা—কোন একটি বস্তুর একদেশে (যেমন শ্রীভগবন্মূর্ত্তির চরণে) অন্তর্ম্মুখ চিত্তকে ধারণ করা।

(৭) ধ্যান—ধারণার একতানতাকেই ধ্যান কহে।

(৮) সমাধি—

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নিবাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরিত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ বাতশূন্য প্রদেশে প্রদীপশিখার ন্যায় স্থির অবিকম্পিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত চিত্ত যখন ধ্যাতৃভাব এবং ধ্যানক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাকেই চিত্তের সমাধি কহে।

এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনে সাধকের চিত্ত শ্রীভগবানের কিঞ্চিদ্বিশেষ পরমাত্মস্বরূপে একাগ্র হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেই, সাধক প্রারব্ধ-ক্ষয়ান্তে পরমাত্ম-সাযুজ্যরূপ মোক্ষ লাভ করেন।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ও যোগমার্গের সাধন প্রণালী আলোচনা করিলা আমরা দেখিতে পাই যে, এই দুই মার্গে ই চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয়ের সাধন কেবল মনোনাশেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ও যোগী বিবেকবলে ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিলোম ক্রমে এই মনকে অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন করেন। অহঙ্কারতত্ত্বে লয়প্রাপ্ত হইলে মনের আর ক্রিয়া হয় না, এবং প্রারব্ধ ক্ষয়ে সেই মন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়।

ভক্তিমার্গে চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয়ের প্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মনের এই সর্ব্বথা নাশ-সাধন ভক্তিমার্গে কোন মতেই অভিপ্রেত নহে। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ভক্তিসাধন সাধকের গুণময় দেহেন্দ্রিয় ও মনের গুণময় কর্ম্ম নহে, সাধক শ্রীভগবচ্চরণসেবোন্মুখ হইলেই শ্রীভগবৎকৃপায় তাঁহার জড় দেহেন্দ্রিয় ও মন চিত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং তদ্দ্বারাই তিনি নির্গুণ সাধনভক্তি যাজন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই ভক্তিসাধনের ফলেই তাঁহার মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনের গুণময় বৃত্তিসমূহ নির্জ্জিত হইয়া যায়। অগ্নিসংযোগে লৌহের লৌহধর্ম্ম নির্জ্জিত হইয়া যেমন অগ্নিধর্ম্মে পরিণত হয়, শ্রীভগবৎকৃপায় শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া ভক্তের মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনও সেইরূপ জড় গুণময় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

চিদ্ধর্ম্ম লাভ করে। অতএব ভক্তিমার্গে ভক্তের মনোনাশ কখনই হয় না, অধিকন্তু সাধকাবস্থা হইতেই ভক্ত প্রাকৃত জড় মনের পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত চিন্ময় মন লাভ করেন। ভক্তি-স্পর্শমণির স্পর্শে তাঁহার সেই প্রাকৃত মনই অপ্রাকৃত হইয়া যায়।

শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবন্নাম, শ্রীভগবৎস্বরূপ ও শ্রীভগবদ্বিগ্রহ—এই তিনটিই এক অভিন্ন চিদানন্দ তত্ত্ব। ভক্তি যাজনে এই তিনেরই নিরন্তর সংযোগ হেতু ভক্তের দেহেন্দ্রিয় ও মনের গুণময় ধর্ম্ম নির্জ্জিত হইয়া নির্গুণ বা চিদানন্দ ধর্ম্মের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকার পদ্মপুরাণ হইতে শ্রীভগবন্নামাদির স্বরূপ দেখাইয়াছেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থাৎ, শ্রীভগবন্নাম ও স্বয়ং শ্রীভগবানে কোন ভেদ না থাকায়, নামই চিন্তামণি সদৃশ সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ, নামই স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, নামই সচ্চিদানন্দ-রসমূর্ত্তি এবং নামই মায়া-সম্বন্ধ বিরহিত ও মায়ার অতীত এক অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব।

অতএব শ্রীভগবন্নামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হইতেই পারে না। তবে সাধারণ জনকেও যে নামাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, রসনাদি ইন্দ্রিয়গণ নামাদি গ্রহণে উন্মুখ হইলেই ঐ নামাদিই স্বয়ং তাহাতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। মূল শ্লোকের "আদি" শব্দে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ও শ্রীভগবৎপ্রসাদান্নাদিও বুঝিতে হইবে।

নির্গুণা ভক্তি সাধন দ্বারা মনের গুণময় বৃত্তিসমূহকে এইরূপে নির্জ্জিত করাই ভক্তের মনোজয়। মনের এই গুণময় বৃত্তির নাশ-সাধন

ভক্তি সাধনের অননুসংহিত বা অবান্তর ফলরূপে আপনিই সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং ভক্তিসাধনের মুখ্য ফলরূপে সেই মনেই ভগবৎপ্রেমের উদয় হয়।

শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১১।২৫।৩২

হে সৌম্য! যে ব্যক্তি সাধন ভক্তি যাজনের ফলে চিত্তের গুণময় বৃত্তি সমূহকে নিৰ্জ্জিত করিতে পারে, তাহারই চিত্ত নিগুর্ণ ভাবাপন্ন হইয়া আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয় এবং আমার দাস্য সখ্যাদি ভাব-প্রাপ্তির যোগ্য হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার সাধনভক্তি বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি দ্বারা সাধনীয়া সামান্যা ভক্তিকেই সাধনভক্তি কহে। সাধনভক্তিই সাধকের শুদ্ধ হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ ভাব ও প্রেমভক্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। সাধনভক্তিও সাধকের চিত্তেন্দ্রিয়কায়ের নিগুর্ণ বৃত্তি; শ্রীভগবৎসেবোন্মুখ চিত্তেন্দ্রিয়কায় শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির কৃপায় নিগুর্ণ সাধনভক্তি যাজন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

ভাবভক্তির প্রসঙ্গেও গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—

আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাম্।
স্বয়ম্প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ॥

অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ এই ভাবভক্তি সাধক ভক্তের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েন, এবং নিজে স্বয়ম্প্রকাশরূপা হইয়াও প্রকাশ্যের ন্যায় তথায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীভগবৎকৃপা ব্যতিরেকে কোন সাধনেই কাহারও চিত্তশুদ্ধি লাভ সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীভগবচ্চরণ-ভজন ও শরণাপত্তি ব্যতিরেকে কাহারও ভগবৎকৃপালাভ হয় না, এবং ভক্তিকল্পতরুর তলদেশ আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ ভক্ত চিত্তশুদ্ধিরূপ শুষ্ক পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে চাহেন না। প্রেমমহাফলপ্রদ ভক্তি-সাধনেরই অননুসংহিত বা অবান্তর ফল হইলেও, এই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র কারণও ভক্তিসাধন; সুতরাং জ্ঞান ও যোগমার্গের ভিত্তিস্বরূপ যে চিত্তশুদ্ধি, তাহার মূলেও ভগবদ্ভক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া জানিতে হইবে। বিচার করিয়া দেখিলেও আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, জ্ঞান ও যোগ সাধনের আরম্ভাবস্থায় যে ভগবদুপাসনা ও ঈশ্বরপ্রণিধানাদি জ্ঞানাঙ্গ ও যোগাঙ্গভূত ভক্তিসাধনের ব্যবস্থা আছে, তাহাই জ্ঞানী ও যোগীর চিত্তশুদ্ধির একমাত্র কারণ। জ্ঞানী ও যোগী তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না—তাঁহারা মনে করেন যে, নিজের পুরুষকার বলেই তাহা সিদ্ধ হইতেছে। তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, তাঁহাদের পুরুষকার অহঙ্কারতত্ত্ব পর্য্যন্ত পৌছিয়াই শেষ হইয়া যায় এবং তাঁহাদের জ্ঞানাঙ্গ ও যোগাঙ্গভূত ভক্তিসাধনের ফলেই চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হইলে শ্রীভগবৎকৃপায় তাঁহারা মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেই দেখাইয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নাহি বল॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

অর্থাৎ ভক্তিই প্রধান ও একমাত্র অভিধেয়, কারণ চিত্তশুদ্ধির ত কথাই নাই, ভক্তিসাধন ভিন্ন কোন কর্ম্মেই কোন ফললাভ হয় না। সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান এবং যোগ সকল সাধনেরই সিদ্ধিলাভ ভক্তিসাপেক্ষ। ভগবদ্ভক্তি বিনা এই সব সাধনের কোনও ফল হয় না।

দেবর্ষি নারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ১।৫।১২

অর্থাৎ নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হইলে যখন মোক্ষসাধক হয় না, তখন সাধন ও ফল উভয় কালেই দুঃখস্বরূপ কাম্যকর্ম্মসকল এবং নিষ্কাম কর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে যে ফলপ্রদ হইবে না তাহার আর কি কথা!

শ্রীব্রহ্মস্তবেও উক্ত হইয়াছে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

১০।১৪।৪

অর্থাৎ সকল মঙ্গলের একমাত্র উপায়ভূত ভক্তি ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে, তাহারা অন্তঃসার-শূন্য কেবল তুষের অবহননের ন্যায় ক্লেশমাত্র ভিন্ন আর কিছুই লাভ করে না।

ভক্তিসাধনে শ্রীভগবৎকৃপায় সাধকের চিত্ত শুদ্ধ অর্থাৎ তাহার বুদ্ধি বাসনাশূন্য হইয়া নির্ম্মল হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়, এবং তদ্দ্বারাই জীবন্মুক্ত দশার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিব্যতিরেকে বুদ্ধি শুদ্ধই হয় না বলিয়া কেবল-জ্ঞানী নিজেকে জীবন্মুক্ত মনে করিলেও তাঁহার সেই পরমপদ প্রাপ্তি সুদূরপরাহতই হইয়া থাকে।

গর্ভস্তুতিতে দেবতাগণ বলিয়াছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

১০।২।৩২

হে কমললোচন! তোমাতে ভক্তির অভাব বশতঃ অবিশুদ্ধবুদ্ধি জ্ঞানিসাধক আপনাকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করিলেও, বহুজন্মকৃত কৃচ্ছ্র তপঃসাধনে মোক্ষসন্নিহিত জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হইয়াও, তোমার চরণ-কমলের অনাদরহেতু পুনঃ অধঃপতিত হইয়া থাকে।

বাসনাভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে যে—

(১) জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

যদি অচিন্ত্য-মহাশক্তি শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ থাকে, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও পুনরায় কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়েন।

(২) জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্।
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ॥

জীবন্মুক্তও কখন কখন সংসারবাসনাগ্রস্ত হন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবৎপর যোগিগণ কখনও কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না।

যোগীর সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে ক্বচিদুত্থিতম্॥ ১০।৫১

অর্থাৎ প্রাণায়ামাদিদ্বারা মনোজয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও অভক্ত যোগীর মন সম্পূর্ণরূপে বাসনাশূন্য না হওয়ায় কখন কখন বিষয়াভিমুখী হইতে দেখা যায়।

জ্ঞানাঙ্গ ও যোগাঙ্গভূত ভক্তিসাধন-সত্ত্বেও কোন কোন সাধকের

চিত্তশুদ্ধির অভাব ও অধঃপতন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ পূর্ব্বোক্ত গর্ভস্তুতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই বৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই দুই মার্গেরই সাধক শাস্ত্রাজ্ঞাপালন নিমিত্তই ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, ভক্তিবিনা চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ হয় না বলিয়াই তাঁহারা জ্ঞানাঙ্গ ও যোগাঙ্গভূতা ভক্তির আশ্রয় লইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে ভজনীয় ভগবদ্বিগ্রহাদিতে মায়িকবুদ্ধিহেতু যাঁহাদের ভক্তি অনাদরবতী, তাঁহাদেরই চিত্তশুদ্ধির অভাব ও জীবন্মুক্তপ্রায় অবস্থা হইতে অধঃপতন হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাসনা-ভাষ্যোত্থাপিত বচনদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের ভক্তি অনাদর-রহিতা, তাঁহাদের সেই ভক্তিই যথাসময়ে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া জীব-ন্মুক্তদশা প্রাপ্তি করাইয়া দেন। তাঁহাদের আর পতন হয় না, এবং তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮।৫৪

অর্থাৎ, ভগবদ্বিগ্রহাদিতে যাঁহার মায়িক বুদ্ধি ও অনাদর নাই, এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী শোক ও লোভের অতীত, প্রসন্নচিত্ত এবং সকল প্রাণি-গণের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াও আমাতে প্রেম ভক্তি লাভ করেন। একমাত্র প্রেমভক্তি প্রভাবেই তিনি আমার রূপ-গুণ-লীলা, স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যাদি যথার্থরূপে জানিতে পারিয়া আমার নিত্যধামে প্রবেশ লাভ করেন।

চতুর্থ প্রবন্ধ

---*---
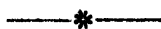
ভক্তিই মনোজয়ের সাধন, গীতাশাস্ত্রোক্ত মনোজয়

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীভগবচ্চরণ-বিস্মৃতির দণ্ডস্বরূপ মায়াবদ্ধ বহির্ম্মুখ জীব পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি-লক্ষণ অশেষ সংসার-মহাদুঃখ ভোগ করিতে করিতে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি চতুরশীতি লক্ষপ্রকার জন্মগ্রহণের পর একবার মনুষ্যজন্ম লাভ করে এবং কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে মনুষ্যোচিত মনোদ্বারাই সে নিজের সেই মহান্ ভ্রম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কতিপয় ভাগ্যবান্ মনুষ্য মায়িক মনেই বিচার করিয়া বুঝিতে পারে যে, জগতে সে যাহাকেই প্রীতি করে, কেবল তাহার জন্যই সে তাহাকে প্রীতি করে না—একমাত্র আনন্দের জন্যই সে সকলকে প্রীতি করে, আনন্দই তাহার প্রয়োজন এবং একমাত্র আনন্দই সকলের প্রীতির বিষয়। কিন্তু আনন্দ যে একমাত্র চৈতন্য বস্তুরই ধর্ম্ম এবং দুঃখময় জড়ে আনন্দের কেবল আভাস মাত্রই অনুভূত হয়, তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। নিজে চৈতন্যস্বরূপ হইলেও অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার মোহে তাহার চৈতন্যস্বরূপ এরূপ আবৃত হইয়াছে যে, চৈতন্য বস্তুর ধারণাই তাহার হয় না এবং নিত্য অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ পরমানন্দের—বিভু সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীভগবৎস্বরূপই যে প্রকৃত আনন্দের একমাত্র নিকেতন, তাহাও সে বুঝিতে পারে না।

মায়াবদ্ধ মনুষ্য সৌভাগ্যক্রমে মায়িক মনেই বিচার করিয়া প্রথমে এইমাত্র বুঝিতে পারে যে, সংসারে সে যাহাকেই প্রীতি করে, কেবল

নিজের দেহেরই অনুরোধে—দেহের সুখের জন্যই তাহা করিয়া থাকে এবং ক্ষণভঙ্গুর জড় দেহের উপরই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি। দেহ তাহার এতাদৃশ প্রীতির বিষয় যে, সেই জড় দেহকে সে কেবল "আমার" না বলিয়া, "আমি" পর্য্যন্ত বলিয়া থাকে—মায়ার মোহেই সে সেই দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে বিচার করিলে সে বুঝিতে পারে যে, এই অত্যধিক দেহ-প্রীতির কারণ এই যে, দেহে বিষয়সংযোগহেতু যে অনুকূল-বেদন বা আনন্দাভাস অনুভূত হয়, তাহাকেই সে প্রকৃত আনন্দ বলিয়া জানে এবং দেহ না থাকিলে তাহার আনন্দভোগই হয় না। সেই দেহের অনুকূল স্ত্রীপুত্রধনজনগৃহ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে তাহার যে প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাও কেবল তাহার দেহেরই অনুরোধে—দেহের প্রতিকূল হইলে স্ত্রীপুত্রাদি কেহই তাহার প্রীতিভাজন হয় না, অধিকন্তু পরস্পর বিদ্বেষাদি অশেষ অনর্থেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

মনুষ্যোচিত মনোদ্বারা বিচার করিয়াই সে পুনরায় বুঝিতে পারে যে, সে যে নিজের দেহকে প্রীতি করে, তাহাও কেবল দেহের জন্যই নহে, ঐ দেহের অভ্যন্তরে তাহার নিজের যে সচ্চিদানন্দকণ আত্মস্বরূপ বিদ্যমান, তাহারই সম্বন্ধে ও অনুরোধে সে দেহের প্রতি প্রীতি করে; কারণ, আত্মার প্রতিকূল হইলে, মনুষ্য দেহত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব তখন সে বুঝিতে পারে যে, আনন্দস্বরূপ নিজের আত্মাই তাহার নিরুপাধি প্রীতির বিষয়। সৌভাগ্যবলে সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া বিচারে অগ্রসর হইলে সে আরও বুঝিতে পারে যে, তাহার এই যে আত্মপ্রীতি, তাহাও সকল আত্মার আত্মা অখণ্ডপরমানন্দ পরমাত্ম-স্বরূপ শ্রীভগবানেরই সম্বন্ধে ও অনুরোধে।

সকল দেহেই যাঁহার নিরন্তর অবস্থিতি হেতু দেহ এতাদৃশ প্রীতির বিষয় হইয়াছে, যিনি ঐ দেহ হইতে অন্তর্হিত হইলেই তাহা "শব" বলিয়া ঘৃণার

পাত্র হয়, যে নিরুপাধি পরম সুহৃৎ বহির্ম্মুখ জীবকে স্বচরণোন্মুখ করিবার জন্য অনাদিকাল হইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একদেহ হইতে দেহান্তরে—এমন কি বিষ্ঠাকৃমি দেহেও অনুগমন করিতেছেন, এবং একমাত্র যাঁহাকে প্রীতি করিতে পারিলে জগতের সকলকেই প্রীতি করা হইয়া যায়, সেই বিভু আত্মা শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া তাহার দেহপরিচ্ছিন্ন নিজের ক্ষুদ্র আত্মাই কেবল প্রীতির আস্পদ হইয়াছে। বিচার বলে তখন সে বুঝিতে পারে যে, সেই জন্যই মায়ার অবিদ্যা প্রভাবে ঐ আত্ম সম্বন্ধে তাহার জড় দেহের প্রতি এতাদৃশ প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছে এবং দেহ সম্বন্ধেই তদনুকূল স্ত্রীপুত্রধনজনাদি অনন্ত জড় বিষয়ে তাহার প্রীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে তখন বুঝিতে পারে যে, ভগবদ্বিস্মৃতি হেতুই মায়াবদ্ধ বহির্ম্মুখ মনুষ্যের দেহপরিচ্ছিন্ন নিজের আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয়—তাহার সকল প্রীতির মূল স্থানীয় বলিয়া প্রতীত হয়, এবং স্ত্রীপুত্রধনজন প্রভৃতি অসংখ্য মায়িক বিষয়ে যে প্রীতি সঞ্চারিত হয়, তাহা ঐ আত্মপ্রীতিরই আনুষঙ্গিক দেহেন্দ্রিয়-চরিতার্থতাময় দুঃখস্বরূপ মায়িক মনোবৃত্তিমাত্র। মনুষ্যোচিত মনোদ্বারা বিচার করিলেই সে বুঝিতে পারে যে, পরিচ্ছিন্ন বা সসীম বস্তু মাত্রেই প্রীতি দুঃখের কারণ হয় এবং শ্রীভগবানের কেবল অসীম সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপও প্রীতি-যোগ্য নহে, অতএব যুগপৎ সসীম ও অসীম সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণই জীবের একমাত্র প্রীতির বিষয়।

সৌভাগ্যবলে সাধু সঙ্গে মনুষ্যোচিত মনোদ্বারা ভজন সাধন করিয়া তাহার সেই পরিচ্ছিন্ন আত্মপ্রীতি অখিল আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীভগবচ্চরণে সংস্থাপিত করিতে পারিলেই সে মায়ার কবল হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক স্বসম্পদ শ্রীভগবচ্চরণের নিরুপাধি প্রেমসেবারূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। যে কারণে মায়া জীবের প্রতি অবিদ্যাপ্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক দণ্ডবিধান করেন, তাহা দূর হইলে মায়া নিজেই জীবকে

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে পৌছাইয়া দেন। স্বরূপশক্তির আশ্রেয়ই জীব ভজন সাধন করিয়া স্বরূপশক্তিরই কৃপায় শ্রীভগবচ্চরণে প্রেম লাভ করে এবং ভগবচ্চরণসেবোপযোগী দেহেন্দ্রিয় ও মন প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় স্বীয় ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ

হে ভগবন্! বিষয়াসক্ত অবিবেকিগণের বিষয়ে যে অবিচলিতা প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, নিরন্তর তোমার স্মরণপরায়ণ আমার হৃদয় হইতে যেন সেইরূপ প্রীতি কখনও অন্তর্হিত না হয়। শ্রীজীবগোস্বামিচরণ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

যা যল্লক্ষণা সা তল্লক্ষণা ইত্যর্থঃ নতু যা সৈবেতি।

অর্থাৎ বিষয়প্রীতিটা মায়াশক্তির বৃত্তি-হেতু কেবল দুঃখময়ী মনোবৃত্তি মাত্র, এবং ভগবৎপ্রীতি স্বরূপশক্তির বৃত্তিহেতু পরমানন্দময়ী; সুতরাং এই দুইটি প্রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। অবিবেকিগণের বিষয়প্রীতি যেরূপ একনিষ্ঠ ও অবিচলিতস্বভাব, শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় কেবল সেই প্রকার একনিষ্ঠা ও অবিচলিতা ভগবৎপ্রীতিই প্রার্থনা করিয়াছেন। বিষয়প্রীতিটা মায়িক মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং চিন্ময়ী ভগবৎপ্রীতি শ্রীভগবচ্চরণ-ভজনের ফলে ঐ মায়িক মনেই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভগবদ্ভজন আমাদের মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনের কার্য্য নহে। সাধু ও শাস্ত্রকৃপায় মায়াবদ্ধ মনুষ্য ভগবচ্চরণ-ভজনোন্মুখ হইলেই শ্রীভগবদিচ্ছায় তাহার মায়িক মন ও ইন্দ্রিয় শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিকর্তৃক তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া ভজন সাধন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। শ্রীভগবন্নাম, শ্রীভগবৎকথা ও শ্রীভগবদ্বি-

গ্রহাদি সকলই চিদ্বস্তু এবং শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন; সুতরাং এই সকলের একটিও মনুষ্যের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেমন অগ্নিধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং অগ্নি হইতে পৃথক্ হইলেই পুনরায় লৌহত্বে পরিণত হয়, সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীবের জড় দেহেন্দ্রিয় ও মন যতক্ষণ শ্রীভগবচ্চরণভজনোন্মুখ থাকে, ততক্ষণই শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি-কর্ত্তৃক চিত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন, শ্রীভগবৎকথা-শ্রবণ ও শ্রীভগবদ্বিগ্রহ-দর্শনাদি সাধন ভজন করিতে সমর্থ হয়।

পুনঃ পুনঃ ভজন সাধনের ফলে সাধকের দেহেন্দ্রিয় ও মনের স্বাভাবিক বিষয়াসক্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং তাঁহার চিত্তে ভজনে নিষ্ঠা, আসক্তি ও রুচি যথাক্রমে উদয় হয়, ও তদনন্তর সেই চিত্তে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব হয়। এই ভগবৎপ্রীতি সাধুকৃপাবলে ও ভজন সাধনের ফলে সাধকের মায়িক মনে আবিভূর্তা হইলেও, ইহা মায়িক মনের ধর্ম্ম নহে। ভগবৎপ্রীতি নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ বস্তু—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ, সাধক জীবের আত্মধর্ম্মরূপেই তাহার মনে প্রকটিত হইয়া থাকেন।

নিরন্তর ভগবচ্চরণভজনের ফলে সাধক অপরাধাদি ভজনবিঘ্ন হইতে মুক্ত হইলেই তাঁহার চিত্তে ভগবৎপ্রীতির উদয় হইয়া থাকে, এবং তখন তাঁহার চিত্তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত দেহেন্দ্রিয় ও মন জড়ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। সেই দেহেন্দ্রিয় ও মন সর্ব্বথা পরিপূর্ণস্বভাব, অপূর্ণ জড় দেহেন্দ্রিয়ের ন্যায় তাহাতে নিরন্তর বিষয়সংযোগের আবশ্যকতা হয় না। বিষয় সংযোগের দ্বারা অপূর্ণ দেহেন্দ্রিয়ের পূর্ণতা বা পুষ্টি সাধনেচ্ছাকেই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা বা কাম কহে, সুতরাং সাধকের তখন আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা দূর হইয়া যায় এবং ভগবৎপ্রীতির প্রাচুর্য্য হেতু ভগবৎপরিতৃপ্তিসাধনেই তাঁহার দেহেন্দ্রিয় ও মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা

হইয়া থাকে। অতএব কেবল শ্রীভগবৎসেবারূপ পরমানন্দভোগ ব্যতীত তখন তাঁহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই মনুষ্যের দেহেন্দ্রিয়-মনোজয়ের চরম পরাকাষ্ঠা। মহানুভব বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ইহাকেই জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

জ্ঞান ও যোগমার্গে অতিকৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা মনের লয় বা নাশ সাধন করিতে পারিলেই, জ্ঞানী ও যোগী, ব্রহ্ম ও পরমাত্মায় সাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। এই মুক্তিলাভে তাঁহাদের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরমানন্দভোগের আর অবসরই হয় না। এইজন্যই ভক্তিমার্গের সাধক "নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না চায়"; অর্থাৎ কর্ম্মদোষে নরকপ্রাপ্ত হইলেও সাধকের আশা থাকে যে, কোন না কোন কালে সাধনবলে শ্রীভগবচ্চরণসেবারূপ নিত্যপরমানন্দভোগের অধিকার হইতে পারে, কিন্তু সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইলে কোন কালেই সেই সুখভোগের আর কোন আশাই থাকে না। সেই জন্যই শ্রীভগবান্ কৈবল্য মুক্তিরূপ বর দিতে চাহিলেও মহারাজ পৃথু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং কচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥

৪।২০।২৪

হে নাথ! আমি আপনার নিকট কৈবল্যমুক্তির প্রার্থী নহি। সাধুগণের অন্তর্হৃদয় হইতে মুখদ্বারে বিনির্গত আপনার পদাম্ভোজ-মকরন্দের আস্বাদন যাহাতে নাই, সেই মুক্তি আমি চাহি না। আপনার অনন্ত রূপ গুণ ও লীলাকথার শ্রবণসুখ যাহাতে যথেষ্ট আস্বাদন করিতে পারি, তাহার জন্য আমাকে অযুত অযুত কর্ণ প্রদান করুন। আমি আপনার নিকট এই বরই প্রার্থনা করি।

শ্রীধ্রুব মহাশয়ও শ্রীভগবান্‌কে সেই কথাই বলিয়াছেন—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ
মাভূৎ কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥
৪।৯।১০

হে নাথ! দেহধারীর পক্ষে আপনার চরণ কমলের ধ্যানে এবং আপনার ভক্তজনের সংসর্গহেতু আপনার লীলা কথা শ্রবণে যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা আপনারই মহিমা-স্বরূপ ব্রহ্মেও লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই; নিরন্তর কালকবলিত স্বর্গাদিলোকে যে সে আনন্দের একেবারেই সম্ভাবনা নাই, তাহা আর কি বলিব।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে প্রসিদ্ধ শ্রীহনুমদ্বচনও প্রমাণ-রূপে গৃহীত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বভক্ত শ্রীহনুমান্‌কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বররূপে মুক্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনিও বলিয়াছিলেন—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

প্রভু হে! আমি জানি, মুক্তি সংসার-মহাবন্ধন-চ্ছেদনকারিণী ও সর্ব্ব-দুঃখবিনাশিনী। কিন্তু যাহাতে আপনি প্রভু ও আমি দাস এই সম্বন্ধ এবং আমার সেবানন্দ বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ মুক্তি আমার বিন্দুমাত্রও স্পৃহনীয় নহে।

ভক্তিমার্গে সাধক ভক্ত কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদি সহজসাধ্য ভগবদ্ভজনের ফলে মনে ভগবৎপ্রীতি লাভানন্তর সেই মনেই ভগবৎস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া নিত্য পরমানন্দভোগ করেন। সেই ভজনেরই অবান্তর ফলরূপে তাঁহার মনের অনাদিজন্মার্জ্জিত কামভোগ বাসনা তাঁহার অননুসন্ধানে আপনিই

বিদূরিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মনোজয় ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য পৃথক্ কোন সাধন বা প্রয়াসের আবশ্যকতাই হয় না।

জ্ঞানী ও যোগী অতিকৃচ্ছ্র সাধনদ্বারা মনোজয় করিয়া যে দুঃখনিবৃত্তি করেন, তাহার মূলেও জ্ঞানাঙ্গ ও যোগাঙ্গভূতা ভক্তি অবশ্য অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানী এবং যোগীর চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিরূপ সিদ্ধিলাভের হেতুই এই ভক্তি-যাজন। কেবল-জ্ঞানী ও কেবল-যোগীর ভক্তির অভাবহেতু সিদ্ধিলাভ হয় না—ভক্তির অভাবে তাঁহাদের চিত্তই শুদ্ধ হয় না, মুক্তির ত কথাই নাই। জ্ঞান ও যোগসাধকের মধ্যে যাঁহারা ভগবদ্বিগ্রহাদিতে মায়িকবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাদররহিত হইয়া তত্তদঙ্গভূতা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই সাধনবলে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবন্মুক্তদশায় এবং কেহ কেহ বা মুক্ত হইয়াও শুদ্ধা প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীসূতমহাশয় শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

১।৭।১০

অর্থাৎ আত্মারাম জীবন্মুক্ত মুনিগণ হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কারবন্ধন হইতে মুক্ত এবং বিধিনিষেধাতীত হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরিরই এতাদৃশ আত্মারামাকর্ষণশীল গুণ।

স্বয়ং শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যপাদও বলিয়াছেন—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি।"

অর্থাৎ জীবন্মুক্তদশার পর বিদেহমুক্তি লাভ করিয়াও কোন কোন জীব স্বেচ্ছায় ভগবৎসেবোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীশুকদেবের প্রতি শ্রীমৎপরীক্ষিৎবাক্যে উক্ত হইয়াছে—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

৬।১৪।৪

হে মহামুনে! কোটি কোটি সিদ্ধ মুক্তগণের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অতি দুর্লভ। অতএব কোন কোন জ্ঞানী ও যোগী অনির্ব্বচনীয় বহু সৌভাগ্যের ফলেই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, এবং তাদৃশ সৌভাগ্যবান জ্ঞানী ও যোগীর সংখ্যা অতিশয় বিরল।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয় ব্যতিরেকে কোনও সাধনেই সিদ্ধিলাভ হয় না, এবং কেবল ভক্তিমার্গেই চিত্তশুদ্ধির জন্য কোন বিশেষ বা পৃথক্ সাধন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ভক্তি সাধনেরই আনুষঙ্গিক ফলরূপে ভক্তের চিত্তশুদ্ধি আপনিই লাভ হইয়া থাকে। ভক্তি-শাস্ত্রে চিত্তশুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসাপূর্ব্বক উল্লেখ থাকিলেও তাহা কেবল ভক্তিমাহাত্ম্যেরই প্রকাশনার্থ বুঝিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয়ের মুখ্য সাধনসম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে যে ভূরি ভূরি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল জ্ঞান, যোগ ও মিশ্র ভক্তিমার্গের জন্য। এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বোপনিষদসার শ্রীগীতাশাস্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতিগম্ভীরার্থ শ্রীগীতা-শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া মায়াবদ্ধজীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমিশ্রা ভক্তির উপদেশ দিয়া, সর্ব্বশেষে শুদ্ধা ভক্তিরই উপদেশ করিয়াছেন। শুদ্ধা ভক্তি অতি দুর্লভ, শ্রীভগবান্ সকলকে তাহা সহজে দান করেন না। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"।

শ্রীভগবান্ তাঁহার ভজনকারীকে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন, কিন্তু

প্রেমভক্তি সচরাচর কাহাকেও দেন না; কেবল যাঁহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকেই তাহা দিয়া থাকেন। একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তিসাধনের ফলেই প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং শুদ্ধা ভক্তিও সুদুর্লভা। ফলভূতা প্রেমভক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত গাঢ় আসক্তি না থাকিলে শ্রীভগবান শুদ্ধা সাধনভক্তিও দিতে চাহেন না। এই জন্যই শ্রীগীতায় সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধারণ মনুষ্যের জন্য তিনি প্রথমে জ্ঞান-যোগের উপদেশেরই অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীমদর্জ্জুন তাঁহার নিত্য-সখা, তাঁহাতে অজ্ঞানের সম্ভাবনা না থাকিলেও মায়াবদ্ধ বহির্ম্মুখ মনুষ্যের মঙ্গলের জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহাতে অজ্ঞান আরোপিত করিয়া এই গীতাশাস্ত্র প্রচার কয়িয়াছেন। আমরা এই অনন্তপার ও অতিগম্ভীর গীতাশাস্ত্র আলোচনা করিবার সম্পূর্ণ অনধিকারী হইলেও অতঃপর পার্থ-সারথি শ্রীভগবানের শ্রীচরণ স্মরণপূর্ব্বক শ্রীগীতাশাস্ত্রোক্ত সাধনসমূহ ও তত্তৎ-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয়ের যে যে ব্যবস্থা উপদেশ করিয়া-ছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস করিব। আমাদের একমাত্র ভরসা এই যে, শ্রীভগবৎকৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে এবং মুকও শ্রুতি-আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

চিত্তশুদ্ধিব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারই হয় না বলিয়া জ্ঞানযোগবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্তশুদ্ধির বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন। তিনি গীতাশাস্ত্রের প্রারম্ভে সাংখ্য অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বর্ণন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জীব স্বরূপতঃ নিত্য আনন্দস্বরূপ—চিদ্বস্তু, অজর ও অমরস্বভাব; কেবল অনিত্য মায়িক দেহে আত্মাভিমান হেতুই তাহাকে কর্ম্মবদ্ধ হইয়া জন্মমরণাদি অশেষ সংসারমহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই আত্মতত্ত্বের সম্যক্ অনুভূতি বা অপরোক্ষজ্ঞান চিত্তশুদ্ধিব্যতি-রেকে সম্ভবপর হয় না বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ২।৩৯

হে অর্জ্জুন! তোমাকে আত্মতত্ত্বের এই বিবরণ বলিলাম। কিন্তু আত্মতত্ত্বের সম্যক্ অনুভূতির জন্য তোমাকে পরমেশ্বরারাধনলক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। একমাত্র এই নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগানুষ্ঠানের ফলেই তুমি জন্মমরণাদি-সংসারদুঃখের হেতু সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ কর্ম্মফলভোগ-বাসনার অধীনত্বই জীবের কর্ম্মবন্ধন। কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই জীবের চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং একমাত্র শুদ্ধ-চিত্তেই আত্মতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্যই শ্রীভগবান্ জ্ঞান-যোগবর্ণনপ্রসঙ্গে চিত্তশুদ্ধির অত্যাবশ্যকতাহেতু তদেকোপায়ভূত পরমেশ্বরা-র্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, একমাত্র পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগেই মনুষ্য সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া থাকে, এবং পরমেশ্বরপ্রসাদেই আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া সে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই ঈশ্বরারাধনলক্ষণ কর্ম্মযোগে "একমাত্র পরমেশ্বরভক্তিদ্বারাই আমার সকল সিদ্ধি লাভ হইবে"—সাধকের এই এক-নিষ্ঠা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয়, এবং সকল কর্ম্মফলভোগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া সকল কর্ম্মফল পরমেশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত সকল কর্ম্ম তাঁহাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এই নিষ্কাম পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগের ফলে সাধকের বুদ্ধি দেহাভিমানলক্ষণ মোহময় গহন দুর্গ অতিক্রমণ পূর্ব্বক বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে নিশ্চল হইলেই সাধক যোগফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

ইহাই তাঁহার স্থিতপ্রজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত দশা। এই অবস্থায় আত্মারামতা হেতু তাঁহার মনে ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষ স্থান পায় না, দুঃখে তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেও তাঁহার মনের স্পৃহা হয় না, এবং তাঁহার মন সর্ব্বত্র অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ ও দ্বেষাদি-বিবর্জ্জিত হয়। তিনি স্বীয় ইন্দ্রিয়বর্গকে কূর্ম্মের অঙ্গসঙ্কোচসদৃশ অনায়াসে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া থাকেন—পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মসাক্ষাৎকার হেতু তাঁহার মন হইতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দের অভিলাষ বিদূরিত হইয়া যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপাদি বিষয় কিয়ৎকাল গ্রহণ না করার ফলে জড়, আতুর ও উপবাসপর ব্যক্তির বিষয়ানুভব নিবৃত্ত হইতে দেখা যাইলেও তাহার বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু পরমাত্মসাক্ষাৎকার হেতু পরমানন্দতৃপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞের মন হইতে ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দের অভিলাষ পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়া যায়।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের ধ্যানই মনুষ্যের সকল অনর্থের মূল, কারণ বিষয় চিন্তার ফলেই মনুষ্যের মনোবৃত্তি ক্রমশঃ পশুতুল্য হইয়া যায় এবং অবশেষে তাহার পশু ও স্থাবরযোনি প্রাপ্তিরই কারণ হয়। ভক্তিমিশ্র জ্ঞানযোগ বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ সখা অর্জ্জুনের নিকট অতিপ্রাঞ্জলভাষায় এই তত্ত্ব স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক মনস্তত্ত্বের সকল গূঢ় রহস্যই সম্যক্ উদ্ঘাটিত করিয়া বলিয়াছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

* * *

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

* * *

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

সখে! তোমার মনকে যদি একবার কোনও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করিতে দাও, তাহা হইলে তোমার মনে নিশ্চয়ই সেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মিয়া যাইবে। এই আসক্তি হইতেই তোমার মনে সেই বিষয়টি ভোগ করিবার জন্য কামনার উদয় হইবে, এবং সেই কামনাসিদ্ধির ব্যাঘাত হইলে তোমার মনে ব্যাঘাতকারীর প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হইবে।

এইরূপে ক্রোধের আধিক্যহেতু তোমার মন সম্মোহপ্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তোমার মন কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য হইয়া যাইবে। এই সম্মোহই তোমার মনে গুরু ও শাস্ত্রোপদিষ্ট উপদেশ সমূহের বিস্মৃতি উৎপাদন করিয়া দিবে এবং তাহার ফলে তুমি তোমার মনের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে বিচলিত ও ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, অর্থাৎ তুমি যে একমাত্র পরমেশ্বরারাধন-লক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আশ্রয়েই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবে বলিয়া মনে নিশ্চয় করিয়াছিলে, সেই বুদ্ধি তোমার আর থাকিবে না। তাহার পর তোমার মনের চেতনাশক্তিও নষ্ট হইয়া তুমি মৃততুল্য হইয়া যাইবে এবং অবশেষে মৃত্যুর পর তুমি তির্য্যক্ বা স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হইবে।

হে অর্জ্জুন! তুমি মনে করিতে পার যে, বিষয়চিন্তাই যখন সকল

অনর্থের মূল, তখন ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলেই ত মনে বিষয়চিন্তা আর করিতে হইবে না। সখে! জগতে জড়, আতুর ও উপবাসপর ব্যক্তিগণও ত বিষয় গ্রহণ করে না। কিয়ৎকাল ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলে বিষয়ের অনুভব নিবৃত্ত হইয়া যায় সত্য, কিন্তু দেহাভিমানিত্বহেতু বিষয়ের প্রতি মনের অভিলাষ কখনও নিবৃত্ত হয় না। এই বিষয়াভিলাষ মনে একমাত্র পরমানন্দঘন পরমেশ্বরস্বরূপ আমার অনুভূতি হইলেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর কিছুতেই হয় না। যাঁহার মনের বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই জীবন্মুক্ত।

এই সুদুর্লভ পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধকের মহান্ প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য, কারণ প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষার্থে প্রযতমান বিবেকীগণেরও মন বলপূর্ব্বক হরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব সাধক মৎপরায়ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে বাহ্যেন্দ্রিয় ও মন উভয়েরই সংযম করিবেন। যিনি এইরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের জয়সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত, তিনিই ধন্য।

সখে! যাহার অবশীকৃত মন একটি ইন্দ্রিয়েরও অনুগমন করিয়া তদ্বিষয়ের চিন্তায় রত হয়, তাহার সেই একটি ইন্দ্রিয়ই বায়ুকর্ত্তৃক সমুদ্রে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় তাহার বুদ্ধিকে অনন্ত বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। অতএব সখে! যে ব্যক্তি মনোদ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গকে স্বস্ব বিষয় হইতে নিগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তিনিই জীবন্মুক্ত পদবী লাভ করিয়াছেন জানিও।

হে সখে! তুমি নিজের বাহুবলে অনায়াসেই বহির্বৈরী নিগ্রহ করিতে সমর্থ, এক্ষণে আমার ইচ্ছায় তুমি তোমার অন্তঃশত্রু ইন্দ্রিয় ও মনের জয় করিয়া সেই সুদুর্লভ পদ প্রাপ্ত হও।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ এ কথাও বলিয়াছেন—

যাঁহার মন বশবর্ত্তী হইয়াছে, তিনি রাগদ্বেষরহিত সেই মনের বশীভূত নিবৃত্তবেগ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় উপভোগ করিয়াও শান্তিলাভ করেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিয়াছেন—

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি উৎপন্নই হইতে পারে না, কারণ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মধ্যান সম্ভবপর নহে, এবং ধ্যান ব্যতিরেকে বুদ্ধি আত্মতত্ত্বে কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে? অতএব যাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয় ও মন পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরারাধন-লক্ষণ কর্ম্মযোগের আশ্রয়ে বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই একমাত্র পরমেশ্বরানুগ্রহে কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ পরমা শান্তি লাভ করিতে পারেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠার ফলেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে এবং তাহার অধিকার লাভের একমাত্র সাধনই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। অর্থাৎ স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম ভগবৎপ্রীত্যর্থে সম্যক্ অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে এবং সেই শুদ্ধ চিত্তে ভগবৎকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইলে জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকার হইয়া থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকার লাভ হইলেই কর্ম্মের আর আবশ্যকতা না থাকায় জ্ঞাননিষ্ঠের সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস হইয়া যায়। অতএব এই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভের জন্য স্বস্ব অধিকারানুযায়ী বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মই অবশ্য পালনীয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"—অর্থাৎ মনুষ্যের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যানুসারে আমিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সৃষ্টি করিয়াছি। মনুষ্য বর্ণাশ্রমাচারবান্ হইয়া ভগবদারাধনলক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আশ্রয়ে শুদ্ধচিত্ত হইতে পারিবে এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি।

শ্রীভগবান্ এই কর্ম্মযোগোপদেশের উপসংহারে বলিয়াছেন—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩।৩০

হে অর্জ্জুন! তুমি তোমার সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক, "আমারই অন্তর্যামিপুরুষস্বরূপের অধীন হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতেছ" এইরূপ নিশ্চিত জানিয়া, নিষ্কাম ও সর্ব্বত্র মমতাশূন্য এবং ত্যক্তশোক হইয়া তোমার স্বধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন কর। তোমার এই নিষ্কাম কর্ম্ম মৎফল-সাধনমাত্র—আমার জন্যই তাহা করিতেছ ইহা নিশ্চয়রূপে জানিয়া পালন করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে আমার অনুগ্রহেই তোমার চিত্তশুদ্ধি ও কর্ম্মবন্ধনবিমুক্তি লাভ হইবে।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের সামর্থ্য সকলের হয় না। ইহার কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩।৩২

অর্থাৎ, অজ্ঞের ত কথাই নাই, গুণদোষ-জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজের পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারাধীন স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

অতএব সকল প্রাণীই যখন স্ব স্ব স্বভাবের অনুবর্ত্তী, তখন আশঙ্কা এই যে—ইন্দ্রিয়নিগ্রহে তাহার কি ফল হইবে। শ্রীভগবান্ এই আশঙ্কা নিরসন করিতে বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩।৩৩

হে অর্জ্জুন! জীবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্বস্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। তদনুরূপই জীবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং সেই প্রবৃত্তিকেই তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি কহে। তথাপি, মুক্তির প্রতিবন্ধক

এই রাগ ও দ্বেষ উভয়েরই বশবর্ত্তী হইবে না—ইহাই শাস্ত্রের আজ্ঞা বলিয়া জানিও। প্রকৃতি বিষয়স্মরণাদি দ্বারা রাগদ্বেষ উৎপাদন করিয়া অসাবধান পুরুষকে বলপূর্ব্বক অতিগম্ভীর সংসারস্রোতে নিমজ্জিত করিতে চাহে, কিন্তু শাস্ত্র তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধক পরমেশ্বরভজনাদিতে প্রবর্ত্তিত করেন। অতএব ঐ গম্ভীর স্রোতে পতনের পূর্ব্বেই শাস্ত্ররূপ নৌকা আশ্রয় করিয়া থাকিলেই আর অনর্থ প্রাপ্ত হইতে হয় না। শাস্ত্র আমারই আজ্ঞা, শাস্ত্রবাক্যে আমারই শক্তি নিহিত আছে। সুতরাং প্রকৃতি অতি বলীয়সী হইলেও বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রবাক্যের নিকট পরাভূতা হইয়া যায়।

কিন্তু শাস্ত্রাজ্ঞাপালনেও সকল সময়ে সকলের সামর্থ্য হয় না। শাস্ত্রজ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিবেকবলে রাগদ্বেষ রোধ করিতে করিতেও কখন কখন পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই রাগ দ্বেষের মূলভূত অন্য কোন প্রবর্ত্তক কারণ সম্ভাবনা করিয়া শ্রীমদর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, এবং সেই জন্য শ্রীমদর্জ্জুন স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে মনস্তত্ত্বের সকল রহস্য পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সম্যক্ অবগত হইয়াও পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩।৩৬

হে বার্ষ্ণেয়! তুমি বলিলে যে ইন্দ্রিয়সকলের অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী হইলেও মুক্তির প্রতিবন্ধক ঐ রাগদ্বেষের কখনও বশবর্ত্তী হইবে না, কিন্তু আমি ইহা অত্যন্ত অশক্য বলিয়াই মনে করিতেছি। আমার মনে হয়, বিবেকবলে কামক্রোধ রোধ করিলেও মনুষ্য অনিচ্ছা-সত্ত্বে ঐ কামক্রোধের মূলভূত অন্য কোন প্রবর্ত্তক কারণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক প্রেরিত হইয়া পুনরায় পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

তাহার উত্তরে শ্রীভগবান্ পুনরায় কামের স্বরূপ, স্বভাব ও জয়োপায় স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

৩।৪৩

সখে! একমাত্র কামকেই তুমি সকল পাপের হেতু বলিয়া জানিবে, রজোগুণ-সমুদ্ভব এই কামের হেতুও কাম—তাহার অন্য কোন হেতু নাই। ক্রোধকে কামেরই রূপান্তর বলিয়া জানিবে, কামই কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয় এবং অশেষ অনর্থের সৃষ্টি করে। রজোগুণ-সমুদ্ভব কাম হইতেই তামস ক্রোধের উৎপত্তি হয়। কামের স্বভাব এই যে, ইহা মহাপাপ্মা, অর্থাৎ অতিশয় উগ্র এবং ইহা মহাশন, অর্থাৎ দুষ্পূরণীয়—সহস্র সহস্র বিষয় দিয়াও কামের আকাঙ্ক্ষা কখনও

পূরণ করিতে পারিবে না। অতএব সাম ও দান উপায়দ্বয় দ্বারা এই মহাশত্রুকে কখনও নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। সুতরাং এই কামকেই তুমি মুক্তিপথের একমাত্র বৈরী বলিয়া জানিবে।

সখে! সহজাত ধূমদ্বারা বহ্নি আচ্ছাদিত হয়, আগন্তুক মল দ্বারা দর্পণ আচ্ছাদিত হয় এবং জরায়ুদ্বারা গর্ভ সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ হয়, ইহা সকলেই জানে। উৎপত্তি ও গাঢ়তার তারতম্যানুসারে এই তিন প্রকারেই এই বিশ্বসংসারের সকলেই সেই কামদ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কামসংস্কার জীবের জন্মের সহিতই সূক্ষ্মরূপে জন্মিয়া থাকে, এবং তৎপরে বিষয়চিন্তাদ্বারা স্থূলতর ও বিষয়ভোগদ্বারা স্থূলতম হইয়া ঐ কামই জীবের স্বরূপজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে।

এই কাম অজ্ঞগণের ভোগসময়ে সুখহেতু বলিয়া বোধ হইলেও পরিণামে মহাদুঃখকর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানিগণ সকল সময়েই, এমন কি ভোগ সময়েও, ইহার দুষ্পূরণীয়ত্ব ও শোকসন্তাপকত্ব হেতু ইহাকে অনলতুল্য ও মহাশত্রু বলিয়া জানেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদেরও জ্ঞান এই কামদ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দেখা যায়।

সখে! বহিঃশত্রুকে জয় করিতে হইলে, প্রথমেই তাহার দুর্গের সন্ধান লইতে হয়। অতএব এই মহাশত্রু কাম কোথায় থাকে, তাহার সন্ধান তোমাকে বলিয়া দিতেছি। তোমার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকেই এই কামের অধিষ্ঠান বা দুর্গ বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়গণের দর্শন শ্রবণাদি দ্বারা, মনের সংকল্পদ্বারা ও বুদ্ধির অধ্যবসায় দ্বারাই কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা দেহাভিমানী জীবের বিবেক-জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়াই ঐ কাম তাহাকে বিমোহিত করে।

অতএব সখে! এই মহাশত্রু কাম দ্বারা এইরূপে বিমোহিত হইবার পূর্ব্বেই তুমি পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক শাস্ত্রাজ্ঞা বলে

তোমার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আক্রমণপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনাশী ও পাপস্বরূপ এই কামকে বিনাশ কর।

দেখ অর্জ্জুন! তোমার স্থূল—জড় ও গ্রাহ্য দেহাদি অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও প্রকাশ-স্বভাব ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক সংকল্পাত্মক মনই শ্রেষ্ঠ। আবার সংকল্পের নিশ্চয়পূর্ব্বকত্ব হেতু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই মন হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সর্ব্বান্তরে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত তোমার আত্মাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

সখে! তোমার বুদ্ধিরই বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যা কামাদিবিক্রিয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার আত্মা নির্ব্বিকার ও বুদ্ধিসাক্ষিমাত্র—বুদ্ধিসাক্ষী শুদ্ধ জীবাত্মা কেবল অবিদ্যাবশেই তাহাতে অভিমান করিয়া থাকে। অতএব এই সকল তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া এইরূপে তোমার বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই আত্মাকে ভাল করিয়া জানিয়া লইবে, এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারাই তোমার মনকে নিশ্চল করিয়া সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় কামরূপ মহাশত্রুর বিনাশ সাধন করিবে। কিন্তু একটি কথা তুমি নিশ্চয় জানিও যে, একমাত্র মদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বলেই তোমার এই দুঃসাধ্য কামজয়ের সামর্থ্যলাভ হইবে।

আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, জ্ঞানমার্গে শ্রীভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয়ের ফলেই সাধকের চিত্ত হইতে অনাদিজন্মসঞ্চিত কামনা বাসনাদি মল প্রায় বিদূরিত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সেই শুদ্ধ চিত্তেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে এবং এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ একমাত্র ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। ইহার উদয়েই সাধকের প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্ত অন্য সর্ব্ব কর্ম্মফল ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৪।৩৭

যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠ সমুদায়কে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নি প্রারব্ধকর্ম্মফল ব্যতীত সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া দেয়। প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগের ক্ষয়াবধি জ্ঞানীর দেহ থাকিলেও তিনি জীবন্মুক্ত। তদবস্থায় তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমানের অভাবহেতু প্রারব্ধবশে তিনি সকল ইন্দ্রিয়কর্ম্ম করিয়াও কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৫।৮—১০

অর্থাৎ ভগবদর্পিত-কর্ম্মযোগ-যুক্ত ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক দর্শন, শ্রবণ স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাসগ্রহণ, আলাপ, মলমূত্রাদিত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ এই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও নিশ্চয় জানেন যে, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণই স্বস্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং তিনি নিজে কিছুই করিতেছেন না। সুতরাং এই অনভিমানহেতু তাঁহাকে কোনও কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিতে হয় না। সর্ব্বকর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া এবং তত্তৎ-ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি পদ্মপত্রে জলের ন্যায় বন্ধনহেতু পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মে আর লিপ্ত হয়েন না।

ভগবদারাধনলক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক এইরূপে কর্ম্মবন্ধন-বিমুক্ত বা জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞানী প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ান্তে তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিস্বরূপ পরমপুরুষার্থ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

পঞ্চম প্রবন্ধ

—※—

শ্রীগীতাশাস্ত্রোক্ত মনোজয়—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরাঙ্গণে নিত্যসখা শ্রীমদর্জ্জুনের হৃদয়ে মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া মায়ামুগ্ধ জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য যে সর্ব্বোপনিষদসার শ্রীগীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে মনুষ্যের মনোজয়-প্রসঙ্গে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীভগবদ্বশীকারিণী শুদ্ধা ভক্তি ত্রিজগদনর্ঘ্যা; সকল সাধনের মধ্যে শুদ্ধা ভক্তি সাধনের সর্ব্বগুহ্যতমতাহেতু শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধারণ মনুষ্যের জন্য প্রথমে তাহার উপদেশ না দিয়া জ্ঞান সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, মনোজয় বা সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে সাধকের জ্ঞানযোগে অধিকার হয় না এবং জ্ঞানমার্গে ভগবদারাধনলক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধিও লাভ হয় না, সুতরাং শ্রীভগবান্ তৎপ্রসঙ্গে প্রথমেই চিত্তশুদ্ধি ও তদেকসাধন নিষ্কাম কর্ম্মযোগই বিশেষপ্রকারে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবৎকৃপা ভিন্ন বস্তুতঃ কোনও সাধনেই মনুষ্যের কোন ফললাভ হইতে পারে না, এমন কি নিকৃষ্ট সকাম সাধনসমূহের তুচ্ছ স্বর্গাদিফলও ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। সুতরাং জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞানযোগ যে প্রতিপদে ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ হইবে, তাহার আর কি কথা।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অর্থাৎ শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম্মফল-সমর্পণ পূর্ব্বক স্বস্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্যক্ পালনের ফলে জ্ঞানমার্গে সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেও, পরতত্ত্বে চিত্তের একাগ্রতালক্ষণ ধ্যান ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান ও তৎফল মুক্তিলাভ হয় না বলিয়া, শ্রীভগবান্ সখা অর্জ্জুনকে চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণ অষ্টাঙ্গযোগেরও উপদেশ করিয়াছেন। ভগবদারাধনলক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অভ্যাসের ফলে শ্রীভগবৎকৃপায় জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ-সাধকের চিত্ত অনাদি-কালসঞ্চিত কামনাবাসনাদির মল হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হইলেই উভয়ে চিত্তৈকাগ্রতালক্ষণ ধ্যানযোগের যোগ্য হইয়া থাকেন। সুতরাং অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত সাধকেরও চিত্তশোধক ভগবদারাধনলক্ষণ নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য প্রয়োজনীয়। পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্বে চিত্তের ধারণা সাধকের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া জ্ঞানযোগসাধনে পর-তত্ত্বের কিঞ্চিদ্বিশেষ প্রকাশ পরমাত্মতত্ত্বেই চিত্তৈকাগ্রতাসাধনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পরমাত্মতত্ত্বে চিত্তৈকাগ্রতা লাভ হইলে জ্ঞানী ও যোগীর নিষ্কাম কর্ম্মা-নুষ্ঠানের আর প্রয়োজন থাকে না, এবং তখনই তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে। ৬।৩

অর্থাৎ যে মননশীল ব্যক্তি নিশ্চলধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, চিত্তশুদ্ধিকর নিষ্কামকর্ম্মই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য; আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তবিক্ষেপক সর্ব্বকর্ম্মের উপরমই লক্ষ্য।

এই সম্যক্ শুদ্ধচিত্ত ও ধ্যানযোগারূঢ় সাধকের মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ও তৎসাধন কর্ম্মমাত্রেই সম্পূর্ণরূপে সঙ্কল্প-বিহীন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬।৫-৬

অর্থাৎ এই সর্ব্বসঙ্কল্পরহিত মনের দ্বারাই জীব নিজের উদ্ধার সাধন করিবে, বিষয়াসক্ত মনের দ্বারা নিজেকে কখনও অধঃপাতিত করিবে না। মনই জীবের বন্ধু এবং মনই তাহার শত্রু। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, সেই মনই তাঁহার বন্ধু, এবং অজিতমনা ব্যক্তির মনই শত্রু।

এই সর্ব্বসঙ্কল্পবিহীন মনের পরমাত্মতত্ত্বে সমাধিপ্রাপ্তিই মুক্তির হেতু—তদবস্থায় জ্ঞানী ও যোগী শ্রীভগবৎকৃপায় অচিরাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও তৎফল মোক্ষ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। পরমাত্মতত্ত্বে মনের সমাধিলাভের উপায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ৬।১০

অর্থাৎ দেহ ও মনকে সংযত করিয়া, নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া এবং নিরন্তর একান্তে অবস্থিত হইয়া যোগী মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন।

মনের এই সমাধিলাভের যোগ্যতার জন্য শ্রীভগবান্ সাধককে আহার-বিহার ও নিদ্রাজাগরণাদি সর্ব্ব দৈহিক ধর্ম্মের সংযমন এবং আসনাদি প্রক্রিয়ার উপদেশ করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥

৬।১৪

অর্থাৎ নিরন্তর মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক আমাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে স্থির করিয়া পরমাত্মস্বরূপ আমাতে সেই মনকে

স্থির করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। প্রশান্তচিত্ত, সর্ব্বথাভয়শূন্য ও ব্রহ্মচারী যোগীই সমাধি লাভের জন্য এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া সফল হয়েন।

নিরন্তর এই অনুষ্ঠানের ফলেই যোগীর চিত্ত বাতশূন্য প্রদেশস্থ দীপ-শিখার ন্যায় নিশ্চল হইয়া পরমাত্মৈকাকারতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই যোগীর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এতদবস্থায় তাঁহার পরমাত্মসাক্ষাৎকার-হেতু বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্করহিত আত্যন্তিক পরমানন্দ ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুর্লভ অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে যদি প্রাক্তন-কর্ম্মসংস্কারহেতু মন বিচলিত হয়, তাহা হইলে ধারণা দ্বারা তাহাকে পরমাত্মতত্ত্বে স্থির করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ সেই ধারণাপ্রণালী বলিয়াছেন—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬।২৫

অর্থাৎ ধারণাবশীকৃতা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মনকে পরমাত্মতত্ত্বে নিশ্চল করিয়া, অভ্যাস দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ সেই মনকে নিরুদ্ধ করিবে। নিরুদ্ধ মনই সর্ব্বচিন্তাশূন্য হইয়া পরমানন্দময় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিদশা প্রাপ্ত হয়।

এই ধারণাভ্যাসকালে রজোগুণবশ্যতাহেতু মন যদি প্রচলিত হয়, তাহা হইলে পুনঃ প্রত্যাহার দ্বারা সেই মনকে বশীভূত করিতে হইবে। মনের এই প্রত্যাহারপ্রণালী শ্রীভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ৬।২৬

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ; পরমাত্মতত্ত্বে মনের ধারাণাভ্যাসকালে যে যে বিষয়ের প্রতি মন ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার পূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্বেই তাহাকে স্থির করিতে হইবে।

এইরূপ প্রত্যাহারাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ মনকে বশীভূত করিতে করিতে মনের রজোগুণ ক্ষয় হইলে, পরমাত্মতত্ত্বে একাগ্রতা লাভ পূর্ব্বক জ্ঞান

ও যোগ-সাধক পরমানন্দময় সমাধিসুখ লাভ করেন। জ্ঞানী ও যোগী এতদবস্থায় অবিদ্যানিবর্ত্তক ব্রহ্ম ও পরমাত্মসাক্ষাৎকারহেতু জীবন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বোত্তম সুখ ভোগ করেন। শ্রীভগবান্ এই ব্রহ্ম ও পরমাত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ও যোগীর লক্ষণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯

অর্থাৎ জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্রহ্মাকারান্তঃকরণহেতু সর্ব্বত্র ব্রহ্মই দর্শন করেন, এবং জীবন্মুক্ত যোগী ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বভূতই পরমাত্মায় অধিষ্ঠিতরূপে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। সুতরাং জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ও যোগী বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তি, কুক্কুর ও চণ্ডাল সকলকেই তুল্যরূপ দেখেন।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীভগবচ্চরণভজন-লব্ধ ভগবৎ-কৃপাই এবম্ভূত ব্রহ্ম ও পরমাত্মজ্ঞানের মুখ্য কারণ। পরতত্ত্বের সবিশেষ প্রকাশ শ্রীভগবন্মূর্ত্তির ধ্যানেরও ফলে এই জ্ঞান লাভ হইলেও, ইহা তাহার অবান্তর ফল মাত্র। শ্রীভগবন্মূর্ত্তির ধ্যানের মুখ্যফল শ্রীভগবচ্চরণে প্রেম লাভ। ব্রহ্ম ও পরমাত্মজ্ঞান ও তৎফল সাযুজ্য মুক্তি হইতে প্রেমের স্থান বহু উর্দ্ধে। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬।৩০

আমার ধ্যানের ফলে আমাকেই যিনি ভূতমাত্রে দেখিতে পান, এবং প্রাণিমাত্রই আমাতে দেখেন, আমি তাঁহার কখনও অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কখন অদৃশ্য হয়েন না। অর্থাৎ আমি তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হই এবং কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাঁহকে দর্শন করিয়া অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্—পরতত্ত্বের এই ত্রিবিধ প্রকাশে চিত্তের

একাগ্রতালক্ষণ ধ্যানের ফল উৎকর্ষতায় উত্তরোত্তর অধিক হইলেও, অনির্দ্দেশ্য ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে সাধকের চিত্ত-ধারণা অতীব দুরূহ বলিয়া ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিসাধক তত্ত্বজ্ঞান ও তৎফল ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের উদ্দেশ্যে পর-তত্ত্বের কিঞ্চিদ্বিশেষ প্রকাশ পরমাত্মস্বরূপেই চিত্তৈকাগ্রতার অভ্যাস করেন। এই ধ্যানের ফলেই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ হয়। পরমাত্মোপাসক অষ্টাঙ্গযোগী ও জ্ঞানীর ধ্যান-প্রণালীর কোন পার্থক্য নাই, কেবল অষ্টাঙ্গযোগীর সাধন চিত্তবৃত্তিনিরোধপ্রধান এবং সিদ্ধাবস্থায় তিনি পরমাত্মতত্ত্বে সাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করেন, এই মাত্র বিভিন্নতা। পর-তত্ত্বের সবিশেষ প্রকাশ শ্রীভগবৎস্বরূপ ধ্যানের ফলেও জ্ঞানী ব্রহ্মসাযুজ্য এবং যোগী পরমাত্মসাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জ্ঞানী ও যোগী সেই ধ্যানের ফলে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম-ভক্তিও লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিমার্গে ভক্তসাধক বৈধী সাধনভক্তির অঙ্গরূপে শ্রীভগবচ্চরণ-ধ্যানের ফলে শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তি লাভ করিলে, সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানী ও যোগী এবং ভক্তমাত্রেরই নিকট সাযুজ্য-মুক্তি অতি তুচ্ছ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমার আশ্রিত ও আমার শ্রবণস্মরণাদি-ভজনযুক্ত জ্ঞানী ও যোগী শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগেও কখন ভ্রষ্ট হয়েন না; কারণ তিনি নিরন্তর আমারই সহিত অবস্থান করেন, সংসারে নহে"—সুতরাং তদবস্থায় তাঁহাদের আর কোন বিধিকৈঙ্কর্য্যই থাকে না। এইরূপ ভগবদ্ভজনকারী জ্ঞানী ও যোগীর মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পীই শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

হে অর্জ্জুন! যিনি নিজের সুখদুঃখে ও অপরের সুখদুঃখে তুল্যদর্শী হইয়া সকলের সুখবাঞ্ছাই করেন, সেই জ্ঞানী ও যোগীই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদর্জ্জুন শ্রীভগবদুক্ত এই সাম্যলক্ষণ যোগের দুষ্করত্ব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৬।৩৩-৩৬

হে মধুসূদন! তুমি যে সমদৃষ্টি-লক্ষণ যোগের উপদেশ প্রদান করিলে, তাহাতে শত্রু ও মিত্রের প্রতি সেই সমবুদ্ধির সার্ব্বদিকী স্থিতি সম্ভবপর বলিয়া আমার বোধ হয় না—কিয়ৎকালমাত্রই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে, কারণ বিবেক দ্বারা এই অতিপ্রবল ও অতিচঞ্চল মনের নিগ্রহ সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অশক্য বলিয়াই আমার বোধ হয়। বস্তুতঃ বিষয়াসক্ত মন বিবেককেই গ্রাস করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

হে কৃষ্ণ! বলবান্ রোগ যেরূপ স্বপ্রশমক ঔষধকে গণনার মধ্যেই আনে না, সেইরূপ স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ মন বিবেকবতী বুদ্ধিকেও গণনাই করে না। অতিসূক্ষ্ম সূচীদ্বারা লৌহকে যেমন ভেদ করা যায় না, সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারাও এই বিষয়বাসনানুবদ্ধ দৃঢ়স্বভাব মনের নিয়মন করা আমার সাধ্য নহে। আকাশে দোধূয়মান বায়ুকে কেহ যেমন কুম্ভাদিতে নিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ কুম্ভকাদি অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারাও এই মনের নিরোধ আমি সর্ব্বথা সুদুষ্কর বলিয়া বিবেচনা করি।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনোক্ত মনের চঞ্চলত্বাদি ধর্ম্ম অঙ্গীকারপূর্ব্বক মনোনিগ্রহোপায়ের সমাধান করিয়া বলিয়াছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥

৬।৩৫-৩৬

হে মহাবাহো! রোগ বলবান্ হইলেও যেমন সদ্বৈদ্যপ্রযুক্ত-প্রকারে পুনঃ পুনঃ সেবনের ফলে তৎপ্রশমক ঔষধই তাহাকে দমন করিয়া চিরকালের জন্য নিবৃত্ত করে, সেইরূপ এই মন দুর্নিগ্রহ হইলেও সদ্‌গুরূপদিষ্ট-প্রকারে পরমেশ্বরধ্যানযোগের নিরন্তর অনুশীলন ও বিষয়বৈতৃষ্ণ্যের দ্বারাই তাহাকে নিগৃহীত করিতে পারা যায়।

এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনের লয় ও বিক্ষেপের প্রতিবন্ধ হইলে, মন উপরতবৃত্তিক হয় এবং পরমাত্মাকারে আকারিত হইয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিদশা প্রাপ্ত হয়। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাও যাহার মন সংযত হয় না, তাহার পক্ষে মনোনিরোধলক্ষণ-যোগ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু অভ্যাসবৈরাগ্যদ্বারা যাঁহার মন বশবর্ত্তী হইয়াছে, তিনিই পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যত্নশীল হইয়া যথাকালে মনের এই সমাধিরূপ পরমা গতি লাভ করেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, শ্রদ্ধার সহিত এই যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অভ্যাস-বৈরাগ্যের শিথিলতা হেতু যোগভ্রষ্ট হইলেও সাধকের জন্মান্তরে কখনও দুর্গতিপ্রাপ্তি হয় না। এক জন্মে এই যোগের যতটুকু অনুষ্ঠান করা হয়, পরজন্মে ঠিক তাহার পর হইতেই পুনরায় তাহার অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ লাভ হয়, এবং এইরূপ বহুজন্মের সাধনদ্বারা যোগী ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করেন।

শ্রীভগবান্ সখা অর্জ্জুনের নিকট কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ এইরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

৬।৪৬-৪৭

হে অর্জ্জুন! কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি-তপোনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী অপেক্ষা পরমাত্মোপাসক অষ্টাঙ্গযোগী আমার মতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মী এবং অতিনিকৃষ্ট সকাম কর্ম্মী হইতে যোগী যে শ্রেষ্ঠ, তাহার ত কথাই নাই। অতএব সখে! তুমি যোগীই হও। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও যে, এই সকলের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাতে আসক্ত চিত্তের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজন করেন, তিনিই আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

শ্রীভগবান্ কর্ম্ম, তপঃ, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই সকল সাধনগুলিরই যোগ আখ্যা দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে —কর্ম্মী, তপস্বী ও জ্ঞানী যোগিপদবাচ্য, অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতর, এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তিমান যোগিতম।

পূজ্যপাদ শ্রীমধুসূদন সরস্বতী এই ভগবদুক্তির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

যদ্ভক্তিং ন বিনা মুক্তি র্যঃ সেব্যঃ সর্ব্বযোগিনাম্।
তং বন্দে পরমানন্দঘনং শ্রীনন্দনন্দনম্॥

অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার যোগিগণেরই উপাস্য এবং যাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞানী এবং যোগীরও মুক্তিলাভ হয় না, সেই পরমানন্দঘনস্বরূপ শ্রীভগবান্ নন্দনন্দনকেই আমি বন্দনা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ মোক্ষফলসাধক জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ উপদেশ করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে,

এই দুই যোগই ভগবদ্ভজনলক্ষণ নিষ্কামকর্ম্মযোগ-সাপেক্ষ, কারণ এই দুই মার্গেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে এই দুই যোগানুষ্ঠানের অধিকারই হয় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থবর্ষিণী টীকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ বর্ণনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপসংহার-বাক্যে শ্রীমদ্ভক্তিযোগের অবতারণা করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগই বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারার্থ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবদুক্ত সকল সাধনেরই মূল তাৎপর্য্য—ভগবদ্ভজন। শ্রীভগবান্ এক ভক্তিকেই কোথাও গুণীভূতারূপে, কোথাও প্রধানীভূতারূপে এবং কোথাও বা স্বতন্ত্রারূপে উপদেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগসাধনে তত্তৎফল-সিদ্ধির জন্য যে ভক্তিযাজন উপদেশ করিয়াছেন সেই ভক্তির প্রাধান্যা-ভাবহেতু তাহা গুণীভূতারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গুণীভূতা ভক্তির প্রভাবেই সকাম কর্ম্মীর স্বর্গাদিফল, নিষ্কাম কর্ম্মীর জ্ঞানযোগাধিকার এবং জ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গযোগীর নির্ব্বাণমোক্ষ লাভ হয়। ভক্তির অপ্রাধান্যহেতু এই সকল সাধনের ভক্তিত্বব্যপদেশ নাই এবং কেবল কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ নামেই প্রসিদ্ধি হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞানই মুক্তির করণ, ভক্তিকে তাঁহারা মুক্তির করণ বলিয়া স্বীকার করেন না। মহানুভব শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ এই মতবিরোধের সমন্বয় করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয় সত্য, কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ব্যাপার মাত্র। সিতশর্করার রস-গ্রহণে যেমন রসনাই করণ, চক্ষুশ্রোত্রাদি নহে, সেইরূপ ভক্তির গুণাতীতত্বহেতু গুণাতীত ব্রহ্মবস্তু গ্রহণে ভক্তিই করণ, দেহাদ্যতিরিক্ত সাত্ত্বিকগুণ-বৃত্তি আত্মজ্ঞান তাহার করণ নহে। সাত্ত্বিক বৃত্তিজ্ঞান নশ্বর জন্য-পদার্থমাত্র, জ্ঞানী

ও যোগী জীবন্মুক্ত অবস্থায় এই জ্ঞানেরই সন্ন্যাসপূর্ব্বক ভক্তিবলে স্বপ্রকাশ অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। এই অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞান শ্রীভগবানেরই স্বরূপভূত জ্ঞান। হৃদয়ে মুমুক্ষা পোষণপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের ফলে, জ্ঞানী ও যোগীর হৃদয়ে শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক এই তত্ত্বজ্ঞানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারই ব্রহ্ম ও পরমাত্মস্বরূপে তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া লয়েন। অতএব ভক্তিই যে জ্ঞানী ও যোগীর মুক্তিলাভের মুখ্য করণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ৫।১৬

অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগসাধনে সাত্ত্বিক বৃত্তিজ্ঞান লাভ করিয়া তদ্দ্বারা অজ্ঞান নষ্টপ্রায় হইলে, স্বপ্রকাশ সূর্য্যস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। সূর্য্য উদয় হইয়া যেমন অন্ধকার বিনাশ পূর্ব্বক নিখিল বস্তুজাত প্রকাশ করে, সেইরূপ এই তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান বিনাশ পূর্ব্বক পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ প্রকাশ করেন।

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮।৫৫

অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমাকে যথার্থতঃ জানিতে পারিয়া, জ্ঞানী ও যোগী আমারই ব্রহ্ম ও পরমাত্মস্বরূপে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীভগবান্ গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে গুণীভূতা ভক্তির উপদেশ করিয়া দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে বহুবিধা ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রধানীভূতা ভক্তিই তিনি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীভগবদ্বাক্য হইতেই সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রধানীভূতা ভক্তি ত্রিবিধা—

কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা, এবং এই ত্রিবিধা ভক্তিও সকাম এবং নিষ্কাম ভেদে প্রত্যেকে দ্বিবিধরূপে নিরূপিত হইয়াছে। গুণীভূতা ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি এবং কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্যই তাহা অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু নিষ্কাম প্রধানীভূতা ভক্তির চিত্তশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও, কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্যই তাহা অনুষ্ঠিত হয় না। সকাম প্রধানীভূতা ভক্তির সাধনে চিত্তশুদ্ধির প্রতি প্রথমে লক্ষ্যই থাকে না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শ্রীভগবচ্চরণের আস্বাদন পাইলে এই সকাম ভক্ত কামনা-বাসনাদি হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য চিত্তশুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

প্রধানীভূতা ভক্তি গুণীভূতা ভক্তির ন্যায় সর্ব্বসুলভ নহে। শাস্ত্রানুগত মনুষ্যমাত্রই গুণীভূতা ভক্তির অধিকারী, কিন্তু প্রধানীভূতা ভক্তির অধিকারী নির্ব্বাচন করিতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭।১৬

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার-লক্ষণ ধর্ম্মযুক্ত হইলে ও পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য থাকিলে নিম্নোক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই আমার ভজন করিয়া থাকে—

(১) আর্ত্ত—রোগাদি আপদ্‌গ্রস্ত তন্নিবৃত্তিকাম।
(২) জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞানার্থী বা শাস্ত্রজ্ঞানার্থী।
(৩) অর্থার্থী—ঐহিক বা পারত্রিক ভোগসাধনভূত-অর্থলিপ্সু।
(৪) জ্ঞানী—বিশুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী।

এই চতুর্ব্বিধ অধিকারীর মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ মনুষ্য সকাম কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অধিকারী। স্বস্ব কামনা সিদ্ধির জন্য স্বস্ব বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্বকর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তত্তৎ কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করাই এই ভক্তির সাধন। এই ভক্তির ফলেই তাঁহাদের তত্তৎ কামপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু স্বর্গাদি ভোগান্তে তাঁহাদের পুনঃ পতন হয় না। তাঁহারা

ক্রমশঃ কামনামুক্ত হইয়া সুখৈশ্বর্য্যপ্রধান সালোক্যাদি মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। এই জন্যই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি আরোপসিদ্ধা নামে প্রসিদ্ধা। এই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি নিষ্কাম হইলে, তাহার ফলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অধিকার লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত অধিকারি-চতুষ্টয়ের মধ্যে জ্ঞানী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রভাবে শ্রীসনকাদির ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল শ্রীভগবচ্চরণে শান্তরতি লাভ করেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত ও ভগবৎ-কৃপালাভ হইলে শ্রীশুকাদির ন্যায় প্রেমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া পার্ষদত্ব লাভও করিতে পারেন। জ্ঞানসাধনের সঙ্গহেতু পূর্ব্ব হইতেই চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির এই চরম ফল লাভ হয় বলিয়া ইহা সঙ্গ-সিদ্ধা নামে প্রসিদ্ধা। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ৭।২৮

জরামরণনাশের জন্য আমার শরণাপন্ন হইয়া যাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহারা আমার ভক্তি-প্রভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং নানাবিধ কর্ম্মহেতু জীবের সংসারপ্রাপ্তির প্রকার সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া স্ববাঞ্ছিত সালোক্যাদি মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীভগবান্ গীতার অষ্টম অধ্যায়ে যোগমিশ্রা ভক্তির বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে, কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা-ভক্তিমানের মধ্যে কেহ সৌভাগ্যবলে দাসাদিভক্ত-সঙ্গ লাভ করিলে দাস্যাদি প্রেম-ভক্তিও লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই প্রেম ঐশ্বর্য্য-প্রধান বলিয়া তাহার ফলে প্রেমসেবোত্তরা সালোক্যাদি মুক্তি লাভ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিই হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ দেখাইয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ পূর্ব্বোক্ত প্রধানীভূতা ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও সাধনান্তর-রহিত এক স্বতন্ত্র সকাম ভক্তিযোগের কথাও গীতায় বলিয়াছেন, যাহার ফলে স্বর্গাপবর্গাদি নিখিল

সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এই ভক্তি সর্ব্বসুকর হইলেও সর্ব্বদুষ্কর, বহুপুণ্য-ফলেই ইহাতে অধিকার লাভ হয়। এই স্বতন্ত্রা ভক্তি কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনান্তররহিত হইলেও সকাম ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মুক্তি কামনায় অনুষ্ঠিত হইলে এই ভক্তির অবান্তর ফলরূপেই চিত্তশুদ্ধি সিদ্ধ হইয়া যায় এবং সাধুকৃপা লাভ হইলে এই ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বহুবিধা ভক্তির উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্ সর্ব্বশেষে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-নিরপেক্ষা সর্ব্বমুখ্যতমা কেবলা বা শুদ্ধা ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কেবলা ভক্তি অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণসেবাই এই ভক্তির সাধন ও সাধ্য। এই ভক্তির একমাত্র ফল শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমলাভানন্তর যথাকালে পার্ষদত্ব প্রাপ্তি। শ্রবণকীর্ত্তনাদি সহজ সাধনই এই ভক্তির অঙ্গ, এবং এই ভক্তিই দুর্ল্লভাতিদুর্ল্লভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। একমাত্র পরমস্বতন্ত্র সাধুকৃপা বলেই এই ভক্তির অধিকার লাভ হয়। এই শুদ্ধা ভক্তির সাধনে চিত্তশুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাতেরও আবশ্যকতা হয় না, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের অবান্তর ফলরূপেই চিত্তশুদ্ধি স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া যায়।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ

-*-

শ্রীগীতাশাস্ত্রোক্ত মনোজয়, শ্রীভাগবত-শাস্ত্রোক্ত মনোজয়

সর্ব্ববেদার্থসারসংগ্রহভূতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্ব সনাতন সম্প্রদায় কর্তৃকই প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে পরমাদরে সম্পূজিত হইয়া থাকেন। পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় কর্তৃক স্বস্ব-মতানুযায়িরূপে গৃহীত হইলেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্রও নাই। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় সর্ব্বশাস্ত্রের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন, এই জন্যই শ্রীগীতাশাস্ত্র সর্ব্ববেদসারার্থের মীমাংসা-রূপে সমস্ত উপনিষদ্গণের শিরোভূষণস্বরূপ হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভক্তিই সকল সাধনের মূল প্রয়োজন ও তাৎপর্য্য এবং ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্ববিদ্যাশিরোরত্ন বলিয়া সুধীগণকর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্র মায়াবদ্ধ মনুষ্যের উদ্ধারের জন্য যত প্রকার সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ নিষ্কামকর্ম্ম, জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ও ভক্তি এই কয়টি সাধনমার্গে বিভক্ত। শ্রীগীতাশাস্ত্র এই পৃথক্ সাধনচতুষ্টয়ের সমন্বয় ও তত্তৎ বিভিন্নতার সমাধান করিয়াছেন।

মায়াবদ্ধ মনুষ্যের মায়িক মনের মিথ্যা কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমানসমুদ্ভূত অনাদিকাল-সঞ্চিত কামনা বাসনাদি মলকর্তৃক বজ্রলেপের ন্যায় সেই মন এইরূপ দৃঢ়ীভূত হইয়াছে যে, সেই মনোদ্বারা সে তাহার নিত্যভগবদ্দাস-স্বরূপ ও ভগবদ্ভক্তিরূপ স্বরূপধর্ম্মের উপলব্ধি ও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে

না। সেই জন্য শ্রীভগবান্ তাহার এই মায়িক মনের শুদ্ধি বা জয়ের উদ্দেশ্যে শ্রীগীতায় প্রথমেই ভগবদারাধনলক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই নিষ্কাম বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে চিত্ত ভোক্তৃত্বাভিমানশূন্য হইলেও কর্তৃত্বাভিমান সহজে ত্যাগ করিতে পারে না এবং সুদুর্লভ সাধুকৃপৈকলভ্য ভগবদ্দাসাভিমান-লক্ষণ শুদ্ধ ভক্তিযোগ আশ্রয় করিবার যোগ্যও সকল সময়ে হয় না। সেই জন্যই শ্রীভগবান্ বর্ণাশ্রমাচার-যুক্ত সাধারণ মনুষ্যের জন্য জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন, এবং কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগসাধনের ফলসিদ্ধির একমাত্র উপায়রূপে তত্তৎ-সাধনের সহিত গুণীভূতা ভক্তির নিত্যসংযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই গুণীভূতা ভক্তির প্রভাবেই সাধক নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ফল চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগের ফল নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। এই গুণীভূতা ভক্তির প্রভাবেই কোন কোন কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর সাধুকৃপালাভের সৌভাগ্য হইলে, তাঁহাদের কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগানুষ্ঠানের সহিত ভগবদ্ভজন প্রধানরূপেও অনুষ্ঠান করিবার সামর্থ্যলাভ হয়।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে শ্রীভগবদ্বর্ণিত গুণীভূতা ভক্তি এবং প্রধানীভূতা কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগমিশ্রা ভক্তির আলোচনা করিয়াছি। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সম্বন্ধশূন্যা বিশুদ্ধা ভক্তি সুদুর্লভা, কারণ তাহা একমাত্র অতি-দুর্লভ শুদ্ধভক্তের কৃপাসাপেক্ষা। বিশুদ্ধা ভক্তির প্রসঙ্গারম্ভেই শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ৭।১

হে অর্জ্জুন! আমার এই পরমানন্দঘন শ্যামসুন্দর পীতাম্বর মূর্ত্তিতে তোমার চিত্ত আসক্তিভূমিকারূঢ় হইলে তুমি শনৈঃ শনৈঃ আমার সহিত সংযোগপ্রাপ্ত হইয়া এবং জ্ঞানকর্ম্মাদির আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারই

অনন্যভক্ত হইয়া আমাকে নিশ্চয়ই সাকল্যে জানিতে পারিবে। একমাত্র আমার অনন্যভক্তই জানিতে পারে যে, বিভুসচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আমারই অনন্তশক্তিমান সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপেরই নির্ব্বিশেষ প্রকাশমাত্র, পরমাত্মা আমারই অংশ, অণুচৈতন্য জীব আমারই তটস্থা শক্তি এবং সত্ত্বরজস্তমো-গুণময়ী মায়া আমারই বহিরঙ্গা শক্তি। আমার ভক্তই জানিতে পারে যে, মহাভূতাদি-চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়ারই কার্য্য এবং মদ্বহির্ম্মুখ জীবের দণ্ডবিধানোদ্দেশ্যে মায়াই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ভূত অনন্ত জীবদেহ দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া তত্তদ্দেহাভিমানমূলক অশেষ সংসারমহাদুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, মায়াকার্য্য ত্রিবিধ-গুণময় কামলোভাদি স্বভাবদ্বারাই জগজ্জাত জীববৃন্দ মোহিত হইয়া গুণাতীত আমাকে জানিতে পারে না। মায়াবদ্ধ দুর্ব্বল জীবের পক্ষে আমার এই মায়া স্বভাবতই দুরতিক্রমণীয়া, কিন্তু যাহারা আমার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া আমার ভজন করে, তাহারাই এই মায়াসমুদ্র অতিক্রম করিয়া আমাকে জানিতে পারে এবং আমার স্বরূপ-শক্তির কৃপায় চিদ্দেহেন্দ্রিয়াদি লাভ করিয়া চিদ্ধামে আমার নিত্য সেবালাভে কৃতার্থ হয়।

শুদ্ধ ভক্তের সাধন ও প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

(১) অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ৮।১৪-১৫

অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিসাধন, দেবতান্তর-আরাধনা এবং স্বর্গাপবর্গাদির অভিলাষিতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, যিনি কাল-দেশ-পাত্রশুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা না করিয়া নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্য-মদ্-

যোগাকাঙ্ক্ষী ভক্তের পক্ষে অতি সুলভ হইয়া থাকি। আমাকে পাইলে আর দুঃখময় অনিত্য জন্ম পাইতে হয় না, কারণ আমার শুদ্ধ ভক্তগণ আমার লীলাপরিকরতারূপ পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। সত্যলোক অবধি সমস্ত লোকই অনিত্য, কেবল আমার ধামই নিত্য—আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুনর্জন্ম নিবৃত্ত হইয়া যায়।

(২) মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯।১৩-১৪

অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে শুদ্ধভক্তের কৃপালাভ করিলে মহাত্মগণ দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদিকামনাশূন্য হয়েন এবং আমাকে সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ ও সর্ব্বকারণকারণরূপে জানিয়া অনন্যমনে আমারই ভজন করেন। তাঁহারা কালদেশাদির শুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়াই নিরন্তর আমার নাম কীর্ত্তন করেন এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার ভজনসাধন যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করেন। আমার সহিত নিত্য সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করিয়াই তাঁহারা আমার প্রণতি পাদসেবনাদি উপাসনা করিয়া থাকেন।

(৩) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২

অর্থাৎ আমার অনন্য-ভক্ত আমার নিত্যসংযোগ স্পৃহা করিয়া নিরন্তর আমার রূপ, গুণ ও লীলাদির স্মরণমননাদি দ্বারা আমার আরাধনা করেন। অতএব গৃহস্থগণ যেমন স্বকলত্রপুত্রাদির পোষণভার আদরের সহিতই বহন করে, আমিও সেইরূপ সর্ব্বথা মদেকশরণ ভক্তের শরীরপোষণাদিভার আদরের সহিতই বহন করিয়া থাকি। মদেকনিষ্ঠ ভক্ত দেহদৈহিকাদি সমস্তই আমাকে সমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইয়া যান।

তজ্জন্য, তাঁহার অপেক্ষিত না হইলেও তাঁহার ধনাদি লাভ ও রক্ষণ আমাকর্তৃকই সাদরে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমার ভক্তের ঐহিক সুখ কর্ম্মফল প্রাপ্য নহে, কিন্তু তাহা মদ্দত্ত বলিয়াই জানিবে।

(৪) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯।২৬

অর্থাৎ আমার ভক্ত ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধান্তঃকরণ নহে, সেই শুদ্ধ-চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তিসহকারে পত্র পুষ্প ফল ও জল-মাত্র যাহা কিছু আমাকে প্রদান করে, আমি তৎসমুদায়ই অতি আদরের সহিত ভক্ষণ—অর্থাৎ আত্মসাৎ করিয়া থাকি। অন্যের সাধনের ন্যায় আমার ভক্তের সাধনে আয়াসাধিক্যের নাম মাত্র নাই, কিন্তু সেই অনায়াস সাধনের ফলেই আমার ভক্ত অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই লাভ করে।

এই বিশুদ্ধা ভক্তি ও পূর্ব্বোক্ত মিশ্রা ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ-র্জ্জুন কোন্ ভক্তিপথ অবলম্বন করিবেন—তন্নির্ণয়ে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সংশয়াকুলিতচিত্ত হইয়াছেন মনে করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ৯।২৭-২৮

হে অর্জ্জুন! তোমার এখনও কর্ম্মজ্ঞানাদি ত্যাগ করিবার সামর্থ্য হয় নাই, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্টা কেবলা অনন্যভক্তিতে তোমার অধিকার নাই; কিন্তু তাই বলিয়া নিকৃষ্টা সকামভক্তিও তোমার যোগ্য নহে—তোমার অধিকার সকামভক্তির উর্দ্ধে। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তিই তোমার সম্প্রতি অবলম্বনীয়া। তাহার লক্ষণ তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি লৌকিক বা বৈদিক যে কোন

কর্ম্ম করিবে, ভোজনপানাদি যে কোন ব্যবহারিক কর্ম্ম করিবে, যে কোন তপঃসাধন করিবে, তৎসমুদায় যাহাতে আমাকে অর্পণ করিয়া করিতে পার, সেইরূপেই করিবে। এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিতে করিতে তোমার চিত্ত কর্ম্মফলত্যাগরূপ যোগযুক্ত হইলে, তুমি শুভাশুভ সর্ব্ব কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যথাসময়ে আমার প্রেমসেবোত্তরা সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার সারার্থবর্ষিণী টীকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীমদর্জ্জুনের প্রতি পূর্ব্বোক্ত ভগবদাজ্ঞার তাৎপর্য্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ কিম্বা বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ নহে। কারণ, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কেবল শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পণীয়, ভোজনপানাদি ব্যবহারিক কর্ম্ম নহে; এবং বিশুদ্ধভক্তিযোগে ভক্ত কোন কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ তাহা শ্রীভগবানে অর্পণ করেন না—তাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়াই ক্রিয়মাণ হইয়া থাকে। কেবল মিশ্রভক্তিসাধনেই সাধকের মনঃপ্রাণেন্দ্রিয় ব্যাপারমাত্রই—সর্ব্ব ক্রিয়মাণ কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে। অতএব এই মিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তিই শ্রীভগবদুক্তির তাৎপর্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ শ্রীমদর্জ্জুনকে এই কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াও পুনরায় শুদ্ধা ভক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক বলিযাছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯

হে অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বভূতেই সম, আমার শত্রু বা মিত্র বলিয়া কেহ নাই সত্য; কিন্তু তথাপি যে আমার ভক্তি-পূর্ব্বক ভজন করিয়া আমাতে যে প্রকার আসক্ত হয়, আমিও আদরপূর্ব্বক তাহার ভজন স্বীকার করিয়া তাহাতে সেই প্রকারেই আসক্ত হই। অগ্নি বা কল্পবৃক্ষের যে সেবা করিবে,

সেই-ই সেবানুরূপ ফল পাইবে, তাহাতে অগ্নি বা কল্পবৃক্ষের যেমন বৈষম্যদোষ হয় না, সেইরূপ আমি ভক্তপক্ষপাতী হইলেও আমার বৈষম্য নাই জানিবে। ভক্তের প্রতি এই আসক্তি আমার স্বাভাবিকী—আমার ভক্তিরই এই মহিমা যে, ভক্তিই আমাকে ভক্তের অধীন করিয়া লয়। তোমাকে অধিক আর কি বলিব সখে! ভক্ত যেমন আমা ভিন্ন আর কিছুই জানে না, আমিও সেইরূপ আমার ভক্ত ভিন্ন আর কিছুই জানি না।

আমার ভক্তির মহিমা তোমাকে আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

৯।৩০-৩১

কামক্রোধাদিদ্বারা দুষিতান্তঃকরণ অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি দেবতান্তরে ভক্তি না করিয়া আমারই ভজন করে, তাহা হইলে তাহাকেও সাধু বা ভক্ত বলিয়াই জানিতে হইবে। আমার আজ্ঞাই এই বিধিবাক্যের প্রমাণ বলিয়া জানিও। সেই ব্যক্তির অসাধুত্ব কখনও দেখিবে না, দেখিলে প্রত্যবায়ভাগী হইবে। "দুস্ত্যজ স্বপাপহেতু আমি নরক বা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইব, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভজন কখনও পরিত্যাগ করিব না—একমাত্র কৃষ্ণভজনেই আমি কৃতার্থ হইব" এই অতি সমীচীন অধ্যবসায়হেতুই সে সাধুপদবাচ্য হইয়া থাকে। এই শোভন অধ্যবসায় হেতুই সে ব্যক্তি শীঘ্রই সকল দুরাচার পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায়, এবং কামক্রোধাদি হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতিলাভ করিয়া আমাতে নিষ্ঠারূপ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, প্রাণনাশেও তাহার অধঃপতন হয়

না। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে কুতর্ককর্কশবাদিগণের সভায় যাইয়া বাহু উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক পটহাদি মহাঘোষ সহকারে আমার হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আইস।

আমার ভক্তি যে আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে পবিত্র করে তাহা আশ্চর্য্য নহে, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছাদি পাপজাতি যাহারা স্বভাবতই দুরাচার, তাহাদিগকেও সংসারমুক্ত করিয়া আমার ভক্তি পরমা গতি দান করিয়া থাকে, স্ত্রীজাতি ও বৈশ্যশূদ্রাদির ত কথাই নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! এই অনিত্য ও দুঃখময় মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমার ভজন ভিন্ন তোমার আর কিছুই করিবার নাই। আমার শ্রেষ্ঠ ভজনপ্রকার তোমাকে বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯।৩৪

তোমার মন আমাতেই সমর্পণ কর, তোমার দেহেন্দ্রিয়াদিদ্বারা আমারই সেবা কর, সর্ব্বদা আমারই পূজা কর, এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণ প্রভৃতি আমাতে বিনিয়োগ করিতে পারিলেই তুমি পরমানন্দস্বরূপ আমাকে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। আমার এই ভক্তিই রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য নামে প্রসিদ্ধা—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ৯।২

আমার এই ভক্তিই রাজবিদ্যা, অর্থাৎ সকল উপাসনা হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠফলপ্রদা। এই ভক্তিই সর্ব্বোত্তম পাবন, কারণ এই ভক্তিই চিত্তশুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা না করিয়া অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিত স্থূল ও সূক্ষ্মাত্মক সর্ব্ববিধ পাপকেই অবিদ্যারূপ মূলের সহিত সদ্যঃ উচ্ছেদ করিয়া দেয়। এই ভক্তিই প্রত্যক্ষফলপ্রদ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানব্যতিরেকেও বেদোক্ত-

সর্ব্বধর্ম্মফলপ্রদ। আমার এই ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াসসাধ্য এবং ইহার ফল অক্ষয়। আমার এই ভক্তিই রাজগুহ্য, কারণ ইহা অতিরহস্যময় গুণাতীত বস্তু—আমারই চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ।

একমাত্র যাঁহাদের সাধুসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হয়, তাঁহারাই আমার কৃপায় এই শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। তাহার কারণ এই যে—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

১০।৯-১০

আমার অনন্যভক্তগণ আমার রূপ নাম গুণ ও লীলার মাধুর্য্যাস্বাদনে লুব্ধমনা ও আমাব্যতিরেকে প্রাণধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ্যের সহিত ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারাদি বুঝাইয়া ও বুঝিয়া থাকেন, এবং নিরন্তর আমার মহামধুর রূপ গুণ ও লীলার স্মরণ শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি-দ্বারা মহানন্দে কালাতিপাত করেন। এইরূপে যাঁহারা আমার সহিত নিত্য-সংযোগাকাঙ্ক্ষায় প্রীতিপূর্ব্বক নিরন্তর আমার ভজন করেন, আমিই তাঁহাদের হৃদ্‌বৃত্তিতে সেইরূপ এক বুদ্ধিযোগ প্রেরণ করি—যদ্দ্বারা আমাতে প্রেমলাভ পূর্ব্বক তাঁহারা আমার পরমানন্দধাম-সহ আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমিও এই ভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ কর—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ১২।৮

তুমি মনে আমার এই শ্যামসুন্দর পীতাম্বর বনমালিমূর্ত্তির স্মরণ কর এবং বিবেকবতী বুদ্ধিদ্বারা ধ্যানপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যানুশীলনরূপ মনন

কর। এই স্মরণ ও মননের ফলেই তুমি নিশ্চয় আমার সমীপে নিবাস প্রাপ্ত হইবে।

এই সাক্ষাৎ স্মরণ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীমদর্জ্জুনের উপলক্ষে সাধারণ সাধকের জন্য বলিয়াছেন—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১২।৯-১১

অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎ স্মরণ ও মননে অসমর্থ হইলে, অভ্যাসযোগ দ্বারা কুৎসিত প্রাকৃত রূপরসাদি হইতে তোমার মনকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার পূর্ব্বক আমার মধুর রূপরসাদিতেই স্থাপন করিবে.

সখে! পিত্তদূষিত রসনা যেমন মিছরি আস্বাদন করিতে চাহে না, সেইরূপ তোমার অবিদ্যাদূষিত মনও যদি আমার মধুর রূপাদি গ্রহণ করিতে না চাহে, তাহা হইলে আমার কর্ম্ম অর্থাৎ আমার শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দন, অর্চ্চন, মন্দিরমার্জ্জন ও পুষ্পচয়ন প্রভৃতি সেবা দ্বারা আমার স্মরণব্যতিরেকেও তুমি প্রেমলাভপূর্ব্বক আমার পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ অপরাধহেতু ইহাতেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত মদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগেরই তোমাকে অগত্যা আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

মায়াবদ্ধ মনুষ্যের অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সাধুসঙ্গ লাভ হইলেই ভক্তিযোগ আশ্রয়ের অধিকার লাভ হয় এবং সাধুনিন্দাদি অপরাধ না থাকিলেই ভক্তিসাধনে অচিরাৎ সিদ্ধিলাভ হয়। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের আশ্রয় লাভ একমাত্র শুদ্ধভক্ত ও ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। শুদ্ধভক্তের

কৃপালাভ মায়াবদ্ধ মনুষ্যের পক্ষে অতি দুর্লভতম। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণবশী-কারিণী নির্গুণা বিশুদ্ধা ভক্তি ত্রিজগদনর্ঘ্যা। এই বিশুদ্ধা বা কেবলা ভক্তিকেই সর্ব্বগুহ্যতম তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাশাস্ত্রের উপসংহারে স্বপ্রিয়সখ শ্রীমদর্জ্জুনকে অতিগম্ভীরার্থ সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সার উপদেশ প্রদান করিতে বলিয়াছেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ ১৮।৬৪-৬৬

হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট প্রথমে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগরূপ গুহ্যতত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছি এবং তোমাকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমিশ্রা ভক্তিরূপ গুহ্যতর তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছি। পশ্চাৎ বিশুদ্ধভক্তিযোগরূপ গুহ্যতম তত্ত্বের উপদেশও তোমাকে দিয়াছি। অধুনা উপসংহারে পুনরায় তোমাকে সেই সর্ব্বগুহ্যতম তত্ত্বই উপদেশ করিব, কারণ তুমি আমার অতিশয় প্রিয় ও সখা—সখা ভিন্ন অতিরহস্য তত্ত্ব কেহ কাহাকেও কহে না।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার ভক্ত হইয়াই আমাকে চিন্তা কর, জ্ঞানী কিম্বা যোগী হইয়া আমার ধ্যান করিও না। আমার সর্ব্বমনোহর এই শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতেই তোমার মন সমর্পণ কর। অথবা তোমার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে আমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, আমার বিগ্রহ দর্শন ও আমার মন্দির মার্জ্জন প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়করণক মদ্ভজনে নিযুক্ত কর। অথবা তুমি গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি-দানরূপ আমার পূজা কর। অথবা ভূমিপতিত

হইয়া অষ্টাঙ্গে বা পঞ্চাঙ্গে আমার প্রণাম কর। আমার চিন্তন, সেবন, পূজন ও প্রণাম—বিশুদ্ধা ভক্তির এই চতুর্ব্বিধ সাধনাঙ্গের সমুচ্চয়ে কিম্বা ইহার একটিরও সম্যক্ অনুষ্ঠানের ফলে তুমি নিশ্চয়ই আমার নিত্যধামে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি শপথ করিয়াই তোমাকে এই কথা বলিতেছি জানিও। তুমি আমার প্রিয়, প্রিয়সখাকে কেহ কখন বঞ্চনা করে না।

হে অর্জ্জুন! এই বিশুদ্ধা ভক্তিতে তোমার অনধিকারহেতু আমি তোমাকে প্রথমে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেই উপদেশ করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মই তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্য পালনীয় ও তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভই তোমার একান্ত প্রয়োজনীয়; ইহার কারণ এই যে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র উপস্থিত হইয়াও চিত্তশুদ্ধির অভাববশতঃ, স্বজনবন্ধুগণের প্রতি মমতাই তোমাকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাসরূপ ভয়াবহ পরধর্ম্ম অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সখে! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সৃষ্টি আমি কেন করিয়াছি, এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি? এই নিষ্কাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিপথে অবিচলিত থাকিয়া তুমি এক্ষণে তোমার স্বধর্ম্ম যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হও—ফল আমাকেই সমর্পণ করিও। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর তোমার চিত্ত যদি শুদ্ধ হইয়া বৈরাগ্য লাভ করে, তখন তুমি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিও। আমিও তখন তোমার অশ্বরশ্মি ত্যাগ করিয়া কমণ্ডলু বহন করিব।

সে যাহা হউক্, সখে! আমি কিন্তু এক্ষণে তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-ফলপ্রদা বিশুদ্ধা ভক্তিতেই অধিকার দিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয় সখা। আমারই নিয়মে বিশুদ্ধা ভক্তি একমাত্র শুদ্ধভক্তকৃপালভ্যা ও সুদুর্লভা হইলেও, আমার ইচ্ছায় সে নিয়মের ব্যতিক্রমও হইতে পারে। শাস্ত্ররূপ

আমারই ব্যবস্থায় কেবল নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেই তোমার অধিকার হইলেও, সাক্ষাৎ আমার আজ্ঞায় তুমি তাহা ত্যাগ করিয়া এই অনন্যা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমিই তোমাকে স্বধর্ম্মত্যাগহেতু সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। নিষ্কাম কর্ম্মযোগানুষ্ঠান ব্যতীতও তোমার চিত্তশুদ্ধি অনায়াসে কখন্ সিদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা তুমি জানিতেও পারিবে না।

কিন্তু সখে! আপাততঃ তুমি তোমার এই সশর গাণ্ডীব পুনরুত্তোলন পূর্ব্বক তোমার ঐ স্বজনরূপী শত্রুগণের প্রাণসংহার কর। তুমি জানিও আমিই উহাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছি,—তুমি নিমিত্তমাত্র হইবে।

এই অনন্তপার ও অতিগম্ভীরার্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রোক্ত সকল সাধনেরই সমন্বয়পূর্ব্বক একমাত্র ভক্তিযোগেই পর্য্যবসিত করিয়া মায়াবদ্ধ জগজ্জীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবদুপদিষ্ট সাধনসমূহ ও তত্তৎপ্রসঙ্গে মায়াবদ্ধ মনুষ্যের মনোজয় বা চিত্তশুদ্ধিসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ যথামতি আলোচনা করিলাম। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ মায়াবদ্ধ মনুষ্যের মনোজয় সম্বন্ধে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহারই অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিপ্রধান শাস্ত্রসমূহের শিরোমণিস্থানীয় এবং শ্রীভগবানেরই প্রতিনিধি-স্বরূপে সর্ব্ববৈষ্ণবসম্প্রদায়কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র পূজিত। বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র প্রামাণিক শাস্ত্র। বিশুদ্ধা ভক্তিই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য হইলেও শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবের নিকট নিষ্কামকর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ এবং কর্ম্ম জ্ঞান

ও যোগমিশ্রা ভক্তিও বর্ণনা করিয়াছেন। বিশুদ্ধা ভক্তি ব্যতিরেকে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবান্ অশেষ প্রকারে চিত্তশুদ্ধির বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ অতিপ্রাঞ্জল ভাষায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-সাধনের অধিকারাদি সকল রহস্য সম্যক্ উদ্ঘাটনপূর্ব্বক শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

(১) যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

১১।২০।৬

হে উদ্ধব! মায়াবদ্ধ মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগের অধিকার ও অবস্থাভেদে আমিই বেদরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত তাহার উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। অষ্টাঙ্গ-যোগ জ্ঞানযোগেরই অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে।

(২) নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥ ১১।২০।৭

কর্ম্মমাত্রেই দুঃখবুদ্ধিহেতু এবং কর্ম্মফলে বিরক্তিলাভপূর্ব্বক যাঁহারা গৃহকুটুম্বাদিতে অনাসক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগই শ্রেয়ঃ। আর দেহ-গৃহ-কলত্রাদিতে অত্যাসক্তিবশতঃ গৃহাশ্রমকর্ম্মে যাহাদের দুঃখ-বুদ্ধি নাই, তাহাদের পক্ষে চিত্তশুদ্ধিকর নিষ্কাম কর্ম্মযোগই আশ্রয়ণীয়।

(৩) যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

১১।২০।৮

কিন্তু উদ্ধব! যে অত্যল্পসংখ্যক মনুষ্য কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সাধুসঙ্গহেতু আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধালাভ করেন, তাঁহাদিগকেই তুমি

ভক্তিযোগের অধিকারী বলিয়া জানিবে। অনাদি অবিদ্যাই মনুষ্যের দেহগৃহকলত্রাদিতে অত্যাসক্তির কারণ, এবং সাধুকৃপাবলে দেহগৃহাদিতে অত্যাসক্তিরহিত হইলেও যাঁহারা সম্পূর্ণ বৈরাগ্যবান্ নহেন, তাঁহারাই ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করেন। অত্যাসক্ত ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম্মযোগেই অধিকার এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্যবানের জ্ঞানযোগেই অধিকার জানিবে।

(৪) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ১১।২০।৯

মায়াবদ্ধ মনুষ্যমাত্রই দেহগৃহকলত্রাদি বিষয়ে অত্যাসক্ত হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি নিষ্কাম কর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যতদিন ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ব বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্যোদয় না হয়, ততদিন নিষ্কাম কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। বৈরাগ্যলাভ হইলেই জ্ঞানযোগে অধিকার লাভ হয় এবং তখন কর্ম্মানুষ্ঠানের আর প্রয়োজন থাকে না। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত মনুষ্য নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যদি আকস্মিক সাধুকৃপারূপ সৌভাগ্য লাভ হেতু আমার কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা লাভ করে এবং তাহার সেই শ্রদ্ধা "একমাত্র আমার কথাশ্রবণাদিদ্বারাই কৃতার্থ হইবে" এইরূপ দৃঢ়া ও আত্যন্তিকী হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ ভক্তিযোগেই তাহার অধিকার হইয়াছে জানিবে। এইরূপ দৃঢ়া শ্রদ্ধা লাভের পূর্ব্বে নিষ্কাম কর্ম্মই তাহার অবশ্য পালনীয় এবং সেই শ্রদ্ধা লাভের পর কর্ম্মের আর প্রয়োজন থাকে না, একমাত্র ভক্তি অনুষ্ঠানের ফলে তাহার চিত্ত স্বতই শুদ্ধ হইয়া যায়।

(৫) অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ ১১।২০।১১

হে উদ্ধব! এই মর্ত্ত্যলোকের মনুষ্যই স্বস্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক

শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যদি সৌভাগ্যবলে শুদ্ধভক্তসঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে সে কেবলা ভক্তি ও তৎফল প্রেম লাভ করে ; এবং যদি কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ সাধুর সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তিদ্বারা অন্ততঃ শান্তরতিও লাভ করিয়া থাকে।

যাহাদের কোনও সাধুসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য না হওয়ায় ভক্তিযোগে অধিকার হয় না, তাহারা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে জ্ঞানযোগে অধিকার লাভ করে।

জ্ঞানযোগে মনোজয় ও মনোনিরোধের সুপ্রসিদ্ধ সাধনপ্রণালী শ্রীভগবান্ অতি বিশদভাবে বর্ণনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

যদারম্ভেষু নির্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥ ১১।২০।১৮

অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, যখন সকাম কর্ম্মমাত্রেই দুঃখদর্শনহেতু উদ্বিগ্নতা ও তৎফল দেহগৃহকলত্রাদি বিষয়ে বিরক্তির উদয় হইবে, তখন সাধক তাঁহার বাহেন্দ্রিয়গ্রাম সংযমনপূর্ব্বক যমনিয়মাদি অভ্যাসদ্বারা আমাতেই নিশ্চলভাবে মনের ধারণা করিতে অভ্যাস করিবেন।

প্রথম হইতেই মনের এই অত্যন্ত ধারণা সম্ভবপর নহে, অধিকন্তু বলবৎ কামাদির বেগ সহসা ধারণ করিতে যাইলে, সেই বেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া বহু অনর্থেরই উৎপাদন করিয়া থাকে। তদবস্থায় মনের এই ধারণাসিদ্ধির একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেনাত্মবশং নয়েৎ॥ ১১।২০।১৯

অতিশয় যত্নসহকারে আমাতে মনের ধারণাভ্যাসকালেও যদি চাঞ্চল্য-নিবন্ধন মন বিষয়ান্তরের প্রতি ধাবিত হইয়া অপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে

অতিশয় সাবধানের সহিত মনের স্বভাবানুসরণ পূর্ব্বকই তাহাকে বশীভূত করিতে হইবে। অর্থাৎ বলপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহার নিরোধার্থে প্রয়াস করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু অতিশয় সাবধানের সহিত তাহার অনুকূল কিঞ্চিৎ অপেক্ষাপূরণদ্বারাই ক্রমশঃ তাহাকে নিজের বশীভূত করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ মনোজয়ের এই প্রথাকেই অনুরোধমার্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এতদুপায়সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ॥ ১১।২০।২০

অর্থাৎ মনের স্বাভাবিক গতিকে কদাপি উপেক্ষা করিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা যম নিয়ম ও প্রাণায়ামাদিদ্বারা ইন্দ্রিয় ও প্রাণ জয়পূর্ব্বক সাত্ত্বিক-বুদ্ধিবলে মনোগতি স্তম্ভন করিয়া আমাকেই মনের একমাত্র লক্ষ্য করিবে।

শ্রীভগবান্ এই অনুরোধমার্গের মনোজয় সুদৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া ইহার প্রশংসাপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।

হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্দান্তস্যার্ব্বতো মুহুঃ॥ ১১।২০।১১

অর্থাৎ কিঞ্চিদপেক্ষাপূরণরূপ অনুবৃত্তিমার্গের দ্বারা দুর্দ্দমনীয় মনের এই বশীকরণকেই শাস্ত্রকারগণ পরম যোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন দুর্দ্দান্ত অশ্বকে বশীভূত করিতে হইলে, অশ্বারোহী অশ্বের রশ্মিধারণ-পূর্ব্বক তাহাকে তাহার ইচ্ছানুরূপ পথে কিয়দ্দূর যাইতে দেন সত্য, কিন্তু প্রতিক্ষণেই রশ্মি সংযত রাখিয়া তাহাকে নিজের ঈপ্সিত পথ জানাইয়া দেন, এবং এই কিঞ্চিদনুবৃত্তিরূপ উপায়দ্বারাই ক্রমশঃ তাহাকে স্ববশীভূত করেন। সেইরূপ এই দুর্দ্দান্ত মনকেও বশীভূত করিতে হইলে সাধককে প্রথমে মনের কিঞ্চিৎ অপেক্ষাপূরণরূপ অনুবৃত্তিমার্গই অবলম্বন করিতে

হইবে। মনের এই অপেক্ষাপূরণও সুচতুর অশ্বারোহীর ন্যায় অতি সাবধানতার সহিতই করিতে হইবে, কদাপি তাহার উপেক্ষা কর্ত্তব্য নহে।

অতঃপর শ্রীভগবান্ এই উপায়দ্বারা ঈষদ্বশীকৃত মনকে স্বচরণে অত্যন্ত নিশ্চল করিবার জন্য উপায়ান্তর উপদেশ করিয়াছেন—

সাঙ্খ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি ॥ ১১।২০।২২

অর্থাৎ তত্ত্ববিবেকদ্বারা দেহগৃহ প্রভৃতি পার্থিব সকল বস্তুর অনুলোমে প্রকৃত্যাদিক্রমে উৎপত্তি এবং প্রতিলোমে পৃথিব্যাদিক্রমে লয়ের নিরন্তর চিন্তার ফলে মন সত্বর নিশ্চল হইয়া যায়।

শ্রীভগবান্ জ্ঞানমার্গের মনোজয়-প্রণালীর উপসংহারে বলিয়াছেন—

নির্ব্বিণ্ণস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া ॥
যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।
মমার্চ্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ ॥ ১১।২০।২৪

হে উদ্ধব! সহস্র উপায়দ্বারাও সাধারণতঃ মন বিষয়াকারতা ত্যাগ করিতে চাহে না সত্য, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে যাঁহারা নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই গুরূপদিষ্ট অর্থের নিরন্তর আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ চিন্তার ফলে মনের এই দেহাদ্যভিমানরূপ দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান, কিম্বা আত্মতত্ত্ববিচাররূপ জ্ঞানানুশীলন, অথবা আমার অর্চ্চনধ্যানাদি ভক্তির অনুষ্ঠান—এই ত্রিবিধ উপায়েই মন পরমাত্মস্বরূপ আমার ধ্যানযোগ্য হইয়া আমাতেই নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, এতদ্ব্যতীত মনের নৈশ্চল্য সাধনের অন্য কোনও উপায় নাই।

সপ্তম প্রবন্ধ

-*-

শ্রীভাগবতোক্ত জ্ঞানমিশ্র ভক্তিসাধনে মনোজয়

আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেছি যে, জ্ঞান ও যোগমার্গে যথা-শাস্ত্র বর্ণাশ্রমাদি কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে মায়াবদ্ধ বহির্ম্মুখ মনুষ্যের চিত্ত কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগের যোগ্যতা লাভ করে এবং বহু জন্মের অভ্যাসের ফলে জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগে চিত্ত সম্যক্ শুদ্ধ হইলেই, জ্ঞানী ও যোগী, জ্ঞান ও যোগফল নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, জ্ঞানী ও যোগীর এই চিত্তশুদ্ধি জ্ঞান ও যোগাঙ্গভূত ভগবদ্ভজনসাপেক্ষ এবং ভক্তি ব্যতিরেকে চিত্তের অনন্ত-জন্মার্জ্জিত কামনা-বাসনাদির সংস্কার কখনও নষ্ট হয় না।

আমরা ইহাও আলোচনা করিয়াছি যে, যথাসাধ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সাধুসঙ্গলাভ ঘটিলেই মনুষ্যের ভক্তিযোগ আশ্রয়ের অধিকার লাভ হয়; এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-মিশ্র ভক্তিমার্গে অধিকার লাভ হইলে, কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগীর ন্যায় চিত্ত-শুদ্ধির জন্য বহু জন্মের বহু কঠোর প্রয়াস আবশ্যক না হইলেও, চিত্তশুদ্ধির জন্য শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তি প্রভৃতি পৃথক্ সাধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যবলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ হেতু শুদ্ধভক্তিসাধনে অধিকার লাভ হইলে, চিত্তশুদ্ধি সেই সাধনেরই আনুষঙ্গিক ফলরূপে আপনিই অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া যায়, তজ্জন্য শুদ্ধভক্তের পৃথক্ প্রয়াস বা সাধনের আবশ্যকতাই হয় না—চিত্তশুদ্ধির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাতও করিতে হয় না।

ভক্তিসাধনের অপ্রাধান্য হেতুই কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমার্গে সাধকের চিত্তশুদ্ধি দুর্লভ বলিয়া মনে হয়। মিশ্রা ভক্তি সাধনে ভক্তির প্রাধান্য থাকিলেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের মিশ্রণহেতু শুদ্ধ-ভক্তি-সাধনের ন্যায় চিত্ত-শুদ্ধি অনায়াসলব্ধ নহে।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমার্গের চিত্তশুদ্ধি কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর নিকট প্রথমে পুরুষ-প্রযত্নসাধ্য বলিয়া মনে হয় বলিয়াই তাহা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। নিজের পুরুষকার বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণীভূত ভক্তিপথ অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধির জন্য শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হইলেই তাঁহারা অবশেষে চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন। যতদিন তাঁহাদের এই শরণাপত্তির উদয় না হয়, ততদিনই চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহাদের বৃথা প্রযত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়।

জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্রসমূহ জ্ঞানসাধনের প্রারম্ভে, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে সাধককে প্রথমেই চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয়ের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইতে বলিয়াছেন। মুক্তিকোপনিষৎ সেই অত্যাবশ্যক অধ্যবসায়ের লক্ষণ বলিয়াছেন—

হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ।
অঙ্গানঙ্গৈঃ সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনঃ॥

অর্থাৎ মনোজয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যতক্ষণ সফল না হইবে, ততক্ষণ এক হস্তদ্বারা অপর হস্তকে দৃঢ় রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পীড়ন করিবে, দন্ত সকল দ্বারা অপর দন্তসকলকে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিবে এবং অঙ্গসকল দ্বারা অপর অঙ্গসকলকে আক্রমণ করিবে।

উপনিষৎ এই যে উদ্দাম অধ্যবসায়ের উপদেশ করিতেছেন, তাহাও জ্ঞানাঙ্গ ভক্তিসাধন ব্যতিরেকে স্থূলতুষাবঘাতের ন্যায় বৃথা পরিশ্রমেই পরিণত হইয়া থাকে।

শুদ্ধ ভক্তিমার্গের চিত্তশুদ্ধি অনায়াসে, অননুসন্ধানে ও অবান্তরফলরূপে

লব্ধ হয় বলিয়াই শুদ্ধা-ভক্তির বর্ণনপ্রসঙ্গে শাস্ত্র চিত্তশুদ্ধি বা মনোজয়ের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও মিশ্রাভক্তির প্রসঙ্গেই শাস্ত্র মনুষ্যের মনের অসীম প্রভাব ও দুর্দ্দমনীয়তা এবং মনোজয়ের অশেষ প্রকার প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শুদ্ধ ভক্তিসাধনের অবিচিন্ত্য মাহাত্ম্য ও রহস্য বহির্ম্মুখ জনের নিকট গোপন করিয়াই জ্ঞানমিশ্র ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন—

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ পশ্চিম দিকে অবস্থিত বস্তু পূর্ব্বদিকে অন্বেষণ করিলে যেমন পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির কৃষ্ণাবেশ সুদূরপরাহতই হইয়া থাকে।

জ্ঞানমিশ্র ভক্তিসাধনে চিত্তশুদ্ধির প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য থাকে বলিয়া চিত্তের বিষয়াভিনিবেশ বুদ্ধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস করাইবার জন্য শাস্ত্র ঐ কথা বলিয়াছেন।

জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র সাধককে বিষয়ভোগবিরতি অভ্যাস করাইবার জন্য বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥

৯।১৯।১৪

অর্থাৎ ঘৃত নিক্ষেপে অগ্নি যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, কামোপভোগদ্বারা চিত্তের কাম-ভোগবাসনাও সেইরূপ নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াই থাকে।

বস্তুতঃ ভক্তিসাধন আশ্রয় ব্যতিরেকে চিত্তের বিষয়ভোগবাসনা সুমহান্ প্রয়াস সত্ত্বেও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ নিজেও জ্ঞানযোগ উপদেশ দিতে মনোজয়েরই উপদেশ দিয়াছেন—

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত॥ ১০।৪৭।২৯

অর্থাৎ প্রবুদ্ধ ব্যক্তি যেমন স্বপ্নদৃষ্ট অলীক বিষয়সমূহ মনে চিন্তা করিয়া সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে, সেইরূপ জাগ্রতকালেও মিথ্যাভূত বিষয়সমূহের অনুশীলনে যে মনের দ্বারা জীব সেই সেই অবস্থায় পরিণতের ন্যায় প্রতীত হয়, সর্ব্বাগ্রে সেই মনকে অতি সাবধানে নিরুদ্ধ করাই প্রয়োজন।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ বর্ণনপ্রসঙ্গে স্বীয় জননীকে মনোজয়েরই প্রকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥
অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্॥
যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে॥
এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ॥

৩।২৭।২৬

অর্থাৎ স্বপ্নে স্বীয় মস্তকচ্ছেদনাদি বিবিধ অনর্থের অনুভব মিথ্যা হইলেও যেমন নিদ্রাভঙ্গ ব্যতীত কখনই নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় জন্ম মরণাদি বিবিধ অনর্থসঙ্কুল সংসারপ্রবাহ স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হইলেও আত্ম-জ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে কখনই নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে চিত্ত আসক্ত হয়, তাহাতে আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব

তীব্র বৈরাগ্য ও ভক্তিযোগ দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ ভোক্তৃত্বাভিমান ও বিষয় ধ্যান পরিহার করিয়া দুর্জ্জয় মনেরই জয় সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।

নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির পক্ষেই স্বপ্ন নানাপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করে, কিন্তু জাগ্রত হইলে তাহা আর মোহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ বহির্ম্মুখ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধেই যে মায়া বিবিধ অনর্থপ্রদা বলিয়া প্রসিদ্ধা, সেই মায়া যে তত্ত্বজ্ঞ ও আত্মারাম ব্যক্তি আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভে চির নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর কোনও অনিষ্টোৎপাদন করে না।

শ্রীকবি মহাশয় জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ উপদেশ করিতে নিমিরাজকেও সেই কথা বলিয়াছেন—

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎকর্ম্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥

১১।২।৩৬

হে রাজন্! স্রকচন্দনবনিতাদি ভোগ-প্রপঞ্চ স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায়ই অবাস্তব ও মনোবিলাস মাত্র, এবং বিষয়াসক্ত মনের আসক্তি অনুসারেই তত্তদ্রূপে প্রতিপন্ন হয়। মনই আসক্তি অনুসারে সঙ্কল্প ও বিকল্পদ্বারা বিবিধ কর্ম্ম উৎপাদন করিয়া জন্মমরণাদিলক্ষণ সংসার-মহাদুঃখ সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব সেই মনের নিরোধই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, নতুবা ভয়ের হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি নাই। শ্রীভগবৎকৃপা ব্যতিরেকে মনোজয়ের অত্যন্ত অশক্যতা আশঙ্কা করিয়াই পরশ্লোকে শ্রীকবি মহাশয় গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিযাজনকেই মনোজয়ের সুগম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ উপদেশ দিতে শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকেও বলিয়াছেন—

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে॥
যো বৈ বাঙ্‌মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপোদানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ॥
তস্মান্মনোবচঃ প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥ ১১।১৬।৪৩

হে উদ্ধব! তুমি বাক্য সংযম কর, মনঃ সংযম কর, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংযম কর, এবং বুদ্ধিদ্বারা তোমার বুদ্ধিরও সংযম কর। ইহা করিতে পারিলেই তোমাকে আর সংসার-পথে ভ্রমণ করিতে হইবে না।

যে যতি বুদ্ধিদ্বারা মন ও বাক্য প্রভৃতিকে সংযত করিতে পারে না, তাহার ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত, তপস্যা ও দানাদি পুণ্য কর্ম্ম, আমঘটস্থ সলিলের ন্যায়, তাহার অজ্ঞাতসারে নিঃসৃত হইয়া যায়।

অতএব হে উদ্ধব! তুমি মৎপরায়ণ হইয়া মদ্ভক্তিযুক্তা বুদ্ধিদ্বারা নিজের বাক্য মন ও প্রাণ সংযত করিয়া চিরকালের জন্য কৃতকৃত্য হও।

জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগবর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবের নিকট হংসোপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া চিত্ত ও বিষয়ের পরস্পর বিশ্লেষস্বরূপ চিত্তশুদ্ধির বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। উপাখ্যানটি এই যে, একদা শ্রীসনকাদি ঋষিগণ পিতা ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ॥ ১১।১৩।১৭

হে প্রভো! রাগাদির বশবর্ত্তী হইয়া চিত্ত স্বভাবতঃ বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় এবং বিষয়ও বাসনারূপে চিত্তমধ্যে প্রবেশ করে, ইহা সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট

হয়। অতএব যাঁহারা এই সংসার-জলধি অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তাদৃশ মুমুক্ষুগণের এই চিত্ত ও বিষয়ের পরস্পর বিশ্লেষ কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা আপনি আজ্ঞা করুন।

কর্ম্মবিক্ষিপ্তচিত্ত ভূতভাবন ব্রহ্মা এই প্রশ্নের উত্তর নিরূপণে অসমর্থ হইয়া শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিলে, শ্রীভগবান্ হংসরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছিলেন। হংসই যেরূপ জল হইতে দুগ্ধকে পৃথক্ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীভগবানই বিষয় হইতে চিত্তকে পৃথক্ করিয়া দিতে সমর্থ। শ্রীভগবান্ হংসরূপে বলিয়াছিলেন—

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥
গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ॥ ১১।১৩।২৫

হে পুত্রগণ! বিষয়ে চিত্ত আসক্ত হয় এবং চিত্তে বিষয়বাসনা প্রবেশ করে, সত্য। কিন্তু বিষয় দ্বারা সংগ্রথিত চিত্ত মদংশভূত জীবের উপাধি-ভূত দেহ মাত্র, এবং তাহা তাহার স্বরূপ নহে। অতএব চিত্ত ও বিষয়ের পরস্পর সংত্যাগ নিমিত্ত আগ্রহ মাত্রই নিষ্প্রয়োজন। বিষয় ও চিত্ত অনর্থকর বলিয়া জানিয়া উভয়কেই দূরে পরিহার করিয়া নির্দ্বন্দ্ব হওয়াই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সংত্যাগ অতি দুর্ঘট। অনাদি কাল হইতে নিরন্তর বিষয় সেবার দৃঢ় সংস্কার হেতু চিত্ত বিষয়েই আবিষ্ট হইয়া আছে, কিরূপে চিত্ত বিষয়ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? বিষয়সকলও পুনঃ পুনঃ ভোগহেতু বাসনারূপে চিত্তে প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, বিষয়ও কিরূপে চিত্তত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে?

হে পুত্রগণ! জ্ঞানিগণের পক্ষেই চিত্ত ও বিষয় উভয়ের পরস্পর ত্যজনপ্রয়াস নিষ্প্রয়োজন, কারণ চিত্ত ও বিষয় উভয়েই তাঁহাদের প্রয়োজন

নাই। অতএব তাঁহারাই মদভেদভাবনার আবেশে তন্ময় হইয়া, বিষয় ও চিত্ত উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে আমার সেবাই পরম পুরুষার্থ, তাঁহাদের চিত্ত আমার রূপ গুণ ও লীলারসেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। আমার রূপ গুণ ও লীলারসে নিমগ্ন চিত্ত হইতে বিষয় সকল স্বতঃই অপসারিত হইয়া যায়। অতএব কেবল ভক্তিপথেই চিত্ত ও বিষয়ের পরস্পর সংত্যাগ দুর্ঘট নহে, অধিকন্তু ভক্তের বিনাপ্রয়াসে ও অজ্ঞাতসারেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ বর্ণনপ্রসঙ্গেই শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্॥ ১১।১৪।২৭

বিষয়চিন্তার ফলে চিত্ত বিবিধ বিষয়েই বিশিষ্টরূপে আসক্ত হইয়া সংসার জালে জড়িত হয়, কিন্তু নিরন্তর আমার চিন্তার ফলে চিত্ত একমাত্র আমার মাধুর্য্যসিন্ধুতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। অতএব হে উদ্ধব! অলীক স্বপ্ন ও কল্পনার ন্যায় মায়াময় ও মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার ভজনদ্বারা শোধিত চিত্ত তুমি আমাতেই সুস্থির কর।

পূজ্যপাদ টীকাকারগণ এই শ্লোকের বিষয়পদের বহুবচন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিষয়চিন্তার ফলে চিত্ত বহু বিষয়েই অবরুদ্ধ হইয়া যায়—কারণ, বিষয়ে সুখাভাবহেতু চিত্ত একটির পর আর একটি বিষয় ধরিতে চায় এবং বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অনুকূলবেদনরূপ সুখাভাস প্রাপ্তিহেতু প্রতি বিষয়েই চিত্ত আসক্ত হয়; কিন্তু শ্রীভগবচ্চরণ চিন্তার ফলে চিত্ত একমাত্র পরমানন্দ ভগবন্মাধুর্য্যসিন্ধুতেই ডুবিয়া যায় এবং আর কিছুই চাহে না।

শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে জ্ঞানমিশ্র ভক্তিপথ উপদেশ করিতে ভিক্ষুগীত-প্রসঙ্গে মনুষ্যের মনের অসীম প্রভাব বর্ণন পূর্ব্বক মনোজয়ের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই উপাখ্যানটি এই যে, অবন্তীনগরের এক অর্থ-লোলুপ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধবয়সে বৈরাগ্যলাভ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। তিনি তদবস্থায় দুর্জ্জনগণকর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে নির্যাতিত হইয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন—

(১) নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু-
র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েৎ যৎ॥ ১১।২৩।৪২

অহো! এই জনসকল আমার দুঃখের কারণ নহে। কিম্বা দেবতা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল যে ইহাদিগের প্রেরক হইয়া আমাকে দুঃখ দিতেছে, তাহাও নহে। আমার আত্মাও দুঃখময় নহেন যে তাঁহারই স্বভাববশতঃ আমাকে এতাদৃশ দুঃখ অনুভব করিতে হইতেছে। অতএব আমার মনই কেবল আমার সকল দুঃখের কারণ—মনই আমাকে নিরন্তর সংসার-চক্রে বিঘূর্ণিত করিতেছে। শ্রুতিশাস্ত্রও বলিয়াছেন যে, মনই জীবের সকল দুঃখের কারণ, মনই জীবকে সংসারচক্রে পরিভ্রামিত করিয়া থাকে।

(২) মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়-
স্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি
তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি॥ ১১।২৩।৪৩

এই বলবান্ মনই দোষপূর্ণ কনককামিন্যাদি বিষয়ে রাগদ্বেষাদিবিশিষ্ট বৃত্তির সৃষ্টি করে ; এবং সেই সমস্ত বৃত্তি অনুসারেই পুণ্যপ্রদ সাত্ত্বিক কর্ম্ম, পাপবহ তামসিক কর্ম্ম এবং পুণ্যপাপমিশ্রিত রাজসিক কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া

থাকে। এই ত্রিবিধ কর্ম্মানুসারেই জীবের পুণ্যোৎপন্ন দেবযোনি, পাপোৎপন্ন পশ্বাদি যোনি এবং পাপপুণ্যের মিশ্রণে উৎপন্ন মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়া থাকে।

(৩) অনীশ আত্মা মনসা সমীহতা
হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্
জুষন্ নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ ॥ ১১।২৩।৪৪

যদি বলি যে সংসার মনের, আত্মার নহে, তাহাও নহে; কারণ মন জড়বস্তু, মনের সুখদুঃখানুভবের অভাবহেতু স্বর্গনরকাদি কিছুই নাই। জীবদেহমাত্রেই দ্বিবিধ আত্মা অবস্থিত—এক মনোলেপরহিত পরমাত্মা ও অপর মনোলেপযুক্ত জীবাত্মা। এই সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের নিয়ন্তৃরূপে যিনি জীবদেহে নিত্য বিরাজমান, তিনিই জীবের পরম হিতকারী স্বতন্ত্র-চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা। তিনি মনঃক্রিয়াসঙ্গরহিত এবং সর্ব্বজ্ঞদৃষ্টিতে কেবল সাক্ষিভাবে সমস্ত অবলোকন করেন। জীবাত্মা কিন্তু ঐ লিঙ্গশরীর-রূপ মনকে আত্মজ্ঞানে স্বীকার করিয়া মনের স্বরূপে আসক্ত হয় ও মনের গুণে আপনাকে গুণবান্ বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাহার ফলে বিষয়সম্ভোগে বদ্ধ হইয়া সংসারগ্রস্ত হইয়া থাকে। অতএব অবিদ্যাদ্বারা মনে অধ্যাসহেতুই জীবের সংসার, স্বরূপতঃ নহে।

(৪) দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥
১১।২৩।৪৫

অতএব সর্ব্বানর্থকারী এই মনের নিগ্রহেই সর্ব্বদা যত্ন করা আবশ্যক। মনোনিগ্রহ ব্যতিরেকে মনুষ্যের সর্ব্বকর্ম্মই ব্যর্থ, মনোনিগ্রহ করিতে

পারিলেই তাহার সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়। দান, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন, যম, নিয়ম, অধ্যয়ন, তীর্থপর্য্যটন, একাদশ্যাদি উৎকৃষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান এবং অন্য যে কোন কর্ম্ম শাস্ত্র উপদেশ করেন, সকলেরই শেষফল মনোনিগ্রহ, মনের নিগ্রহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ।

(৫) সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং
দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্য-
দ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ॥

১১।২৩।৪৬

যাহার মন বশীকৃত হইয়া প্রশান্ত হইয়াছে, তাহার দানাদিকর্ম্মের আর কি প্রয়োজন? কিন্তু যাহার অবশীকৃত মন লয়বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হয় নাই, তাহার দানাদি দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? অতএব সুধীগণের এক মনোনিগ্রহই অপেক্ষণীয়, আর কিছুই নহে।

(৬) মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ॥

১১।২৩।৪৭

মনোজয়েই সর্ব্বেন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ হয়, ইতরেন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত পৃথক্ প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। কারণ এই ইন্দ্রিয়গণ ও তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ মনেরই অধীন। এই মনোলক্ষণ-দেব যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর, কারণ ইনি বলিষ্ঠাদপি বলিষ্ঠ। অতএব যে ব্যক্তি এই মনকে বশবর্ত্তী করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা, তিনিই সমগ্র সংসারকে বশীভূত করেন এবং দেবগণেরও পূজার্হ হয়েন।

(৭) তং দুর্জ্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগ-

মরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।

কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রমত্র মর্ত্ত্যৈ-

র্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ॥ ১১।২৩।৪৭

সেই দুর্জ্জয় অসহ্যবেগ ও মর্ম্মবিদারক মনোরূপ শত্রুকে জয় না করিয়া যাহারা তাহার অধীনে অবস্থান করে, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিগণই সংসারে মরণ-ধর্ম্মশীল মানবের সহিত নানাপ্রকার মিথ্যা বিগ্রহাদি উৎপাদন পূর্ব্বক শত্রু মিত্র ও উদাসীনের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

(৮) দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা

মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।

এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ

দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি॥ ১১।২৩।৪৯

এইরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত জীব মনোনিষ্ঠ ভ্রান্তির অধীনেই স্বীয় দেহে অহং-জ্ঞান এবং স্ত্রী পুত্রাদিতে মমতা-জ্ঞান লাভপূর্ব্বক "এই আমি, এই ইনি অন্য" এইরূপ বলিয়া অন্ধের ন্যায় ঘোর অজ্ঞানপূর্ণ সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে।

এইরূপ বহুপ্রকার তত্ত্ববিচার করিতে করিতে বহুদিন পরে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের মনে তাঁহার পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিতা ও বিঘ্নস্থগিতা শুদ্ধা ভক্তি প্রাদুর্ভূ্তা হইলে, তিনি সন্ন্যাস ও দ্বন্দ্বসহনোপায়লক্ষণ বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চরণ-নিষেবন দ্বারা পরমানন্দামৃতসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য করিয়া-ছিলেন এবং সহর্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-

মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।

অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং

তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥ ১১।২৩।৫৭

অহো! এতাবৎকালের কঠোর জ্ঞানসাধনে আমি এই দেহ-দৈহিকাভিমান হইতে নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ জীবস্বরূপে ঈষৎ মাত্রই স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ এই কঠোর সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি অতঃপর মুকুন্দচরণ সেবা দ্বারাই এই দুরন্ত-পার ভীষণ সংসার-জলধি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিব, সন্দেহ নাই।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবের নিকট শ্রীঅবধূত-সম্বাদে মনুষ্যের মনস্তত্ত্ব ও মনের অচিন্ত্য প্রভাব সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীঅবধূত মহাশয় যদু মহারাজকে বলিয়াছেন—

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎ-সাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্॥

১১।৯।২৩

হে রাজন্! দেহধারী জীব স্নেহ, দ্বেষ বা ভয়হেতু নিজের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসংযোগে যে কোন বিষয়ে নিশ্চল ও একাগ্রভাবে ধারণ করিবার ফলে, সেই ধ্যেয় বিষয়েরই সমানরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলবান্ পেশস্কৃৎ নামক ভ্রমরবিশেষ অন্য কীটকে নিজের কুড্যাভ্যন্তরে নিরুদ্ধ করিলে, সেই দুর্ব্বল কীট ভয়হেতু নিরন্তর ঐ ভ্রমরের ধ্যানের ফলে দেহত্যাগ ব্যতিরেকেও ভ্রমররূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার সেই কীটদেহই ভ্রমর দেহে পরিণত হইয়া যায়। অতএব ধাতৃদেহের এই ধ্যেয়-তুল্যাকার প্রাপ্তি মনেরই অবিচিন্ত্য প্রভাব-বলে সংঘটিত হইয়া থাকে, এবং জড় বিষয় ধ্যানের ফলে বর্ত্তমান জড়দেহেরই যখন এইরূপ পরিণাম সম্ভবপর হয়, তখন সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণ ধ্যানের ফলে মনুষ্যের দেহান্তে যে সচ্চিদানন্দদেহ লাভ হইবে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। শ্রীভাগবতেই বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীধ্রুবাদির জড়দেহও ভগবচ্চরণধ্যানের ফলে সচ্চিদানন্দদেহে পরিণত হইয়াছে।

জ্ঞানমিশ্র ভক্তিসাধনেই মনস্তত্ত্ব সম্যক্ অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীগোপকুমার তপোলোকে উপস্থিত হইলে তল্লোকবাসী জ্ঞানিভক্ত শ্রীপিপ্পলায়ন ঋষি তাঁহাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির মাহাত্ম্য উপদেশ করিতে, মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য সম্যক্ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভক্তের ভগবদ্দর্শন একমাত্র মনোদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, চক্ষুর্দ্বারা নহে। তিনি বলিয়াছেন—

পরমাত্মা বাসুদেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
নিতান্তং শোধিতে চিত্তে স্ফুরত্যেষ ন চান্যতঃ॥
তদানীঞ্চ মনোবৃত্ত্যন্তরাভাবাৎ সুসিদ্ধতি।
চেতসা খলু যৎ সাক্ষাচ্চক্ষুষা দর্শনং হরেঃ॥ ২।২।৮৯

অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা পরমাত্মা বাসুদেব বিশুদ্ধসত্ত্ববিভাবিত চিত্তেই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন—অন্য পদার্থের স্ফুরণরূপ মল দূরীভূত হইয়া চিত্ত নিতান্ত শোধিত হইলে সেই চিত্তেই বাসুদেব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। চক্ষুরাদি অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার দর্শনলাভ হয় না, কারণ তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। পরব্রহ্মঘনস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ সেই বাসুদেবকে বাহেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায় না।

মনের দ্বারা যে কেবল ধ্যানই নিষ্পন্ন হয়, তাহা নহে। চক্ষুর্দ্বারা শ্রীহরির যে সাক্ষাৎ দর্শনের কথা শুনা যায়, তাহা কেবলমাত্র মনোদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। কারণ, চিত্তে ভগবৎস্ফূর্ত্তির সময়ে শ্রীভগবৎস্ফুরণরূপ বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিই থাকে না, অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্ফূর্ত্তিতে মনের অভিনিবেশকালে যখন মনে ভগবৎস্ফূর্ত্তি লাভ হয়, তখন মনোদ্বারাই ভগবদ্দর্শন করিতেছি, চক্ষুর্দ্বারা নহে, এই মনোবৃত্তির উদয়

হইতে পারে না, অথচ নেত্রযুগল দ্বারাই দর্শন করিলাম এই ধারণাই হইয়া থাকে; সুতরাং নেত্রের কর্ম্ম মনোদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। পরিচ্ছিন্ন চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ ও শ্রীঅঙ্গের লাবণ্যবিশেষের সম্যক্ গ্রহণও সম্ভবপর নহে, সুতরাং মনোদ্বারাই তদ্দর্শন সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

মনঃ সুখেঽন্তর্ভবতি সর্ব্বেন্দ্রিয়সুখং স্বতঃ।
তদ্বৃত্তিষ্বপি বাক্‌চক্ষুঃ শ্রুত্যাদীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
মনোবৃত্তিং বিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়োঽফলাঃ।
কৃতাপীহাঽকৃতৈব স্যাদাত্মন্যনুপলব্ধিতঃ॥ ২।২।৯১

অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা দর্শনেই যে অধিক সুখ হয়, তাহা মনে করিও না। কারণ, কেবল চক্ষু কেন, সকল ইন্দ্রিয়ের সুখই মনঃসুখের অন্তর্ভূত। যেমন তরুর মূল স্নিগ্ধ হইলেই সর্ব্বাবয়ব প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ মনোমূলক সর্ব্বেন্দ্রিয় মনের সুখেই স্বতঃ সুখী হয়। মনে দুঃখ থাকিলে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-গ্রহণসুখ ত দূরের কথা, বিষয়গ্রহণে প্রবৃত্তিই হয় না। বাক্‌চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির বৈচিত্র্যেই অধিকতর সুখ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মনের বৃত্তিতেই বাক্‌চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—মনোদ্বারাই কীর্ত্তন দর্শনাদি সিদ্ধ হয়।

মনোবৃত্তি ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি সকল নিষ্ফল, অর্থাৎ বিষয়-গ্রহণ রহিত হয়। যদি বা ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করে, তথাপি তাহা অনাচরিতের ন্যায়ই হইয়া থাকে, কারণ জীব মনোবৃত্তির অভাবে কোন বিষয়ই গ্রহণ বা অনুভব করিতে পারে না। অতএব বিশুদ্ধ চিত্ত-বৃত্তিতে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তিকেই তাঁহার দর্শন বলিয়া জানিবে; নেত্র দ্বারা তাঁহার দর্শন সম্ভব নহে, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর।

কদাচিদ্ভক্তবাৎসল্যাদ্ যাতি চেদ্দৃশ্যতাং দৃশোঃ।
জ্ঞানদৃষ্ট্যৈব তজ্জাতমভিমানঃ পরং দৃশো॥

তস্ত কারুণ্যশক্ত্যা বা দৃশ্যোঽস্বপি বহির্দৃশোঃ।
তথাপি দর্শনানন্দঃ স্বযোনৌ জায়তে হৃদি॥
তৎপ্রসাদোদয়াদ্ যাবৎ সুখং বর্দ্ধতে মানসম্।
তাবদ্বর্দ্ধিতুমীশীত ন চান্যদ্বাহ্যমিন্দ্রিয়ম্॥ ২।২।৯৫

শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্যগুণে কদাচিৎ শ্রীধ্রুব প্রহ্লাদাদির ন্যায় কোন কোন ভাগ্যবানের চক্ষুঃসাফল্য সম্পাদনরূপ স্নেহহেতু সাক্ষাৎ চক্ষুর্দ্বারা দর্শনযোগ্য হয়েন সত্য, কিন্তু সেই সন্দর্শন জ্ঞানরূপ দৃষ্টিদ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে, কারণ পরিচ্ছিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় দ্বারা পরমাপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বের গ্রহণ কদাচ সম্ভব হয় না। কেবল শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য হেতুই জীবের এই অভিমান হইয়া থাকে যে, আমি নেত্রদ্বারাই ভগবদ্দর্শন করিলাম। তথাপি এই দর্শনে নেত্রের বৈফল্যও শঙ্কনীয় নহে।

শ্রীভগবান্ স্বীয় কারুণ্যশক্তি দ্বারা কদাচিৎ জীবের বাহ্যচক্ষুর্গোচরও হয়েন, কারণ তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই; তাঁহার প্রভাবে মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করে। তথাপি তাঁহার দর্শনে যে আনন্দ উচ্ছ্বলিত হয়, তাহা মনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কারণ আনন্দের অভিব্যক্তিস্থানই মন।

মনের নৈর্ম্মল্যানুসারে শ্রীভগবদনুগ্রহে ভগবদ্দর্শনানন্দ যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সঙ্গে মনও তৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। মন ব্যতীত অন্য কোন বাহ্যেন্দ্রিয় সেরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না, কারণ শুদ্ধ মনই সূক্ষ্মতা হেতু আত্মাকারতার যোগ্য হইয়া আত্মানুরূপ প্রসারিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ নিজেও শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সংপ্রযুক্তম্॥ ১১।১৪।১৬

অর্থাৎ সিদ্ধাঞ্জনরসাঞ্জিত নেত্র যেমন অতি সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আমার পবিত্র রূপগুণলীলাদি-কথার শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণাদি দ্বারা চিত্ত যতই পরিমার্জিত হইতে থাকে, ততই আমার রূপ-লীলাদি-মাধুর্য্য অনুভব ও দর্শন করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীব্রহ্মাও শ্রীভগবানের স্তবে বলিয়াছেন—

(১) ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎসরোজ আস্সে

শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।

যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি

তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ৩।৯।১১

হে নাথ! তুমি ভক্তের ভক্তিবাসিত বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মে আসিয়া অবস্থান করিয়া থাক। তাহারা সাধুগুরুমুখে তোমার পথ, অর্থাৎ সাধনভক্তি-প্রকার জানিয়া লইয়া স্বেচ্ছানুসারে তোমার যে যে শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তির ধ্যান করে, তুমি কৃপা করিয়া সেই সেই মূর্ত্তিতেই তাহাদের হৃদয়ে ও বাহিরে প্রকট হইয়া থাক।

(২) প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচনেন

সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা

যাঁহার রূপ ও গুণ চিন্তার অতীত এবং সাধুগণ ভক্তিযাজনে প্রেম লাভ করিয়া প্রেমকজ্জললিপ্ত ভক্তিচক্ষুদ্বারা যাঁহাকে স্বহৃদয়ে সর্ব্বদা দর্শন করেন, আমি সেই আদিপুরুষ শ্যামসুন্দর গোবিন্দেরই ভজন করি।

ভক্তিযাজনের ফলে যে চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া ভগবদ্দর্শনের যোগ্যতা লাভ করে, তাহার লক্ষণ শ্রীরুদ্রগীতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং
তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা
মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্॥ ৪।২৪।৫৯

অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণ স্মরণকালে যখন ভক্তের চিত্ত বিষয়ভাবনায় চঞ্চল হয় না, এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি সময়ে নিদ্রাতন্দ্রাদিযুক্ত হয় না, তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিযাজনে শুদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তই মননশীল হইয়া চিত্তে শ্রীভগবানের লীলা-লাবণ্যাদি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

অষ্টম প্রবন্ধ

—※—
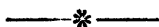
শ্রীভাগবতোক্ত মিশ্রভক্তিসাধনে ও শুদ্ধভক্তিসাধনে মনোজয়

মনোজয় বা চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে আমরা এতাবৎ যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহার সার মর্ম্ম এই যে, মায়াবদ্ধ মনুষ্য কেবল নিজের পুরুষকারবলে কোন কালেই তাহার মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ নহে এবং সকল সাধনেই তাহার মনোজয় একমাত্র ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, চিত্তশুদ্ধিই সকল সনাতন সাধনের মূল বা ভিত্তিস্বরূপ; নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমার্গে ভক্তির অপ্রাধান্যহেতু সাধক বহু জন্মের অতি কঠোর ও বহুলপ্রয়াসসাধ্য অভ্যাসের ফলে সেই চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন এবং মিশ্র ভক্তিসাধনে ভক্তির প্রাধান্য থাকিলেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের মিশ্রণহেতু সাধকের চিত্তশুদ্ধি অনায়াসলব্ধ নহে। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তিসাধনেরই অবান্তর ফলরূপে ভক্তের চিত্তশুদ্ধি বিনা প্রয়াসেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মিশ্রভক্তিসাধনে সাধক তাঁহার মনের কোটিজন্মসঞ্চিত দুর্দ্দমনীয় বিষয়ভোগবাসনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য শ্রীভগবচ্চরণে নিরন্তর দৈন্য-বোধিকা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিজের কার্পণ্য, অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহে সম্পূর্ণ অসমর্থতা জ্ঞাপন করিয়া তৎসামর্থ্য লাভের জন্য তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করেন। তিনি শ্রীভগবচ্চরণে নিষ্কপটহৃদয়ে জানাইয়া থাকেন যে—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

হে পুরুষোত্তম! তুমি অন্তর্যামিস্বরূপে আমার মনের সকল কথাই আমি নিজে জানিবার পূর্ব্বেও জানিয়া থাক। অতএব আমার তুল্য পাপাত্মা ও অপরাধী যে আর কেহ নাই, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, প্রভো! পাপ ও অপরাধের পরিহার নিমিত্ত তোমার চরণে দৈন্য জানাইতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে।

নিরন্তর এইরূপ দৈন্যবোধিকা বিজ্ঞপ্তি দ্বারাই মিশ্রভক্তিসাধনে সাধক শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তি লাভ করেন এবং সেই শরণাপত্তির প্রভাবেই শ্রীভগবৎকৃপা লাভ করিয়া তাঁহার দুর্দ্দান্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণের জয় সাধন করিবার সামর্থ্য লাভ করেন।

ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় মায়াবদ্ধ মনুষ্যের উদ্ধারের জন্য তাঁহার ইষ্ট শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার চরণ সমীপে দৈন্য-বশতঃ জানাইয়াছেন—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মা বিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

ভা ৭।৯।৪০

হে অচ্যুত! তোমার নাম রূপ গুণ ও লীলাকথার কীর্ত্তনাদি দ্বারা মনুষ্য কৃতার্থ হয় সত্য, কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন দুর্ব্বিষয় গর্ত্তেই পতিত হইয়া রহিয়াছে, আমি কি করি? পিত্তদুষ্ট রসনা যেরূপ অতি সুস্বাদু সিতার আস্বাদ গ্রহণে অসমর্থ, আমার দুরিতদুষ্ট মনও সেইরূপ তোমার কথামৃতে তৃপ্তিলাভ করে না। আমার দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রিয়গণ আমার মনকে কীদৃশ দুর্দ্দশা-পন্ন করিয়া আমার দুর্গতি করিয়াছে, তাহা তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও বলিবার নয়। প্রভো! একদিকে আমার অতৃপ্ত বাগিন্দ্রিয় আমার

মনকে নিরন্তর গ্রাম্যকটুমিথ্যাদি প্রলাপের প্রতিই আকর্ষণ করিতেছে এবং আমার অতৃপ্ত রসনেন্দ্রিয় মধুরাদি রসের প্রতিই তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। অন্য দিকে শিশ্ন কামিনী-সম্ভোগার্থ তাহাকে প্রাণপণে আকর্ষণ করিতেছে। এই প্রকার কোনদিকে ভোজনের নিমিত্ত উদর, কোনদিকে মধুর গীতাদি শব্দের নিমিত্ত শ্রবণ, কোনদিকে স্রকৃচন্দনবনিতাদি-সুখস্পর্শের নিমিত্ত ত্বক, কোনদিকে সুগন্ধার্থে নাসিকা, কোনদিকে রূপদর্শন নিমিত্ত চঞ্চল নয়ন এবং কোনদিকে ধনোপার্জ্জনাদি বা অন্যতাড়নাদির নিমিত্ত আমার অতৃপ্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আমার দুর্ব্বল মনকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে। অহো! বহু স্ত্রীবিশিষ্ট গৃহপতিকে তাহার বলিষ্ঠা পত্নীগণ প্রত্যেকেই যেরূপ প্রত্যেকের দিকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অবসন্ন করে, আমারও ঠিক তদ্রূপ দুরবস্থা হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, অবিদ্যাহেতু এই মায়িক মনে আত্মাভিমান করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার বশীভূত হইয়াছি বলিয়াই আমার এতাদৃশ দুর্গতি হইয়াছে। হে শরণাগত-পালক! এক্ষণে একমাত্র আপনার কৃপাবলোকন ভিন্ন এই দীন দুর্ব্বল জীবের উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। তোমার কৃপাকণা পাইলেই এই অতি দুর্জ্জয় মন ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় আরও একটি শ্লোকে মনুষ্যের মনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৌরাত্ম্যের কথা জানাইয়া শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধি-সুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥

৭।৯.৪৫

হে নৃসিংহ! জগতে পশুপক্ষীকীটপতঙ্গাদি সকল জীবেরই মন একমাত্র মৈথুনাদি সুখেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হয়, কিন্তু মনুষ্যের মনও যে তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হয়, ইহাই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। তুচ্ছ মৈথুনাদিসুখ ভোগ করিয়া কেহ কখনও সুখী হইতে পারে নাই। কণ্ডূতি নিবারণের জন্য করদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে ক্ষণিক অনুকূল-বেদন অনুভূত হইয়া পরক্ষণেই জ্বালাযন্ত্রণাদি দুঃখের উপর দুঃখই ভোগ হয়। মৈথুনাদি সম্ভোগেচ্ছা একপ্রকার কণ্ডূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, কণ্ডূতির ন্যায়ই তাহা অতি দুঃসহ ও দুঃখপ্রদ। কামুক ব্যক্তিগণের মন অলংবুদ্ধিপূর্ব্বক তাহা হইতে কখনই বিরত হইতে পারে না। কিন্তু কণ্ডূতি বেগ সহ্য করাই যেমন কণ্ডূতি হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় এবং কোন কোন ধীর ব্যক্তিই কেবল তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ কোন কোন ধীর সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই তোমার প্রসাদ লাভ পূর্ব্বক মনের এই অতি দুঃসহ, মহাদুঃখপ্রদ ও সর্ব্বানর্থকর কামবেগ জয় করিয়া সমগ্র কামের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। মনের এই বিশেষ কামবেগ জয় করিতে পারিলেই সাকল্যে মনোজয় সিদ্ধ হইয়া যায়।

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীও শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন—

পতঙ্গ-মাতঙ্গ-কুরঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

প্রভো! আমরা দেখিতে পাই যে, জগতে পতঙ্গজাতি কেবল রূপেই আকৃষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং মাতঙ্গ কেবল স্পর্শে, কুরঙ্গ কেবল শব্দে, ভৃঙ্গ কেবল রসে ও মীনজাতি কেবল গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই স্বস্ব প্রাণ হারাইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ঐ পঞ্চ বিষয়েই যুগপৎ

ও নিরন্তর আকৃষ্ট হইয়াই রহিয়াছে। অহো! মনুষ্যের মৃত্যু যে পদে পদে অবশ্যম্ভাবী, তাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র পতঙ্গ ও তির্য্যগ্‌যোনির তুলনায়ও মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট ও শোচনীয়। অতএব, হে নৃসিংহদেব, একমাত্র তোমার কৃপাবলোকন ভিন্ন মনুষ্যের উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, জগতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়ই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিবার জন্য মায়াবদ্ধ জীবের মন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চ বিষয় ভিন্ন বহির্ম্মুখ জীবের আর বিষয়ই নাই এবং ঐ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভিন্ন তাহার অন্য কোন গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও নাই। জগতের যে বস্তুতেই এই পঞ্চ বিষয়ের যত সমাবেশ থাকে, সেই বস্তুর প্রতিই বহির্ম্মুখ জীবের মন ততই আকৃষ্ট হয়। বহির্ম্মুখ-বিমোহিনী মায়ার প্রভাবেই জগতে স্ত্রীপুরুষ সকল জীবই পরস্পর পরস্পরের দেহে ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য পঞ্চ বিষয়ের একত্র বহুল সমাবেশ প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর সম্ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। এই সম্ভোগেচ্ছাই তাহার সকল দুঃখের ও অধঃপতনের মূল কারণ। সেই জন্যই শ্রীঅবধুত মহাশয় যদু মহারাজকে বলিয়াছেন—

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥ ভা ১১।৮।৭

মহারাজ! তুমি যদি মায়ার মূর্ত্তি দেখিতে চাও, জগতে নারীমূর্ত্তিকেই মূর্ত্তিমতী মায়া বলিয়া জানিবে। যে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের মন মায়াস্বরূপিণী কুহকিনী কামিনীর হাব ভাব ও বিভ্রমাদি দ্বারা প্রলোভিত হয়, সে নিশ্চয়ই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গের ন্যায় এই সংসারে ঘোরতম নরকেই পতিত হয়।

শ্রীঅবধূত মহাশয় তজ্জন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তি মাত্রকেই নারীসংসর্গ-ত্যাগের নিমিত্ত সাবধান হইতে বলিয়াছেন—

পদাপি যুবতীং ভিক্ষু র্ন স্পৃশেৎ দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ॥

১১।৮।১৩

হে মহারাজ! জগতে মুমুক্ষু ও মুক্ত সকলেরই পক্ষে রমণী সংস্রবই অতীব দূষনীয়। জীবন্ত যুবতীর কথা দূরে থাকুক, কৃত্রিম দারুময়ী নারীমূর্ত্তি পর্য্যন্ত চরণের দ্বারাও কখন স্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ করে, তাহা হইলে হস্তিনীর অঙ্গ স্পর্শে বিমোহিত হস্তীর বন্ধন লাভের ন্যায় তাহারও সংসারবন্ধন অনিবার্য্য হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়েও এই কথাই উক্ত হইয়াছে—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

স্বয়ং যুবতী ও বিষয়ীর কথা দূরে থাকুক, তদুভয়ের প্রতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত দেখিয়াও ভয় করিবে। প্রকৃত সর্প কিম্বা কৃত্রিম ক্রীড়নক সর্প উভয়ই দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইলে সমভাবেই সকলের মনে ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবের নিকট রাজচক্রবর্ত্তী ঐলের উপাখ্যান বর্ণন করিয়া কামিনীপ্রসঙ্গ-ত্যাগেরই বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। মহারাজ ঐল স্ত্রীসম্ভোগ লালসায় অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত বহুকাল অতিবাহিত করিয়া অশেষ-রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে শ্রীভগবৎকৃপায় বিবেক লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—

অহো মে আত্মসংমোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ॥

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্।
যান্তীং স্ত্রিয়ং চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্॥
কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা।
যোঽন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎপাদতাড়িতঃ॥
কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্॥
সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্ব্বশ্যা অধরাসবম্।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা॥
পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কোঽন্বন্যো মোচিতুং প্রভুঃ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্॥ ভা ১১।২৬।১৫

অহো! আমার কি ভীষণ আত্মভ্রমই উপস্থিত হইয়াছে। আমি এই মোহের প্রভাবে সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও কামিনীর ক্রীড়াপ্রদ একটি বানরের ন্যায় এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের এত অধিক কাল বৃথা অতিবাহিত করিয়াছি—আমার দিবারাত্রি জ্ঞানও লুপ্ত হইয়াছিল। রাজৈশ্বর্য্যের সহিত আপনাকে তৃণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আমি রোদন করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গবেশে একটি কামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছি। গর্দ্দভীপাদতাড়িত গর্দ্দভের ন্যায় উর্ব্বশী কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও আমি তাহার পশ্চাদ্ধাবনে যখন বিরত হই নাই, তখন আমার মাহাত্ম্য, তেজঃ বা জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্য কোথায়?

যে ব্যক্তির মন কামিনী কর্তৃক অভিভূত হয়, তাহার বিদ্যা, তপস্যা ত্যাগ, অধ্যয়ন, বনবাস বা মৌনব্রত নিষ্ফল হইয়া যায়। ঘৃতাহুতি সংযোগে বহ্নি যেমন উপশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্তই হয়, সেইরূপ উর্ব্বশীর অধরসুধা বহুবৎসর পান করিয়াও আমার মনসিজ কাম কিছুমাত্র নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছে। পুংশ্চলী কর্তৃক অপহৃত

আমার এই মনকে মুক্ত করিতে একমাত্র আত্মারামগণের ঈশ্বর ভগবান অধোক্ষজই সমর্থ, অন্য কেহ নহে।

মহারাজ ঐল এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—

কায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ।
ক গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ॥
তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতঞ্চ মুখং স্ত্রিয়াঃ।
ত্বঙ্মাংস-রুধিরস্নায়ু-মেদোমজ্জাস্থি-সংহতৌ।
বিণ্মূত্র-পূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্॥
অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা॥
তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্॥

হায়! হায়! এই অত্যন্ত মলিন দুর্গন্ধাদিবিশিষ্ট অশুচি নারীর কলেবর কোথায়! আর অবিদ্যার প্রভাবে মৎকর্ত্তৃক সেই দেহে আরোপিত কুসুমসমূহের সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য ও সৌগন্ধ্যাদি গুণগ্রামই বা কোথায়!

অহো! ভস্ম, কৃমি বা বিষ্ঠাই যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাদৃশ কামিনী-কলেবর সন্দর্শন করিয়া এতাবৎকাল "আহা! এই অতিসুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট ও মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত বদনকমলই সকল সুখের আকর", এইরূপ মনে করিয়াই আমি মোহসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি।

অহো! ত্বক্, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, মেদ, অস্থি ও মজ্জা এই সপ্তধাতুর মিলনে সমুৎপন্ন কামিনী-কলেবর কেবল বিষ্ঠা, মূত্র, পূঁয, কফ, বায়ু ও পিত্ত প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ। সেই দেহে রমণ করিয়া মাদৃশ ব্যক্তি যদি

তৃপ্তিলাভ করে, তাহা হইলে তাহার বিষ্ঠাভোজী ক্রিমি হইতে পার্থক্য কি ?

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের সংযোগ না হইলে মন কখন ক্ষুব্ধ হয় না, অতএব কামিনীকলেবর তাদৃশ বীভৎস হইলেও বিবেকীগণ দর্শনাদিদ্বারাও তাহার সঙ্গ করিবেন না এবং কামুক পুরুষের সংসর্গও কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ ব্যতীতও যদি চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গ্রামের নিরোধদ্বারাই মন ক্রমশঃ নিশ্চল হইয়া আত্মস্বরূপে উপশমিত হয়।

অতএব চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষড়্বর্গকে যখন বিবেকীগণও কখন বিশ্বাস করেন না, তখন আমার ন্যায় অবিবেকীর ত কথাই নাই। কামিনী ও কামুকের সঙ্গই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অহিতকর জানিয়া, অতঃপর তাহা আমি দূরে পরিহার করিব।

ভক্তকবি শ্রীশিহ্লন মিশ্র তাঁহার শান্তিশতক গ্রন্থের একটি শ্লোকে মনুষ্যের স্ত্রীসম্ভোগলালসার প্রকৃত বিষয়ের স্বরূপ যথার্থরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই মুল শ্লোকটি মাত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

সমাশ্লিষ্যন্নুচ্চৈ র্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব।
অমেধ্যে দুর্গন্ধে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি॥

শ্রীঅবধূত মহাশয় যদু মহারাজের নিকট পিঙ্গলার উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। পুংশ্চলী পিঙ্গলা অবধূতের কৃপাবলোকনে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া পুরুষদেহেরও যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

যদস্থিভি র্নির্ম্মিতবংশবংশ্যস্থূণং
ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।
ক্ষরন্নবদ্বার মগারমেতদ্
বিন্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা॥
১১।৮।৩৩

অহো! আমি এতাবৎকাল অতি বীভৎস বিষ্ঠাগৃহ পুরুষদেহকেই স্বভোগ্য পরম সুখের আকর বলিয়া জানিতাম। এই নরদেহ—পৃষ্ঠের দীর্ঘ অস্থি, পার্শ্বের অস্থিসমূহ ও হস্তপদাদির অস্থি সকলের সন্নিবেশে রচিত গৃহস্বরূপ এবং ইহা চর্ম্ম, রোম ও নখাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহা কেবল বিষ্ঠা মূত্রাদি দ্বারাই পরিপূর্ণ এবং ইহার নব দ্বার হইতে ঐ বিষ্ঠা মূত্রাদি অনবরতই ক্ষরিত হইতেছে। হায়, ধিক্ আমাকে! জীবের অন্তর্হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান অশেষবিত্তপ্রদ নিত্যপতি শ্রীভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া আমাভিন্ন কোন্ রমণী কান্তবুদ্ধিতে অশেষ দুঃখ, ভয়, আধি, শোক ও মোহপ্রদ এই বীভৎস বিষ্ঠাগৃহের সেবার জন্য লালায়িত হয়?

শ্রীভগবানের দ্বারকালীলায় তাঁহার পরিহাসবাক্যের উত্তরে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীও বলিয়াছেন—

ত্বক্ শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থি-
রক্ত-কৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে
পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥ ভা ১০।৬০।৪৫

প্রভো! জগতে যে নারী সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ তোমার পাদকমল ভজন করিয়া তাহার মকরন্দ মাধুর্য্যের কণামাত্রেরও আঘ্রাণ কখন পাই নাই, সেই বিমূঢ়াই জীবদ্দশায়ও শবতুল্য পুরুষদেহকে কমনীয় কান্তবুদ্ধিতে ভজন করিয়া থাকে। প্রাকৃত দেহমাত্রই বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, লোম, নখ ও কেশ

দ্বারা আবৃত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। বাহিরের আচ্ছাদন না থাকিলে সেই দেহ দৌর্গন্ধ্যাদি-হেতু কোটি কোটি মক্ষিকা ও কৃমি প্রভৃতি দ্বারা চতুর্দ্দিকেই সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত থাকিত।

জরাগ্রস্ত স্ত্রৈণ মহারাজ যযাতি স্ত্রীসম্ভোগলোলুপতাবশতঃ কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করিয়া দশ সহস্র বৎসর স্ত্রীসম্ভোগের পর শ্রীভগবৎ-কৃপায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পত্নী দেবযানীর নিকট এক বনচারী কামুক ছাগের উপাখ্যান বর্ণনপূর্ব্বক স্ত্রীজিত নিজের চরিত্রই বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন—

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোঽসকৃৎ।
তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে॥
তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥ ভা ৯।১৯।১৯

হে সুলোচনে! মৎবর্ণিত এই মেষপশুর ন্যায় আমিও তোমার ভালবাসা, হাবভাব ও লাবণ্যাদির মোহে বিমোহিত হইয়া এতাবৎকাল আত্মস্বরূপ অবধারণ করিতে পারি নাই।

পৃথিবীতে যত ব্রীহিযব, সুবর্ণ, পশু এবং স্ত্রী আছে, তৎসমস্তও পাইলে একজন কামোপহতচিত্ত কামুকের কামবাসনা পূর্ণ হয় না। যেমন ঘৃতসংযোগে অগ্নি কখন নিবৃত্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে, সেইরূপ ভোগ্যসম্পর্কে ভোগলালসা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

কামুক ব্যক্তির দেহদৈহিকাদি কালসহকারে জীর্ণশীর্ণ হইলেও তাহার মনের কামপিপাসা কখনও জীর্ণ হয় না, সুতরাং মনের এই সর্ব্বানর্থপ্রদা কামপিপাসাকেই সর্ব্বাগ্রে সাবধানে ত্যাগ করিতে হইবে। দুর্জ্জয় স্ত্রীবিষয়-কাম একমাত্র কঠোর সদাচারপালনেই নির্জ্জিত হইয়া থাকে। অতএব অন্য স্ত্রীর কথা দূরে, নিজের মাতা, ভগ্নী এবং কন্যার সহিতও কখন অপৃথক্‌ভূত আসনে উপবেশন করিতে নাই, কারণ বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম জ্ঞানবান পণ্ডিতের চিত্তকেও অবসর পাইলে আকর্ষণ করে।

অহো! নিরন্তর বিষয়সম্ভোগ করিতে করিতে আমার দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তথাপি উপভুক্ত বিষয়ের ভোগেচ্ছা আমার উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হইতেছে।

অতএব আমি এক্ষণে আমার মনের ভোগপিপাসা পরিত্যাগের জন্য পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানে চিত্ত সমাহিত করিয়া সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইব এবং নিরভিমানে বনচারী মৃগকুলের সহিত বনে বনেই বিচরণ কবিব। গৃহে বিষয় ত্যাগ সম্ভবপর হইলেও, বিষয়ীর সঙ্গত্যাগ সম্ভবপর নহে, বিষয়-সঙ্গ অপেক্ষা বিষয়ীর সঙ্গই অধিক অনর্থকর।

শ্রীভগবান্ স্ত্রীসঙ্গের অশেষ অনর্থ বর্ণন করিয়া স্ত্রীসঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গকেই অধিকতর অনর্থকারী বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীমদুদ্ধবকে স্ত্রীসঙ্গীকেই দূরে পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন—

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ১১।১৪।৩০

হে উদ্ধব! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, কামিনী ও কামুকের সহবাসে মনুষ্যের যেরূপ দুঃখ ও বন্ধন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ অন্য কোনও বিষয়ের সংসর্গে ঘটে না। বিশেষতঃ স্ত্রীসঙ্গী কামুকের সহবাস সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, কারণ সেই নরপশুই মনুষ্যকে লজ্জা, ভয় ও প্রতিষ্ঠাদি ত্যাগ করাইয়া নরকের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

মিশ্রভক্তিযোগ বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতি-প্রাঞ্জল ভাষায় স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সম্ভোগেচ্ছার সকল তত্ত্বই সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া, মনুষ্যের মনে সেই সর্ব্বানর্থকর দুর্জ্জয় দুর্ব্বাসনা জয় করিবার সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন। জগতে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সকল জীবেই এই সম্ভোগেচ্ছার প্রাবল্য দেখা যায়, কিন্তু মনুষ্যের মনের এই সম্ভোগেচ্ছার প্রাবল্যই তাহার সকল দুঃখ ও অধঃপতনের হেতু হইয়া থাকে। সেই সম্ভোগেচ্ছার প্রেরণায় তচ্চরিতার্থতার অনুকূলরূপেই মায়াবদ্ধ মনুষ্য কৃত্রিম ধর্ম্মসমাজাদি গঠন করিয়া পশু-প্রায় জীবন যাপন কবিতে প্রবৃত্ত হয়। পরম কৃপালু শাস্ত্র মনুষ্যের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত তাহার সকল সম্ভোগেচ্ছার মুলোচ্ছেদেরই সর্ব্বথা প্রয়াস করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সকল সাধনেই একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপায় মায়াবদ্ধ মনুষ্য তাহার মনের সকল সম্ভোগেচ্ছারই জয় সাধন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু নিষ্কামকর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধনে ভক্তির অপ্রাধান্য হেতু মনোজয়ের নিমিত্ত বহুলপ্রয়াস-সাপেক্ষ পৃথক্ সাধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি সাধনেই মনোজয়ের পৃথক্ সাধন আবশ্যক হয় না। সৌভাগ্য-ক্রমে ভক্তসঙ্গহেতু শুদ্ধা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেই, সেই সাধনের আনুষঙ্গিক ফলরূপে সাধকের মনের সকল সম্ভোগেচ্ছাই ক্রমশঃ নির্জ্জিত হইয়া যায়। কেবল বিচারবলে সাধককে বিষয়ভোগের দুঃখস্বরূপতা সহস্রবার বুঝাইলেও সে বুঝিতে সমর্থ হয় না। দিঙ্মোহপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে

সহস্রবার দিক্‌নির্ণয় করিয়া দিলেও যেমন সূর্যোদয় ব্যতিরেকে তাহার দিক্‌ভ্রম কিছুতেই দূর হয় না, সেইরূপ ভক্তিসাধনে পরমানন্দ-ঘন ভগবচ্চরণের কিঞ্চিৎ আস্বাদন যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ বিষয়ভোগে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই একথা বলিলে কেহই মানিবে না। সেইজন্যই শাস্ত্র কৃপা করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধনকেও ভক্তিমিশ্র করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি সাধনের প্রথম অঙ্গ শ্রীভগবৎ-লীলাকথা শ্রবণেরই ফলে শরণাপন্ন ভক্তের মনে যথাসময়ে সেই পরমানন্দের আস্বাদন হইলে, ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া সুখসংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তিই তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় এবং সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা সেই পরমানন্দঘনমূর্ত্তির সেবাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাতেই সে মন পরিপূর্ণ হইয়া যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈব ত্রিক এক কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্‌॥

১১।২।৪২

অর্থাৎ, যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে প্রতিগ্রাসেই মনের তুষ্টি, দেহের পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপন্ন ব্যক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইলে প্রতিপদেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, পরমানন্দ ভগবচ্চরণারবিন্দের অনুভূতি ও স্ত্রীপুত্রধনজনাদি সম্ভোগেচ্ছায় বৈরাগ্য যুগপৎ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা স্ত্রীবিলাসেরই চূড়ান্ত লীলা, কিন্তু সেই প্রেমময়ী লীলায় ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, সেই লীলাকথা যদি স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা বিমর্দ্দিতহৃদয় কলিহত মনুষ্যও সাধুকৃপায় শ্রদ্ধা লাভ পূর্ব্বক শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহার ঐ কামকলুষিত হৃদয়েও প্রথমে প্রেমভক্তি লাভ হয় এবং তাহার পর অতি শীঘ্র সেই হৃদয়ের সকল কামরোগই দূরে পলায়ন করে।

শ্রীশুকদেব শ্রীরাসলীলার শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফলশ্রুতি নির্দ্দেশ করিতে সেই কথাই বলিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ১০।৩৩।৩৯

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীভগবানের এই অপূর্ব্ব রাস-ক্রীড়ার কথা নিরন্তর শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তিনি প্রথমেই শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করেন এবং অচিরাৎ জিতেন্দ্রিয় হইয়া হৃদয়ের অনন্তজন্মসঞ্চিত কামরোগ হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীশুকদেবের উক্তির তৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের সর্ব্বলীলাশিরোমণি শ্রীরাসলীলার শ্রবণকীর্ত্তনের এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে, তাহার ফলে অপরাধশূন্য শুদ্ধভক্তি-সাধকের হৃদয়ের কামনাশ ও প্রেমলাভ যুগপৎ সংঘটিত হইলেও, প্রেমের প্রভাবই প্রথমে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধ ভক্তিসাধনের ফল—প্রেমের প্রভাবেই ভক্তের অন্তরে ও বাহিরে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি-সাক্ষাৎ-কার লাভ হয় এবং সেই সর্ব্বা-কর্ষক পরমানন্দঘন মূর্ত্তির রূপ রস শব্দ গন্ধ ও স্পর্শের আস্বাদন পাইয়া ভক্তের ইন্দ্রিয়বর্গ কুৎসিত প্রাকৃত রূপরসাদির প্রতি আর দৃষ্টিপাতও করিতে চাহে না। ভক্ত তখন বলেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনব-রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

অহো! যেদিন হইতে আমার মনোভৃঙ্গ নিত্য নূতন রসের একমাত্র নিকেতন শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে রমণ সুখ লাভ করিল, সেইদিন হইতে ধিক্কার-জনক স্ত্রীসম্ভোগের কথা স্মরণপথে উদয় হইলেই আমার মনে এরূপ ঘৃণার সঞ্চার হয় যে, আমার মুখ স্বতই বিকৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

জগতের তুচ্ছ রূপরসাদি অত্যন্ত পরিমিত, ক্ষণবিধ্বংসী ও দুঃখদ আভাস মাত্র। জগতের কোন রূপেরই আকাঙ্ক্ষানুরূপ আস্বাদন হয় না, ক্ষণকাল পরেই পুরাতন বলিয়া বোধ হয়, কিম্বা নষ্ট হইয়া যায় এবং একটি পাইলে পরক্ষণেই অপর আর একটির অভাব উদ্বোধিত হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের নিত্য নবনবায়মান ও অপরিসীম রূপরসাদি আস্বাদন করিয়া ভক্তের কখনও অলংবুদ্ধি হয় না এবং সে আস্বাদনে তদিতর সকল আস্বাদ্যেরই অভাব চিরকালের জন্য বিদূরিত হইয়া যায়। এইজন্যই শ্রুতি তাঁহাকে সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বস্পর্শ, সর্ব্বকাম ইত্যাদি আখ্যা দিয়াছেন এবং "রসো বৈ স" বলিয়া তাঁহাকেই জীবের একমাত্র আস্বাদ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ প্রেম-রসেরই বিষয় হইলেও, মধুর রসেই তাঁহার সর্ব্বোত্তম ও ও পরিপূর্ণ আস্বাদন এবং মধুর রসেই তাঁহার অসমোর্দ্ধ ও লাবণ্যসার রূপ-মাধুর্য্য পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।। সে রূপ যে কি বস্তু—তাহা আমাদের ধারণার অতীত এবং যাঁহারা প্রেমবলে তাহা আস্বাদন করিয়া-ছেন, তাঁহারা তাহার বর্ণনা করিতে পারেন নাই, কেবল মূকাস্বাদনবৎ "মধুরং মধুরং মধুরং" বলিয়াই বর্ণনা সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীরুক্মিণী দেবী সেই রূপ দেখিয়া বলেন যে, সেই রূপদর্শনই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির চক্ষুর অখিলার্থ লাভ—সে রূপ দেখিয়া আর কোন রূপই দেখিবার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীব্রজদেবী বলেন, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির চক্ষুর সাফল্যই সেই রূপ দর্শনে, অর্থাৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ সকল দেখিয়াও সে রূপ না দেখিতে পাইলে চক্ষু নিষ্ফল—চক্ষুলাভের একমাত্র ফলই সেই রূপ দর্শন। শ্রীবৃন্দা-বনবিহারীর সেই সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দঘন রূপ দেখিয়া পুরুষ ও যোষিৎ সমভাবেই এবং বৃক্ষলতা পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল স্থাবর ও জঙ্গমই আনন্দ-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশুকদেব রাসবিহারী শ্রীভগবান্‌কে "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারই অংশাংশ দেবতা মদন—যিনি জগজ্জীবের মন কামপ্রেরণা দ্বারা মথিত করিয়া সে মনে কেবল দেহেন্দ্রিয় ও তচ্চরিতার্থতার অনুকূল বিষয়েরই স্ফূরণ করেন, তিনিও এই মূর্ত্তিদর্শনে মোহিত হইয়া স্ত্রীদেহে তাঁহার সেবালাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাকৃত দেবতা মদনের রূপ নাই, তাঁহার বাসস্থান জীবের মনে এবং তাঁহার কার্য্য সেই মনকে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার নিমিত্ত মথিত করিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন বিষয়ে প্রেরণ করা। কিন্তু এই গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর নবীন মদন জীবের মনে সৌভাগ্যক্রমে উদয় হইলে, প্রথমেই তত্রস্থ সেই প্রাকৃত মদনকে মোহিত করেন—মদন মূর্চ্ছিত হইলে মনে বিষয়ভোগ বাসনার প্রেরণা ও দেহেন্দ্রিয়ের স্ফূরণ আর হয় না। তাহার পর সেই শুদ্ধ মনকে তিনি নিজের প্রতিই এরূপ আকর্ষণ করেন যে, একমাত্র মধুর রসেই সেব্য সেই মদনমোহন রূপের সেবানুকূল স্ত্রীদেহ লাভ করিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষায় সে মন নিরন্তর মথ্যমান হইতে থাকে।

এই রসরাজ মদনমোহন মূর্ত্তিই "অপ্রাকৃত নবীন মদন" এবং তাঁহার সর্ব্বকান্তাশিরোমণি মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী সখীগণসহ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাসাদি ক্রীড়া দ্বারা তাঁহার নিত্য সেবাসুখ আস্বাদন করেন এবং তাঁহাকে আনন্দ আস্বাদন করান। তিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দ

আস্বাদন করেন—ভক্তের প্রেমানন্দই তাঁহার একমাত্র আস্বাদনীয় ও লোভনীয় ; তিনি স্বয়ং রসস্বরূপ হইয়াও রসিকশেখর।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপাস্যই যুগল শ্রীরাধামদনমোহন মূর্ত্তি এবং মঞ্জরীরূপা স্ত্রীদেহে সেই যুগলের নিত্য সেবাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্য ও সাধন—বাহ্য সাধকদেহে তিনি শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তি যাজন করেন এবং মনে গুরূপদিষ্ট নিজের সিদ্ধ মঞ্জরীদেহ ভাবনা করিয়াই তিনি সেই সেবা নির্ব্বাহ করেন।

তত্ত্ববিচারেও আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীভগবান্ই একমাত্র পুরুষ এবং তাঁহার অংশস্বরূপ ঈশ্বর-কোটি ভিন্ন আর সকলই তাঁহার শক্তি—জীবও তাঁহার শক্তি। শক্তির স্বাভাবিক ধর্ম্মই শক্তিমানের নিত্য-সেবা, সুতরাং জীবেরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম শ্রীভগবানের নিত্য-সেবা। মধুর প্রেম-রসে—কান্তা ভাবের সেবাই রসিকশেখর শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তম সেবা, সুতরাং বহির্ম্মুখ জীবের সেই সেবাপ্রাপ্তিই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কান্তা-প্রেমকেই সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যদোষে সেই জীব শ্রীভগবান্কে ভুলিয়া অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার প্রভাবে নিজেই পুরুষ সাজিয়াছে এবং অপর জীবকে স্ত্রী সাজাইয়া তাহার সেবাগ্রহণ করিতে চাহে। এই অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা বহির্ম্মুখ জীবের আর অধিক কি দুর্গতি হইতে পারে ?

নবম প্রবন্ধ

-※-

শ্রীভাগবতশাস্ত্রোক্ত শুদ্ধভক্তিসাধনে মনোজয়

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, একমাত্র অকস্মাৎ-লব্ধ সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপাবলেই বর্ণাশ্রমাচারবান্ মনুষ্যের ভক্তিযোগে অধিকার লাভ হয় এবং সাধুসঙ্গের সৌভাগ্যলাভ না হইলে বর্ণাশ্রমাদি নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে কেবল কঠোর জ্ঞানযোগেই অধিকার হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবের নিকট জ্ঞানযোগের অতিকঠোরপ্রয়াসসাপেক্ষ মনোজয়সাধন যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর শ্রীভগবান্ শুদ্ধ ভক্তিমার্গের অনায়াসলব্ধ মনোজয় যে প্রণালী অনুসারে স্বয়ং সিদ্ধ হয়, তাহা স্তরে স্তরে অতি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। শুদ্ধ ভক্তিসাধনের আনুষঙ্গিক ফলরূপেই মনোজয় সিদ্ধ হয়, তাহাতে ভক্তের কোন পৃথক্ প্রয়াস বা সাধনের আবশ্যকতাই হয় না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মামসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

১১।২০।২৭—৩০

অর্থাৎ কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ হইলেই আমার কথাশ্রবণাদিতে মনুষ্যের শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। এইরূপ জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির লৌকিক ও বৈদিক সর্ব্বকর্ম্মেই দুঃখবুদ্ধিহেতু নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় তিনি তত্তৎকর্ম্মফলে বৈরাগ্যবান্ হইতে পারেন না, অথচ তাহাতে তাঁহার অতিশয় আসক্তিও হয় না। এতদবস্থায় তিনি স্ত্রীপুত্রাদি-সঙ্গোত্থ কামমাত্রই দুঃখাত্মক বলিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না। এই অবস্থা হইতেই তিনি "গৃহাদিতে আমার আসক্তি নষ্ট হউক্ কিম্বা বর্দ্ধিতই হউক্, ভজনে কোটি কোটি বিঘ্ন হউক্ কিম্বা অপরাধ হেতু নরক হউক্, সকলই আমি অঙ্গীকার করিব, কিন্তু ভক্তি-পথ কখনও পরিত্যাগ করিব না—একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব, কদাপি জ্ঞানকর্ম্মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিব না" এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় সহকারে প্রীতির সহিত আমার ভজন করেন। তিনি দুঃখোদর্ক বিষয়ভোগসকলকে অনর্থকারী ও ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল বলিয়া নিন্দা ও শপথপূর্ব্বক ত্যাগ করিবার সংকল্প করেন, কিন্তু তথাপি বিষয়প্রাপ্তিকালে বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণ মননাদি ভজনের ফলে হৃদয়ে আমার স্ফূর্ত্তিলাভ করেন এবং আমি তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইলেই তাঁহার হৃদ্গত কামসকল সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। অন্ধকার এবং সূর্য্যের একাধিকরণ্য যেমন সম্ভবপর নহে, সেইরূপ আমি যে হৃদয়ে উদিত হই, সে হৃদয়ে বিষয়কামনার গন্ধও থাকিতে পারে না। আমি জীবমাত্রেরই একমাত্র নিরুপাধিপ্রেমাস্পদ অন্তরাত্মা, হৃদয়ে আমার এই পরমানন্দঘন-

মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের দেহাদিতে অভিনিবেশ ও অভিমান বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, অসম্ভাবনাদি সংশয় সমূহ নিরস্ত হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বকর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়। এই সকল ব্যাপার স্বয়ংই সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য ভক্তের ইচ্ছা বা প্রযত্নের অপেক্ষা নাই।

শুদ্ধভক্তিসাধনে চিত্তশুদ্ধির প্রকার এইরূপ বিশদভাবে বর্ণন করিয়া শ্রীভগবান্ শুদ্ধভক্তির স্বাতন্ত্র্য বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সাধনের ভক্তিসাপেক্ষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে শুদ্ধভক্তিসাধনের অন্যনিরপেক্ষত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতে শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ ১১।২০।৩৩

হে উদ্ধব! নিষ্কাম কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞানযোগ, বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ, দানধর্ম্ম বা অন্য কোন নিকৃষ্ট সকাম সাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধ্যাদি যে কোন ফল লাভ হইতে পারে, আমার ভক্তের প্রাথমিক অবস্থায় যদি সেইরূপ কোনও ফলে স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে কেবল ভক্তিসাধন দ্বারাই তাহা তাহার অনায়াসে লাভ হয়। স্বর্গ, মোক্ষ কিম্বা বৈকুণ্ঠাদিতেও আমার শুদ্ধভক্তের বাঞ্ছা হয় না, কিন্তু যদি কোনও কারণে তাহার কোনটিতে স্পৃহা হয়, তাহা হইলে তাহার সাধনান্তরের আবশ্যকতা হয় না, কেবল আমার ভক্তিই তত্তৎফলসাধনে তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে।

শুদ্ধ ভক্তের হেত্বন্তরনিরপেক্ষা ভক্তি দ্বারাই হৃদয়গ্রন্থিভেদাদি সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি ও সর্ব্বকর্ম্মবন্ধনমুক্তি স্বয়ং সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য ভক্তের জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপাদেয় নহে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

১১।২০।৩১

অতএব হে উদ্ধব! মদেকচিত্ত ভক্তের জ্ঞান ও বৈরাগ্য শ্রেয়ঃ বলিয়া গণনীয় হইতেই পারে না। কদাচিৎ শান্তভক্তের প্রথম দশায় জ্ঞান ও বৈরাগ্য অশ্রেয়স্কর নহে।

দেহাদ্যতিরিক্ত-আত্মানুসন্ধানলক্ষণ জ্ঞান এবং বিষয়বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য এই দুইটিই সাত্ত্বিকগুণের বৃত্তি মাত্র, সুতরাং তাহা ভক্তের শ্রেয়স্কর হইতে পারে না; কারণ হৃদয়ে গুণাতীত ভক্তির উদয় হইলেও যদি জ্ঞান-বৈরাগ্য-রূপ গুণময়ী বৃত্তির প্রাপ্তীচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহা দোষাবহই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভক্তহৃদয়ে যদি এই জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ব্ব হইতেই থাকে, তাহা হইলে তাহাও ভক্তিদ্বারা নির্জ্জিত হইয়া যায় এবং ভগবদনুভবময় জ্ঞান ও ভক্ত্যুত্থ বিষয়বৈরাগ্য এই দুইটি গুণাতীত বস্তু ভক্তের হৃদয়ে স্বতই আবির্ভূত হয়। মহাভাগবত শ্রীকবি মহাশয় শ্রীনিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

১১।২।৪২

অর্থাৎ যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রতি গ্রাসেই ভোজনানুরূপ মনস্তুষ্টি, দেহপুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি যুগপৎ সম্পাদিত হয়, সেইরূপ ভগবচ্চরণাশ্রিত ভক্তের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনকালে ভজনানুরূপ প্রেমলক্ষণাভক্তি, প্রেমাস্পদ-ভগবদ্রূপস্ফূর্ত্তি ও মায়িক বিষয়ে বিরক্তি যুগপৎ উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীসূত মহাশয় নৈমিষারণ্যে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

অর্থাৎ বাসুদেব শ্রীভগবানে প্রকৃষ্টরূপে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে, সেই ভক্তিই শুষ্কতর্কাদির অগোচর শুদ্ধ জ্ঞান উদ্ভাসিত করিয়া তৎকালেই বিষয়ান্তরে বৈরাগ্য উৎপাদন করেন। এই জ্ঞান অহৈতুক, অর্থাৎ মোক্ষফলসাধক সাত্ত্বিকজ্ঞান নহে; অতএব ইহা কেবল ভগবদ্রূপ গুণ ও মাধুর্য্যের অনুভবময় গুণাতীত জ্ঞানই বুঝিতে হইবে, এবং এই বৈরাগ্যও গুণাতীত ও ভক্ত্যুত্থ বলিয়াই জানিতে হইবে।

ধূলি-কর্দ্দমাদিলিপ্ত শিশু মায়ের জন্য কাঁদিতে থাকিলে, স্নেহময়ী জননী যেমন তাহাকে প্রথমেই কোলে উঠাইয়া লইয়া তাহার পর নিজের অঞ্চল দ্বারা তাহাকে পরিস্কৃত করিয়া লয়েন এবং তৎপরে তাহার উপাদেয় স্তন্যাদিই তাহাকে প্রদান করেন, সেইরূপ কামনা-বাসনাদিদ্বারা মলিনহৃদয় জীবও ভক্তিদেবীর চরণাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইলে, তিনি প্রথমেই তাহাকে স্বচরণে স্থান দিয়া তাহার পর শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গদ্বারা তাহার চিত্ত শুদ্ধ করিয়া লয়েন এবং তৎপরে তাহার কল্যাণোপযোগী ভগবদনুভবময় দাসভূত আত্মজ্ঞান ও মায়িক বিষয়েই বৈরাগ্য তাহাকে দিয়া থাকেন। পরমার্থপথে জ্ঞান-বৈরাগ্যই জীবের জীবাতু, কিন্তু জ্ঞানবাদীর অভেদব্রহ্মানুসন্ধানলক্ষণ আত্মজ্ঞান ও ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু পর্য্যন্তেও বৈরাগ্য জীবের পক্ষে কল্যাণকর নহে। হিতৈষিণী ভক্তিদেবী স্বচরণাশ্রিত ভক্তকে তাহা কখনও দেন না। জ্ঞানী নিজের সাধন ও গুণীভূত ভক্তি বলে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া জ্ঞানযোগে অধিকার লাভ করেন এবং নিজের স্বেচ্ছানুরূপ এই অনুপাদেয় জ্ঞান ও বৈরাগ্য অর্জ্জন করিয়া সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র ব্রহ্মে আত্মবিসর্জ্জন করেন —শুদ্ধ-ভক্ত্যেকলভ্য নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি শ্রীভগবচ্চরণের নিত্য

সেবাসুখলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার এই হেয় বৈরাগ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধি বস্তুতেও প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া মুমুক্ষুগণ যে বৈরাগ্য হেতু তাহা পরিত্যাগ করেন, তাহাই ফল্গু-বৈরাগ্য নামে কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলিয়াছেন—

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥ ৩।২৫।৩২

অর্থাৎ অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিই সকল সিদ্ধি হইতে, এমন কি মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই ভক্তির নিষ্কামত্ব হেতু ভক্তিই ইহার অনুসংহিত ফল। লিঙ্গশরীর-নাশরূপ মোক্ষ এই ভক্তির অননুসংহিত ফলরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, এই ভক্তিদ্বারা মনুষ্যের লিঙ্গশরীর বিনা প্রযত্নে ক্ষয় হইয়া যায়। জ্ঞানহেতুক মোক্ষ হইতে এই ভক্তিহেতুক মোক্ষের বৈলক্ষণ্য শ্রীভগবান্ অনুরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারাই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যেমন জঠরানল পুরুষপ্রযত্ন বিনা ভুক্ত অন্নাদির অসারাংশ ক্ষয় করিয়া সারাংশ দ্বারা প্রাণেন্দ্রিয়াদির পুষ্টিসাধন করে এবং যে প্রকারানুসারে সেই কার্য্যের সমাধান হয় তাহা কেহ জানিতেও পারে না, সেইরূপ এই নিষ্কাম ভক্তিও ভক্তের বিনা-প্রযত্নে ও অজ্ঞাতসারে তাহার অনন্ত-জন্মার্জ্জিতবাসনাজালজড়িত সংসারকারণ প্রাকৃত লিঙ্গশরীর ক্ষয় করিয়া ভগবৎসেবোপযোগী অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান-লক্ষণ আত্মজ্ঞান ও তৎফল সাযুজ্য মোক্ষে হেয়বুদ্ধি হেতু শ্রীভগবানের রূপ গুণ লীলা ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অনুভবময় জ্ঞান দ্বারাই

ভগবৎ-কৃপায় ভক্তের এই বিশিষ্ট মোক্ষ সম্পাদিত হয়। জঠরানল যেমন ভোজনকাল হইতেই ভুক্ত অন্নাদির ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেও কিয়ৎকাল পরেই সম্যক্ ক্ষয় করে, সেইরূপ এই ভক্তিও ভজনারম্ভ হইতেই ভক্তের শোকমোহাদ্যাত্মক সংসার নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও কিঞ্চিৎকাল বিলম্বেই তাহা সম্যক্ প্রকারে নাশ করেন। অতএব ভক্তের ভজনদশায় কদাচিৎ শোকমোহাদি দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহাকে সংসারী বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানলক্ষণ আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী সাধকের যে চিত্তশুদ্ধি বা কর্ম্মবন্ধনমুক্তি লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

গীতা ৪।৩৭

হে অর্জ্জুন! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ এই জ্ঞানাগ্নিও প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্ত সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া দেয়।

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্যের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জীবের অনাদি সংসার বন্ধনের হেতুদ্বয়ের মধ্যে অপ্রারব্ধ কর্ম্মফলই জ্ঞানসাধনে নষ্ট হইয়া যায়, দুর্জাত্যাদির আরম্ভক প্রারব্ধ-কর্ম্মবন্ধন জ্ঞানসাধনে বিনষ্ট হয় না এবং তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

ভক্তিসাধনে চিত্তশুদ্ধি বা কর্ম্মবন্ধন-বিমুক্তি সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১১।১৪।১৯

অহো উদ্ধব! বিস্ময়ের কথা শ্রবণ কর—পাকাদির নিমিত্ত প্রজ্জ্বলিত

হুতাশন যেমন কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ কামনা সিদ্ধির জন্যও কথঞ্চিৎ মদ্বিষয়া হইলে, ভক্তিই জীবের প্রারব্ধাদি যাবতীয় পাপ সাকল্যে বিনষ্ট করে সন্দেহ নাই। নিষ্কাম ভক্তির ত কথাই নাই, সকাম ভাবেও অনুষ্ঠিত হইয়া মদ্বিষয়া হইলে, ভক্তিই জীবের সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষয় করিতে সক্ষম। এই ভগবদ্ভক্তির এইরূপ অভিপ্রায় শ্রীস্বামিপাদই ব্যক্ত করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উত্তমা ভক্তির ক্লেশঘ্নত্ব লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে এই ভগবদুক্তি দ্বারা ভক্তির কেবল অপ্রারব্ধ-হরত্বই প্রমাণ করিয়াছেন। বহির্ম্মুখ জীবের পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা এই তিন প্রকার ক্লেশ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ ভেদে দুই প্রকার পাপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভগবদ্বাক্যের প্রমাণে ভক্তির কেবল অপ্রারব্ধহরত্ব দেখাইয়া, গোস্বামিচরণ শ্রীদেবহূতির বাক্যে ভক্তির প্রারব্ধহরত্ব প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। মাতা দেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবকে বলিয়াছেন—

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ ॥

৩।৩৩।৬

কদাচিৎ যাঁহার নাম মাত্রের শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, উদ্দেশে যাঁহাকে প্রণাম করিলে, অথবা কদাচিৎ যাঁহাকে স্মরণ করিলে কুক্কুরখাদক চণ্ডালেরও দুর্জাতি প্রভৃতির আরম্ভক প্রারব্ধপাপ-সমূহ নষ্ট হইয়া যায় এবং সে সোম-যাগ-কর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হয়, সেই তোমার সাক্ষাৎ দর্শনহেতু লোক যে কৃতার্থ হইবে, তাহার আর কি কথা!

গোস্বামিচরণ এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপদ্মপুরাণ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥

ফলোন্মুখ পাপের নাম প্রারব্ধ পাপ, বাসনাময় প্রারব্ধত্বোন্মুখ পাপকেই পাপবীজ কহে, বীজত্বোন্মুখ পাপকে কূট পাপ কহে এবং যাহা কূটত্বাদি-রূপ কার্য্যাবস্থত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ। যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্ত হয়, তাঁহাদিগের অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ ও প্রারব্ধ এই পাপচতুষ্টয় যথাক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই পাপনাশ কার্য্য যুগপৎ সম্পাদিত হইলেও কমলপত্রশতবেধ ন্যায়ে ক্রমান্বয়ে কিঞ্চিৎ কালবিলম্বেই হইয়া থাকে জানিতে হইবে।

বহুসংখ্যক কমলপত্র উপর্য্যুপরি স্থাপিত করিয়া সূচিকাদ্বারা বলপূর্ব্বক বিদ্ধ করিলে, সকল পত্রগুলিই একসঙ্গে ভেদ করা হইল বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ সর্ব্বোপরিস্থিত পত্রটিই প্রথমে, তাহার পর তন্নিম্নস্থটি এবং এইরূপে তত্তন্নিম্নস্থ পত্র যথাক্রমে সূচী-বিদ্ধ হইয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বনিম্নস্থ পত্রটি ভেদ করা হয়। গোস্বামিচরণ ভক্তির সর্ব্ববিধ পাপক্ষয়ের অসাধারণ সামর্থ্য ও প্রকার এই অনুরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্যের অনাদিসঞ্চিত অসংখ্য পাপরাশিকে অবস্থাভেদে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব মাত্রেই, ভক্তিই হৃদয়ের অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ ও প্রারব্ধ পাপরাশি যথাক্রমে নষ্ট করেন। মহদপরাধাদি না থাকিলে এই বিবিধ পাপের নাশকার্য্য এত শীঘ্র সম্পাদিত হয় যে তাহা যুগপৎ—এক সঙ্গেই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাপরাধ হৃদয়ের পাপনাশ কার্য্য অপরাধের তারতম্যানুসারে কালসাপেক্ষ হইলেও, ভক্তির মাহাত্ম্যপ্রভাবে সর্ব্ববিধ পাপেরই নাশ অতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীগোস্বামিচরণ শুদ্ধা ভক্তি সাধনের পাপবীজ-হরত্বের প্রমাণ-স্বরূপ অজামিলোদ্ধার প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুদূতগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥

৬।২।১৭

অর্থাৎ তপস্যা চান্দ্রায়ণাদিব্রত ও বিবিধ পুণ্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে পাপী ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার পাপ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার অধর্ম্মজাত মলিন হৃদয়ের সংস্কারাখ্য সূক্ষ্মরূপ পাপ—অর্থাৎ পাপবাসনা তদ্দ্বারা বিনষ্ট হয় না। পাপবাসনাই পাপবীজ, কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা শুদ্ধ-ভক্তির যে কোন অঙ্গের অনুষ্ঠানেই বাসনা পর্য্যন্ত পাপ ক্ষয় হইয়া পাপীর হৃদয় শুদ্ধ হয়।

শ্রীগোস্বামিচরণ শুদ্ধা ভক্তির অবিদ্যা-হরত্বের প্রমাণস্বরূপ পুনরায় পদ্মপুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্॥

অর্থাৎ দাবানলশিখা যেমন সর্পীকে সংহার করে, সেইরূপ অত্যুত্তমা হরিভক্তি বিদ্যাশক্তি সমূহের সহিত আগমন করিয়া অবিদ্যাকে আশু বিনষ্ট করেন।

শ্রীঅজামিলোপাখ্যান বর্ণনের পূর্ব্বে শ্রীশুকদেব শ্রীমৎ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের পাপের ফল—নরক প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী; অতএব মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যমাত্রেরই শাস্ত্রোক্ত পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ এই কথা শুনিয়া বলিয়াছেন—

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্॥

ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাং ক্বচিচ্চরতি তৎপুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৬।১।১০

হে গুরো! রাজদণ্ড, লোকনিন্দা ও নরকপাতাদি অনিষ্টরাশি পাপের অপরিহার্য্য ফলরূপে বিশেষ ভাবে জানিয়াও এবং বহু প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের পরও পাপবাসনার অধীন হইয়া লোকে পুনরায় পাপাচরণ করে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রায়শ্চিত্তের কি ফল হইল? প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হয় না; যদি হইত, তাহা হইলে পুনঃ পাপ-প্ররোহের সম্ভাবনা থাকিত না। প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের পর কেহ কদাচিৎ কোন পাপ হইতে বিরত হইলেও, আবার অন্য সময়ে সেই পাপেই লিপ্ত হয় দেখা যায়। অতএব প্রায়শ্চিত্ত হস্তীর স্নানের ন্যায়ই নিরর্থক বলিয়া আমার মনে হয়।

শ্রীশুকদেব এতদুত্তরে বলিয়াছেন—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥

৬।১।১১

হে রাজেন্দ্র! কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি কোন প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম দ্বারা পাপের আত্যন্তিক নাশ হয় না, আপাততঃ উপশম মাত্রই হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অবিদ্যাবদ্ধ জীবের পাপমূল অবিদ্যার নাশাভাবহেতু পাপ সমূলে নষ্ট হয় না, আপাততঃ নষ্ট হইলেও পাপসংস্কারহেতু পুনঃ পুনঃ পাপান্তরের প্ররোহ হইয়াই থাকে। অতএব অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞানকেই তুমি মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া জানিবে।

শ্রীশুকদেব মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে এই জ্ঞানীর মত উল্লেখ কারিয়া বলিয়াছেন—

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥

দেহবাগ্ বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ॥ ৬।১।১৪

ধীর ধর্ম্মজ্ঞ ও গুরুবেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম অথবা নিয়মাদি দ্বারা সমুদিত তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবেই তাঁহাদের দেহ বাক্ ও বুদ্ধিকৃত মহান্ পাপরাশিও, বেণুসংঘর্ষণ-সমুৎপন্ন অনল দ্বারা যেমন বেণুগুল্ম ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপই বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই সকল সাধনের অতিদুষ্করত্বহেতু এবং বেণুগুল্মানল দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনরায় পাপপ্ররোহের সূচনাহেতু, মহারাজ পরীক্ষিৎকে অপ্রসন্নমনা দেখিয়া শ্রীশুকদেব অন্য মুখ্যতম প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ৬।১।১৫

কিন্তু মহারাজ! কোন কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তপঃ প্রভৃতি সাধন-বিহীন হইয়াও কেবলা ভক্তির বলে সূর্য্যোদয়ে হিমকণের ন্যায়, সর্ব্ববিধ পাপেরই সমূলে বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন।

এই তুচ্ছ পাপ-প্রশমন কার্য্যে ভক্তি মহাদেবীর বিনিয়োগের অনৌচিত্য-হেতু শ্রীশুকদেব পুনরায় বলিয়াছেন—

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিত-প্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া॥

মহারাজ! পাপিব্যক্তি তপসাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া সেরূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না, যেরূপ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গাদি দ্বারা শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তি লাভ করিলে, আনুষঙ্গিকরূপেই পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব এই প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥ ৬।১।১৮

হে রাজেন্দ্র! গঙ্গাদি স্রোতস্বতীর প্রচুর জলপ্রবাহও যেমন সুরা-কুম্ভকে পবিত্র করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ কর্ম্মজ্ঞানময় সুবহু-অনুষ্ঠিত বিবিধ প্রায়শ্চিত্তও নারায়ণপরাঙ্মুখ ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকে কখনও পবিত্র করিতে সক্ষম হয় না।

শ্রীভগবান্ নিজেও শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

(১) ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি॥
১১।১৪।২২

হে উদ্ধব! সত্য এবং দয়াবিশিষ্ট যজ্ঞাদি কর্ম্ম, অথবা তপস্যাদি-বিশিষ্ট শাস্ত্রাভ্যাসজনিত বিদ্যা এই দুইটিই ভক্তিহীন অন্তঃকরণকে কখনও পবিত্র করিতে পারে না।

(২) কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥ ১১।১৪।২৩

ভক্তিসাধন ভিন্ন অন্য কোন সাধনেই অন্তঃকরণ সম্যক্ শুদ্ধ হইতে পারে না। ভক্তিসাধন দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে, রোমাঞ্চের উদয় না হইলে এবং আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত না হইলে, অন্তঃকরণ কিরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে?

(৩) যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥
১১।১৪।২৫

যেমন অগ্নিদ্বারা পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইলেই সুবর্ণ অন্তর্মল পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় উজ্জ্বলরূপ প্রাপ্ত হয়, ক্ষালনাদি দ্বারা নহে, সেইরূপ ভক্তিযোগ দ্বারাই মনের কর্ম্মবাসনাত্মক মল বিদূরিত হইলে জীব শুদ্ধ হয়, কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা নহে। এই ভক্তিসাধন দ্বারা শুদ্ধ জীবই মদীয় লোকে সাক্ষাৎ আমার সেবা-প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে।

ভক্তি কাহাকে বলে, শ্রীসনকাদি ঋষিগণের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন—

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব হি নৈষ্কর্ম্ম্যম্।

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভজনকেই ভক্তি কহে। ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ব-বিধ কামনা রহিত হইয়া মন আদি সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রীভগবানে বিনিয়োগ করাই ভগবদ্ভজন। এই ভজনই ভক্তের নৈষ্কর্ম্ম্য, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মধ্বংস। শ্রীবিশ্ব-নাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন যে, ভগবদ্ভজন ও নৈষ্কর্ম্ম্যের সামানাধিকরণ্য দ্বারা শ্রুতি এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছেন যে, ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই ভক্তের সর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায়। চক্রবর্ত্তিপাদ দেখাইয়াছেন যে, ভক্তি-মাত্রে প্রবৃত্ত হইলেই ভক্তের অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ ও প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহের উৎপলসহস্রদলভেদবৎ ক্রমান্বয়ে নাশ হইয়া যায়। ভক্তের দেহস্থিতি ও সুখ দুঃখ, যাহা প্রারব্ধ কর্ম্মফলের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কর্ম্মফল-জন্য নহে; ভজনাধিক্য সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীভগবদিচ্ছাতেই তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে। কর্ম্মোত্থ সুখ দুঃখের ভোগের পর বীজ থাকিয়া যায়, ফলে নরকপাতাদি হয় এবং কর্ম্মতারতম্যে সুখ দুঃখের তারতম্যও হইয়া থাকে। ভগবদ্দত্ত সুখ দুঃখের ভোগের পর বীজ থাকে না, নরকপাতাদির সম্ভাবনা নাই এবং শ্রীভগবানের স্নেহপাত্রত্ব হেতু প্রকৃত দুঃখের সম্ভাবনাই থাকে না।

ভক্তিসাধনে শ্রীভগবচ্চরণ-সন্নিবিষ্ট মন যে প্রকারে কামনাবাসনাদি-

মলমুক্ত হইয়া শুদ্ধ হয়, তাহার তত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক শ্রীঅবধূত মহাশয় শ্রীমান্ যদু মহারাজকে বলিয়াছেন—

যস্মিন্মনো লব্ধপদং যদেতৎ
শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন্।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্॥ ১১।৯।১২

সত্ত্বগুণে মনের উৎপত্তি হইলেও, রজস্তমোগুণেরও তারতম্যে বিদ্যমানতা হেতু সাধারণ মনুষ্যের মনে গুণত্রয়েরই ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে। সত্ত্বগুণ প্রকাশস্বভাব, রজোগুণের ধর্ম্ম—বিক্ষেপ এবং তমোগুণের ধর্ম্ম—লয়। জীব স্বভাবতঃ শ্রীভগবচ্চরণের আস্বাদনসুখই চায়, কিন্তু শ্রীভগবচ্চরণের বিস্মৃতি হেতু মায়ার অবিদ্যাপ্রভাবে মায়িক মনে অধিষ্ঠিত হইয়া সুখের জন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা মায়িক বিষয় ভোগই করিয়া থাকে, এবং দুঃখস্বরূপ বিষয়ে সুখের সন্ধান না পাইয়া তাহার মন নিরন্তর একটির পর আর একটি বিষয়ের প্রতিই ধাবিত হয়। ইহাই তাহার মনের বিক্ষেপ ধর্ম্ম। এই অবিশ্রান্ত বিক্ষেপ-হেতু ক্লান্ত হইয়া মন তমোগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক নিদ্রাতন্দ্রাভিভূত হয়। ইহাই মনের লয় ধর্ম্ম। নিদ্রাহেতু মনের শ্রান্তি কথঞ্চিৎ দূর হইলেই মন পুনরায় বিক্ষেপেই সমর্থ হয়। কিন্তু পরমানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণে সন্নিবিষ্ট হইতে পারিলে মনের এই দুইটি ধর্ম্মই দূর হইয়া যায়, কারণ অনাদিকাল হইতে যে সুখের কেবল আভাসের জন্যই তাহাকে নিরন্তর অনন্ত স্বর্গ নরকাদি সংসার পরিভ্রমণ করিতে হইতেছিল, তখন সে তাহার পূর্ণ মাত্রায় আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। শ্রীঅবধূত মহাশয় সেইজন্য বলিয়াছেন যে, মায়ামুগ্ধ মনুষ্যের লয়বিক্ষেপাত্মক মন কেবলমাত্র পরমানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণে লব্ধাস্পদ হইলেই শনৈঃ শনৈঃ অনাদিজন্মসঞ্চিত কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং তদবস্থায় সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিহেতু রজঃ ও তমোগুণ নির্জ্জিত হইলে

মনের বিক্ষেপ ও লয় দুই ধর্ম্মই দূর হইয়া যায়। তখন মন বৃত্ত্যন্তরশূন্য হইয়া ভগবন্ময় হইয়া যায় এবং তৎফলে সত্ত্বগুণও ক্ষীণ হইলে, গুণবৃত্তিশূন্য মন তখন নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি শ্রীভগবচ্চরণে নিমজ্জিত হইয়াই থাকে। শ্রীপৃথু মহারাজও সেই কথাই বলিয়াছেন—

যৎপাদ সেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষ জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥

৪।২১।৩১

যেমন শ্রীভগবচ্চরণ-বিনিঃসৃতা পবিত্র-সলিলা গঙ্গা উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা হইয়া ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, সেইরূপ বহু সৌভাগ্যের ফলে সেই চরণ সেবায় অভিরুচি জন্মিলে, সেই অভিরুচিই প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংসার-তপ্ত জীবের কোটিজন্মসঞ্চিত চিত্তমল সদ্যঃ সদ্যই বিদূরিত করে। অহো! শ্রীভগবচ্চরণ-সম্বন্ধেরই এতাদৃশ মহিমা যে, বহু জন্মের তপোজ্ঞান প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানেও যাহা ক্ষীণ হয় না, সেই চিত্তমল ক্ষণকালের মধ্যেই অনায়াসে বিধৌত হইয়া যায়।

শ্রীসনৎকুমার পৃথু মহারাজকে বলিয়াছেন—

যৎ পাদ-পঙ্কজ-পলাস-বিলাস-ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

৪।২২।৩৯

অহো! যাঁহার পাদপদ্মপলাসের (অর্থাৎ চরণাঙ্গুলির) প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানা কান্তির স্মরণ মননাদি দ্বারা ভক্তগণ অনাদি কর্ম্মবাসনাময় অহঙ্কার-

গ্রন্থি অনায়াসে ক্ষণকালের মধ্যেই উদ্‌গ্রন্থিত করিয়া থাকেন, কিন্তু সন্ন্যাসিগণ বহুজন্মের অভ্যাসের ফলে ইন্দ্রিয়বর্গের গতি নিরোধ করিয়াও তাহা স্বল্পমাত্রও শিথিল করিতে পারেন না, হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই বাসুদেবের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভজন করুন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন যে, যেমন স্রোতস্বিনীর স্রোতোবেগ বলপূর্ব্বক নিরোধ করিতে যাইলে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হয়, সেইরূপ সাধুগণ বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বর্গের গতি নিরুদ্ধ করিয়া জ্ঞানীর ন্যায় রিক্তমতিত্বের পরিচয় দেন না; অধিকন্তু তাঁহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের গতি শ্রীভগবৎসৌন্দর্য্যামৃত-সিন্ধুর প্রতিই প্রবাহিত করিয়া অনায়াসে কৃতার্থ হয়েন।

শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও শ্রীনন্দ মহারাজকে বলিয়াছেন—

যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবিশ্য মনো বিশুদ্ধম্।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্ক-বর্ণঃ॥

১০।৪৬।২৩

অর্থাৎ মৃত্যুকালে যাঁহার চরণকমলে ক্ষণকালের নিমিত্ত মনঃসন্নিবেশের ফলে অনাদি কর্ম্মবাসনা দগ্ধ হইয়া মন বিশুদ্ধ হইয়া যায় এবং তেজোময় চিন্ময়দেহে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেই শ্রীভগবানে যাঁহারা এতাদৃশ প্রেমবান্, জগতে তাঁহাদের আর কোন কর্ম্মই অবশিষ্ট নাই। সেইজন্যই ভগবান্ শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥

৩।২৫।৪১

অর্থাৎ দৃঢ় শুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা নিশ্চল ভাবে আমাতে মন সমর্পণ করাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থের চরম উৎকর্ষ বলিয়াই জানিবে।

শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ কোন মহাজনের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

কাষায়ান্নচ ভোজনাদি-নিয়মান্নো বা বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনি-ব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীত কলিন্দশৈল-তনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভস্য লেশাদপি॥

অর্থাৎ বীর্য্যহানিকর কষায়াদি সেবন, ভোজনাদি নিয়ম, বনবাস, শাস্ত্রব্যাখ্যা, মৌনব্রত ও তীর্থ-পর্য্যটনাদি দ্বারা কামনা-বাসনার ক্ষয়াভাব হেতু চিত্তশুদ্ধি হয় না। কিন্তু উন্নত শ্রীযমুনাতীরপ্রদেশে নিত্য বিহরণশীল শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ-ভজনারম্ভের লেশমাত্রেই কোটি জন্মার্জ্জিত সর্ব্ব-প্রকার বাসনাই নষ্ট হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়।

গোস্বামিচরণ এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে ভগবদ্ভজনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন—

যদি মধুমথন ত্বদঙ্ঘ্রি সেবাং
হৃদি বিদধাতি জহাতি বা বিবেকী।
তদখিলমপি দুষ্কৃতং ত্রিলোকে
কৃতমকৃতং ন কৃতং কৃতঞ্চ সর্ব্বম্॥

হে মধুসূদন! বিবেকী জন যদি মনে মনেও তোমার চরণারবিন্দের সেবা বিধান করেন, তাহা হইলে ত্রিলোকী মধ্যে যত পাপ আছে, তাঁহার সম্বন্ধে তৎসমুদায় কৃত হইলেও তাহা তাঁহার কৃত হয় না; আর অবিবেকী-জন যদি তোমার চরণারবিন্দের সেবা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ত্রিভুবনে যত পাপ আছে, তৎসমুদায় কৃত না হইলেও তাহার সম্বন্ধে কৃত হয়, অর্থাৎ

ভগবচ্চরণ-ভজনাভাব হেতু নিত্যনৈমিত্তিকাদি সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও সে অধঃপতিত হইয়া সর্ব্ববিধ পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়।

শ্রীভগবচ্চরণ-সন্নিবিষ্ট মনে কামনা-বাসনার গন্ধ না থাকিলেও ভগবদ্বিষয়ক সহস্র কামনার উদয় হয়। শ্রীভগবদ্বিষয়ক কামনা নির্গুণ চিত্তবৃত্তি, তাহার উদয়েই গুণবৃত্তি কামনা বিদূরিত হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ শ্রীব্রজদেবীগণকে বলিয়াছেন—

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ১০।২২।২৬

অর্থাৎ আমাতে আবিষ্টচিত্ত একান্তভক্তমাত্রেরই কামনা-বাসনা ফলান্তরাভিলাষে পর্য্যবসিত হয় না, কিন্তু স্বয়ংই আস্বাদ্য হইয়া থাকে। ভর্জ্জিত ও ক্বথিত যবের কখনও কি অঙ্কুর উৎপন্ন হয়? আমার একান্ত ভক্তের মদর্চ্চনসঙ্কল্পাত্মক কামনা স্বরূপতই ভর্জ্জিত যবসদৃশ। ভর্জ্জিত যব স্বাদ বিশেষের জন্য পুনরায় ঘৃতদ্বারা ভর্জ্জিত ও তৎপরে গুড়াদি দ্বারা ক্বথিত, অর্থাৎ পাক করা হইলে, আর যেমন তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু তাহা নিজেই আস্বাদ্য হয়, আমার একান্ত ভক্তগণের কামনাও ঠিক সেইরূপ।

শ্রীভগবান্ দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—

মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্। ১।৬।২২

অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে ঐকান্তিক কামনাহেতুই সাধুগণ সর্ব্বপ্রকার বিষয় কামনা হইতে মুক্ত হইয়া যান।

শ্রীভগবচ্চরণ ভজনের ফলে যে হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির ঈষৎ আবির্ভাব হয়, সে হৃদয় হইতেও চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ এবং সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির বাসনা তিরোহিত হইয়া যায়, স্বর্গাদি নশ্বর সুখভোগ-বাসনার ত কথাই নাই। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার বলিয়াছেন—

মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥

অর্থাৎ হৃদয়ে অল্পমাত্র ভগবদ্বিষয়া রতি আবির্ভূতা হইলেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থচতুষ্টয় সর্ব্বতোভাবে তৃণ-তুল্য তুচ্ছ বোধ হয়।

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিযাছেন—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ ৯।৪।৬৭

হে মুনে! আমার ভজন ফলে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও আমার ভক্তগণ তাহা পাইতে ইচ্ছা করেন না, কালবিধ্বস্ত স্বর্গাদি লোকের ত কথাই নাই, কারণ তাঁহারা আমার সেবাসুখেই সদা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীনাগপত্নীগণের স্তুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥
১০।১৬।৩৭

হে দেব! যাঁহারা আপনার চরণরজের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর সার্ব্বভৌম, স্বর্গরাজ্য, ব্রহ্মপদ, রসাতলাধিপতিত্ব, যোগসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও বাঞ্ছা করেন না।

দশম প্রবন্ধ

-※-

শুদ্ধভক্তিসাধনে মনোজয়

আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াছি যে, বহির্ম্মুখ মনুষ্যের বহু সৌভাগ্যের ফলে শুদ্ধ-ভক্তের সঙ্গলাভ হইয়া থাকে এবং একমাত্র শুদ্ধভক্ত-কৃপাবলেই মনুষ্যের শুদ্ধভক্তিসাধনে অধিকার লাভ হয়। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত বহির্ম্মুখ মনুষ্যের কামনাকলুষিত অত্যন্ত মলিন হৃদয়ও শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধভক্তি-যাজনে অচিরাৎ বিশুদ্ধ হইয়া যায়। শুদ্ধভক্তসঙ্গের আভাসপ্রভাবেই, অত্যন্ত সকাম ব্যক্তিও তাহার কামপূরণের জন্য কেবল ব্যবহারিক উপায় অবলম্বন বা দেবতান্তরের উপাসনা না করিয়া শ্রীভগবচ্চরণেই শরণাপন্ন হয়। এই সকাম ভজনের ফলে তাহার কামবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়, অধিকন্তু ভজনকালে শ্রীভগবচ্চরণের আস্বাদনহেতু তাহার চিত্তের সকল কামরোগই ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবান্‌ই স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক সেই কার্য্যের সমাধান করিয়া থাকেন। সকাম ভক্তের এই চিত্তশুদ্ধির প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৫।১৯।২৬

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা, তাঁহার নিকট অর্থাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা প্রদান করেন সত্য; কিন্তু তিনি পরমার্থদ,

অর্থার্থীকে কেবল অনর্থস্বরূপ বিষয় দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন না, তাহার যে হৃদয় হইতে পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগকামনার উদয় হয়, তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃপাপূর্ব্বক সেই হৃদয়ে নিজের অশেষ মাধুর্য্যময় পাদপল্লব স্থাপিত করিয়া তাহার পরম হিতসাধন করেন। সর্ব্বকামপরিপূরক সে চরণের একবার আস্বাদন পাইলেই তখন তাহার হৃদয় হইতে যত প্রকার ইচ্ছার উদ্গম হয়, সকলেরই মস্তক তাঁহার পাদপল্লব দ্বারা সুশোভিত হয়; অর্থাৎ তখন তাহার সকল কামনা বাসনাই কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যে পরিণত হয়—সে সকল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই দূরে পরিহারপূর্ব্বক কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছাময় হইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়।

বিষয় ভোগ করিয়া কেহ কখনও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, বিষয়ভোগে প্রকৃত সুখের অভাব হেতুই একটি বিষয় ভোগের পরই আর একটি বিষয় ভোগ করিবার ইচ্ছা হয়। এই পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তীচ্ছা ও দুঃখোদর্কতা হেতু বিষয়কে অনর্থ বলিয়াই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিষয় পাইলে, সেই বিষয় ভোগের পর আর বিষয়ান্তর প্রাপ্তির ইচ্ছার উদ্গম হয় না। ভগবদ্দত্ত বিষয়কে এইজন্যই শাস্ত্রকার উৎখাতবিষদন্ত সর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সে বিষয়ের দংশনে বিষোদ্গার হয় না—তাহা ভোগের পর ভোগেচ্ছামাত্রই নিবৃত্ত হইয়া যায়। কেবল কর্ম্মফলপ্রাপ্ত বিষয়ই ভোগের পর পুনঃ পুনঃ ভোগেচ্ছার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই জন্যই শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ২।৩।১০

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধি-কামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়॥

শ্রীধ্রুব মহাশয় রাজ্যভোগকামনায় শ্রীভগবচ্চরণ ভজন করিয়া শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

হে প্রভো! রাজ্য পাইবার অভিলাষে তপস্যা করিয়া আমি দেব-মুনীন্দ্রগণেরও অপ্রাপ্য তোমাকে পাইয়াছি। আমি কাচ অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তোমার ন্যায় দিব্যরত্ন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি; অতএব আমি এখন আর কোনও বর প্রার্থনা করি না।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ও ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেবের বরপ্রদানে আগ্রহ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥৭।১০।৭

হে বরদশ্রেষ্ঠ! যদি আমি কাম্য বর প্রার্থনা করিলেই পরমোদার আপনার সন্তোষ হয়, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, যেন আমার হৃদয়ে কামাঙ্কুরের উৎপত্তিই কখনও হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

হিতৈষিণী জননী যেমন অঙ্গুলিদ্বারা মৃদ্ভক্ষণশীল বালকের মুখ হইতে মৃত্তিকা বাহির করিয়া লইয়া শর্করা প্রদান করেন এবং শর্করার আস্বাদন পাইয়া বালক তাহার ঐ দুঃস্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শর্করারসেই আসক্ত হয়

শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপে সকামভজনকারীর বিষয়ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করাইয়া তাহাকে স্বচরণেই অনুরক্ত করেন।

অতএব শুদ্ধভক্তসঙ্গের আভাসের অর্থাৎ পরম্পরায় ভক্ত ও ভগবানের মহিমাদি শ্রবণের ফলেই, কামনাকলুষিতচিত্ত বহির্ম্মুখ মনুষ্য কাম্যবিষয়-প্রাপ্তির নিমিত্ত এইরূপে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া শ্রীধ্রুব-প্রহ্লাদাদিরই ন্যায় চরম কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শুদ্ধ ভক্তের সাক্ষাৎ সঙ্গলাভ ঘটিলে, অনন্তজন্মার্জ্জিত বিষয়ভোগ-বাসনা প্রথমাবস্থায় পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও সে তাহার সকল বিষয়ই শ্রীভগবানে সমর্পণ-পূর্ব্বক ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। দেবর্ষি নারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্‌॥১।৫।৩৩

অর্থাৎ কোন দ্রব্যের অধিক সেবনের ফলে মনুষ্যের রোগোৎপত্তি হইলেও, সে তাহা সহজে ত্যাগ করিতে পারে না; কিন্তু সেই দ্রব্যই দ্রব্যান্তর মিশ্রিত হইয়া পুনরায় সেবিত হইলে, তাহাই পূর্ব্বকৃত রোগের নাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ বিষয়ভোগহেতু বহির্ম্মুখ মনুষ্যের চিত্ত কামনাকলুষিত হইয়া অশেষ দুঃখের কারণ হইলেও, সে কোনরূপেই বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারে না; কিন্তু সেই বিষয়ই শ্রীভগবানে সমর্পণপূর্ব্বক ভোগ করিলে, ভগবৎসম্বন্ধ পাইয়া তাহাই তাহার চিত্তশুদ্ধির কারণ হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া থাকে।

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের আভাস ও সঙ্গ লাভেরই এতাদৃশ মহিমা। বহির্ম্মুখ মনুষ্যের বহু সৌভাগ্যের ফলে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ ও কৃপা লাভ ঘটিলে, একমাত্র শুদ্ধ ভক্তিযাজনেই সে অচিরাৎ অনায়াসে শুদ্ধচিত্ত লইয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধা সাধনভক্তির যে কোন অঙ্গের অনুষ্ঠানেরই মুখ্যফল শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমলাভ এবং প্রত্যেক অঙ্গেরই অবান্তর বা আনুষঙ্গিক ফলরূপে চিত্তশুদ্ধি স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবৎকথাশ্রবণ এবং শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনই শুদ্ধা সাধনভক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্গদ্বয়। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার বর্ণনময় বাক্যই ভগবৎকথা। এই কথা ও কথনীয় শ্রীভগবানে কোনও ভেদ নাই, দুইই এক স্বপ্রকাশ চিদ্বস্তু—সাধুকৃপাহেতুই কৃপা করিয়া শ্রীভগবৎকথা মনুষ্যের রসনাদিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। একমাত্র সাধুকৃপাবলেই মনুষ্যের শ্রীভগবৎকথাশ্রবণে রুচিলাভ হইয়া থাকে। এ জগতে সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা লাভই মনুষ্যের পক্ষে দুর্লভাতিদুর্লভ—কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলেই তাহা কাহারও কাহারও ঘটিয়া থাকে।

শ্রীসূতমহাশয় নৈমিষারণ্যে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে ভগবৎকথায় রুচিলাভের প্রকার যথাক্রমে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ ১।২।১৬

হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থনিষেবণাদিদ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তিরই সাধুসেবা-লাভের সৌভাগ্য হয় এবং সাধুসেবাদ্বারাই সাধুর ধর্ম্মে শ্রদ্ধার উদয় হয়। এই শ্রদ্ধার উদয় হইলেই সাধুমুখে ভগবৎকথাশ্রবণের ইচ্ছার উদ্গম হয় এবং সেই শ্রবণেচ্ছা হইতেই ভগবৎকথায় রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩।২৫।২৫

হে মাতঃ! প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গেই আমার মাহাত্ম্যসূচক লীলাকথা শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা জীবের জড় হৃদয় ও কর্ণ সঞ্জীবিত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। সাধুমুখোচ্চারিত আমার কথাসেবনের ফলেই জীবের অনাদি অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া আমার কথায় শ্রদ্ধা এবং আমাতে রতি ও প্রেম উত্তরোত্তর উদিত হইয়া থাকে।

সাধুকৃপায় ভগবৎকথাশ্রবণে রুচি উৎপন্ন হইলেই, শ্রীভগবৎকথা যে প্রণালী ও ক্রমানুসারে সাধকের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তাহার কৃতার্থতা সম্পাদন করেন, তাহা শ্রীসূতমহাশয় এইরূপ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ ১।২।২১

শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও লীলাদি কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনই পরম পবিত্র-কারক। এই কথা ও কথনীয় শ্রীভগবানের অভিন্নতাহেতু, শ্রীভগবান্ সাধুভক্তের মুখ হইতে কথারূপে বহির্গত হইয়া শুশ্রূষু সাধকের কর্ণপথদ্বারে তাহার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই হৃদয়ের কামনাবাসনাদি অমঙ্গল আবর্জ্জনা নিজেই বিদূরিত করিয়া তাহা পরিমার্জ্জিত করিয়া লয়েন, কারণ তিনি সাধুগণের সুহৃৎ, সাধুর কৃপা হইলেই তাঁহার কৃপা অবশ্যম্ভাবী।

নিরন্তর ভগবদ্ভক্তের সেবা ও ভাগবতশাস্ত্রানুশীলন দ্বারা এইরূপে হৃদয়ের অভদ্ররাশি বিনষ্টপ্রায় হইলে শ্রীভগবানে নিশ্চলা ভক্তির উদয় হয়।

তখন রজঃ ও তমোগুণোৎপন্ন কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি উপদ্রবের দ্বারা চিত্ত আর অভিভূত না হইয়া কেবল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানেই আসক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে।

এইরূপে প্রতিক্ষণ ভগবদ্ভজনহেতু জাতরতি সাধকের চিত্ত বিষয়সংস্পর্শ-শূন্য হইলে, সেই চিত্তে প্রেমের উদয় হয় এবং প্রেমবান্ ভক্তই শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

চিত্তে ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্তের চিত্তের সকল অহঙ্কারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারূপ সংশয়সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সঞ্চিত ও প্রারব্ধ সকল কর্ম্মফলই নষ্ট হইয়া যায়।

এই শ্লোকোক্ত হৃদয়গ্রন্থিভেদ, সংশয়চ্ছেদ ও কর্ম্মক্ষয় এই কার্য্যত্রয় ভগবৎসাক্ষাৎকারের মুখ্যফল নহে, ভগবচ্চরণের সেবারূপ পরমানন্দপ্রাপ্তিই তাহার মুখ্যফল। হৃদয়গ্রন্থি-ভেদাদিকার্য্য ভগবৎসাক্ষাৎকারের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। শ্রীভগবৎকথার শ্রবণ-মননই সাধকহৃদয়ের সংশয়চ্ছেদের হেতু—শ্রবণদ্বারা শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা এবং মননদ্বারা আত্মযোগ্যতাগত অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা বিদূরিত হইয়া যায়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের ফলে নিখিলকর্ম্মের সম্পূর্ণ ধ্বংস হইলেও ভগবদিচ্ছায় ভাগবদ্ধর্ম্ম প্রচারাদির জন্য ভক্তগণে প্রারব্ধকর্ম্মাভাসের স্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীসূতপ্রোক্ত শ্রীভগবৎকথার এই অপার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীমৎ পরীক্ষিতের স্বানুভূতিই প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছেন—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥

২।৮।৫

হে গুরো! শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য ভগবৎকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফলে শ্রীভগবান্ অচিরাৎ সাধকের কর্ণপথদ্বারে কথারূপেই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন; এবং শরৎকালের আগমন মাত্রেই নদী তড়াগাদির জল যেমন স্বতই নির্ম্মল হয়, ভক্তের চিত্তও ভগবদাবির্ভাব মাত্রেই সেইরূপ স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়া যায়। যেমন নির্ম্মাল্যাদি দ্রব্যান্তরসংযোগে কুম্ভস্থ জল শোধিত হইলেও, মল পৃথক্‌ভাবে কুম্ভের তলদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে এবং কুম্ভের সঞ্চালনে সেই জল পুনরায় মলিন হয়, সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগ সাধনে চিত্তের শোধন হইলেও, চিত্তের বাসনারূপ সূক্ষ্ম মলসমূহ সমূলে নষ্ট হয় না এবং উদ্দীপক কারণ পাইলেই চিত্ত পুনরায় ঐ বাসনা কর্ত্তৃক ক্ষুব্ধ হইতে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীভগবান্ যে হৃদয়ে একবার প্রবেশ করেন, তাহাতে কামনা বাসনার গন্ধ পর্য্যন্তও আর থাকে না। হৃদয়ে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে ভক্ত আর তাঁহার চরণ ছাড়িতে পারেন না। বহুকাল অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া পরিশ্রান্ত পথিক প্রবাস হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলে যেমন আর গৃহ ত্যাগ করিতে চাহে না, ভক্তও সেইরূপ অনাদিকাল হইতে দুরন্ত সংসারপথভ্রমণের দুঃখ সহ্য করিয়া স্বধাম শ্রীকৃষ্ণচরণে পৌঁছিয়া নিত্য পরমানন্দ প্রাপ্তি হেতু আর তাহা ছাড়িতে পারেন না।

শ্রীভগবৎকথার এতাদৃশী কৃপাশক্তি পদে পদে অনুভব করিয়া কথাশ্রবণে আগ্রহাতিশয্যহেতু মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা
সত্ত্বঞ্চ শুধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ॥

১০।৭।২

হে প্রভো! যদি আপনি আমাকে উপযুক্ত মনে করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে যে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে সমস্ত মনোগ্লানি ও তন্মূলভূতা বিবিধা তৃষ্ণা অনায়াসে অপগত হইয়া জীবের চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং শ্রীহরিচরণে ভক্তি ও হরিদাসে সখ্যের উদয় হয়, সেই মনোহারী শ্রীভগবল্লীলাকথাই আমার নিকট বর্ণন করুন।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের পূর্ব্বোক্ত অনুভূতির সমর্থন ও অভিনন্দন করিয়াই বলিয়াছেন—

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ॥
বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎ-পাদসলিলং যথা॥

১০।১।১৬

হে রাজর্ষিসত্তম! তোমার বুদ্ধি সম্যগ্রূপেই নিশ্চয়াত্মিকা হইয়াছে, যেহেতু ভগবৎকথায় তোমার আত্যন্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছে। শ্রীভগবানের পাদপদ্মবিনিঃসৃতা গঙ্গা যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, সেইরূপ তাঁহার কথাও প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

শ্রীশুকদেব শ্রীমৎ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য ।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ দুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥

১২।৪।৪০

অহো ! বিবিধ দুঃখদাবানলদ্বারা সম্পূর্ণ পরিদগ্ধচিত্ত মানবের পক্ষে এই দুস্তর সংসারসিন্ধু অতিক্রম করিতে হইলে, একমাত্র প্লব-স্বরূপ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথার অমিয়পূর্ণ রসাস্বাদন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই আর নাই।

পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাস-লীলাকথার শ্রবণকীর্ত্তনের ফলশ্রুতিতে বলিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

১০।৩৩।৩৯

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব রাসক্রীড়ার কথা নিরন্তর শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তিনি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া তদনন্তর অচিরেই জিতেন্দ্রিয় হয়েন এবং হৃদয়ের কামাদি রোগ হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হইয়া যান।

এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের এই লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে প্রথমেই শ্রীভগবচ্চরণে প্রেম লাভ হয় এবং তাহার পর চিত্ত কামনাবাসনাদি মল হইতে মুক্ত হয়। জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গে শমদমাদি ও যমনিয়মাদি কঠোর সাধনের ফলে

চিত্ত শুদ্ধ হইলে তবে জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগের অধিকার হয়। কিন্তু যেমন ধূলিকর্দ্দমাদিলিপ্ত শিশু জননীর জন্য কাঁদিতে থাকিলে, স্নেহময়ী মাতা তাহাকে অগ্রে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পর তাহার মলিন দেহ পরিষ্কৃত করিয়া দেন, সেইরূপ ভক্তিমার্গে সাধকের শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি থাকিলেই ভক্তিদেবী তাহাকে প্রথমে স্বচরণে স্থান দিয়া তাহার পর তাহার চিত্তশুদ্ধ্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভক্তিমার্গের ইহাই পরম বৈশিষ্ট্য।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীভগবানের সর্ব্বলীলা-শিরোমণি শ্রীরাসলীলা কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনের এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে, তাহার ফলে শ্রদ্ধাবান্ শুদ্ধভক্তিসাধকের হৃদয়ের কামনাশ ও প্রেমলাভ যুগপৎ সংঘটিত হইলেও, প্রেমের প্রভাবই প্রথমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীরাস-লীলা কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য একমাত্র শুদ্ধভক্তের সঙ্গ ও কৃপা-সাপেক্ষ। শুদ্ধভক্তের সঙ্গপ্রভাবে শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনজনিত হৃদয়ের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁহার কৃপাপ্রভাবেই সাধুনিন্দাদি মহদপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। এইরূপে হৃদয় পাপ ও অপরাধশূন্য হইলেই সে হৃদয়ে শ্রীরাসাদি লীলা-কথায় শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং তাদৃশ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই সেই লীলা-কথা শ্রবণের ফলে হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব প্রথমে প্রকাশ পাইয়াই সকল কামরোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

একাদশ প্রবন্ধ

শুদ্ধভক্তিসাধনে মনোজয়

শুদ্ধা সাধন-ভক্তির প্রথম অঙ্গ শ্রীভগবৎকথা শ্রবণের অপার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে যেরূপ ভূয়োভূয়ঃ বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীনামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যও সেইরূপ এবং তদপেক্ষা অধিক বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের নাম ও নামী-শ্রীভগবান্ এক ও অভিন্ন বস্তু, সুতরাং শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীভগবানের নামও মায়াতীত, পূর্ণ ও চিন্ময়-রসস্বরূপ; কিন্তু জীবোদ্ধার-কার্য্যে নামী অপেক্ষা নামেরই অধিক কৃপা প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানেরই ন্যায় শ্রীনাম জীবের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, জীব যখনই সেবোন্মুখ হয়, স্বপ্রকাশস্বরূপ শ্রীনাম তখনই কৃপা প্রকাশ করিয়া তাহার প্রাকৃত রসনায় স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। সুতরাং নাম ও নামী অভিন্নাত্মা হইলেও উভয়ের মধ্যে কৃপার পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামকীর্ত্তনের অচিন্ত্য মহা-প্রভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন জীবের চিত্তরূপ দর্পণকে অনায়াসে মার্জ্জিত করিয়া দেন, তাহার সংসারমহাদাবাগ্নি অচিরাৎ নির্ব্বাপিত করেন এবং

চন্দ্রকিরণসদৃশ হইয়া তাহার অশেষ কল্যাণরূপ কুমুদরাজিকে প্রস্ফুটিত করেন। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন সাধকহৃদয়ে বিদ্যা-বধূর জীবনস্বরূপ, এবং প্রতিক্ষণে আনন্দরূপ অম্বুধি বর্দ্ধিত করিয়া পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন দান করেন। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন জীবের দেহ, আত্মা, প্রাণ, মন ও সকল ইন্দ্রিয়গণেরই পরিতৃপ্তি সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন জগতে এইরূপ সর্ব্বমঙ্গলময় উৎকর্ষে দেদীপ্যমান থাকুন।

শ্রীনামমাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীপদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

হে বিপ্র! কাহারও বাক্যে, মনে কিম্বা কর্ণে একটিমাত্র নাম উদিত হইলেই সে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করে। নাম শুদ্ধ, অশুদ্ধ, বর্ণ-ব্যবহিত কিম্বা বর্ণরহিত হইলেও ফল অনিবার্য্য। কিন্তু দেহ-ধন-জন-লোভপরায়ণ পাষণ্ড হইলে শীঘ্র ফলজনক হয়েন না। এইরূপ স্থলে বিলম্বসাপেক্ষ হইলেও নামের ফল অনিবার্য্য বলিয়াই জানিবে।

শ্রীঅজামিলোদ্ধারপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ৬।২।১৪

অর্থাৎ অন্যত্র সঙ্কেত পরিহাস, অগৌরব বা হেলা করিয়াও শ্রীভগবন্নামোচ্চারণের ফলে জীবের প্রারব্ধাদি অশেষ পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

অন্যত্র সঙ্কেত পূর্ব্বক নামোচ্চারণকেই নামাভাস কহে, নামাপরাধ না থাকিলে তাহার ফলেও শ্রীঅজামিলের ন্যায়, জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবিরূপে লাভ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার ত কথাই নাই, পরিহাস অগৌরব বা হেলা

করিয়াও নামগ্রহণ করিলে, নামই কৃপাপূর্ব্বক জীবের চিত্তশুদ্ধ্যাদি-সংসার-নাশ অবান্তররূপে প্রাপ্তি করাইয়া, তাহার চরম পুরুষার্থ প্রেম তাহাকে যথাসময়ে দিয়া থাকেন। নামের মুখ্যফল শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমলাভ, পাপ-ক্ষয় ও মুক্তি তাহার গৌণফল মাত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥

জীবের প্রতি শ্রীনামের এতাদৃশী কৃপা যে, নামগ্রহণে দেশ, কাল ও পাত্রের শুদ্ধ্যশুদ্ধিব কোনও বিচার পর্য্যন্ত নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥

শ্রীনাম কেবল দশবিধ নামাপরাধেরই বিচার করেন; নামাপরাধ পরিহারপূর্ব্বক নিরন্তর নামগ্রহণের ফলে পূর্ব্বকৃত নামাপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, সাধক নিজের যথার্থ স্বরূপের—কৃষ্ণদাসস্বরূপের স্ফূর্ত্তি লাভ করেন এবং তৎসঙ্গেই তাঁহার অনাদিকালসঞ্চিত কামনা-বাসনাদি চিত্তমল স্বয়ংই সমূলে বিদূরিত হইয়া যায়।

শ্রীঅজামিলোদ্ধারবর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক নামমাহাত্ম্য বিশেষপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীধর-স্বামি-প্রমুখ আচার্য্যগণ বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া নামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছেন—

নাম্নো হি যাদৃশী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ॥

অর্থাৎ নামের যত পাপ নষ্ট করিবার শক্তি আছে, তত পাপ কোন পাতকী মনুষ্যই করিতে পারে না।

পূজ্যপাদ আচার্য্যপাদগণ দেখাইয়াছেন যে, শ্রীনামের এই পাপনাশন কার্য্য কেবল অননুসংহিত কার্য্যমাত্র। অননুসন্ধানেও নাম গ্রহণ করিলে নামগ্রহণকারীর চিত্তে শ্রীভগবৎপ্রেমের আবির্ভাব করাই শ্রীনামের মুখ্য কার্য্য এবং পাপনাশ সেই কার্য্যের অবান্তরফলরূপে আপনিই সিদ্ধ হইয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণদ্বারাই তাঁহারা এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগৈরিব॥

অর্থাৎ যেমন শৃগাল কুক্কুরাদি পশুগণকে গুহা হইতে তাড়াইবার জন্য সিংহের কোন অনুসন্ধান না থাকিলেও, সিংহের কেবল রব শ্রবণমাত্রেই তাহারা দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ অননুসন্ধানে নাম গ্রহণ করিলেও অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই নামগ্রহণকারী সর্ব্ববিধ পাতক কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইয়া যান। এই অনুরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা শাস্ত্র ইহাই প্রমাণ করিতেছেন যে, পাতকই কর্ত্তৃরূপে নামগ্রহণকারী পাতকীকে পরিত্যাগ করে এবং এই পাতকদূরীকরণকার্য্যে নামের কিম্বা নামোচ্চারণকারী পাতকীর কোন প্রয়াস বা অনুসন্ধানের অপেক্ষা নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে, শ্রীনামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র সহস্র পুরাণবচন নামের পরমস্বাতন্ত্র্যই প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বচনকে নামের অর্থবাদ বলিয়া শঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই, কারণ অর্থবাদের প্রয়োজন কেবল বিধিশেষত্বে এবং অপ্রাপ্ত অর্থ সম্বন্ধেই বিধির প্রয়োজন হইয়া থাকে। নাম পরম-স্বতন্ত্র স্বপ্রকাশতত্ত্ব, নামের প্রভাবপ্রকটন সম্বন্ধে বিধির অপেক্ষা নাই; সুতরাং নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদের

প্রসঙ্গই হইতে পারে না। পরন্তু নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অর্থবাদ ও অর্থান্তর-কল্পনা এই দুইটিই দশবিধ নামাপরাধের অন্তর্ভূত।

দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে একটি থাকিলেও, নামের অপ্রসন্নতাহেতু নাম স্বপ্রভাব সংগোপন করেন। সাধুনিন্দা ও নামবলে পাপে প্রবৃত্তি এই দুইটিই অতি প্রবল নামাপরাধ। এই অপরাধদ্বয়হেতু নামাশ্রয়ী বহুকাল—এমন কি বহুজন্মও নামের ফলে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হুতাদি সর্ব্ব শুভ ক্রিয়ার সহিত নামের সাম্যবুদ্ধিও একটি নামাপরাধ। সুতরাং এই অপরাধহেতু এবং ধর্ম্মব্রতাদির অঙ্গরূপে নামকে গুণীভূত করিবার জন্য কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী যে নামাপরাধযুক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীনাম স্বীয় দাক্ষিণ্যগুণে এই স্বল্প স্বাপকর্ষ স্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগের কর্ম্মাদির ফল দিয়া থাকেন। এই প্রকার দশবিধ নামাপরাধ হইতে সাধকের নিষ্কৃতি লাভ করিবার একমাত্র উপায় শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইয়া নিরন্তর ও অবিশ্রান্ত নামগ্রহণ। তাহার ফলে নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইলে, শ্রীনামই কৃপাপূর্ব্বক নামগ্রহণের মুখ্যফল—প্রেম পদান করিয়া থাকেন এবং প্রারব্ধাদি সর্ব্ববিধ পাপ নাম-গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফলরূপে আপনিই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীঅজামিলোদ্ধারপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুদূতগণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ ৬।২।১০

অর্থাৎ নাম যেরূপেই উচ্চারিত হউন না—সঙ্কেতিতভাবে অর্থাৎ নামাভাসরূপে, অননুসন্ধানে, অবশভাবে, অশুদ্ধভাবে, বর্ণরহিত বা বর্ণ-ব্যবহিতরূপে, যে কোন রূপে উচ্চারিত হইলে, একটি নামই উচ্চারকের ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা ও গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহাপাতকের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্তরূপে স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন; কারণ নামোচ্চারণ-

মাত্রেই স্বনামপ্রিয় শ্রীভগবান্ মনে করেন যে, "আমার নামোচ্চারণকারী এই ব্যক্তি আমারই জন এবং আমাকর্ত্তৃক সর্ব্বথা রক্ষণীয়।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের টীকায় নামমাহাত্ম্যের বহু বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সকল প্রকার পূর্ব্বপক্ষেরই খণ্ডন করিয়াছেন। দাসীপুত্রের নামকরণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অজামিল বহুবার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়াছিল। প্রথম নামেই যদি তাহার পাপক্ষয় হইত, তাহা হইলে সে পুনরায়—পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ কেন করিল? অতএব সে অন্তিমকালে যে নামোচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার পর পুনঃ পাপাচরণের অভাবহেতু তাহাই তাহার মুক্তির কারণ হইয়াছিল। এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনের নিমিত্ত চক্রবর্ত্তিপাদ স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

বর্ত্তমানঞ্চ যৎপাপ যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥

অর্থাৎ শ্রীনামকীর্ত্তন-অনলদ্বারা কৃত, ক্রিয়মাণ ও ভবিষ্যমাণ এই ত্রিবিধ পাপই অতিসত্বর ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

এই শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণে নামের পাপনাশন-কার্য্যে পাপাচরণের সময়-বিশেষের অপেক্ষা নাই, সুতরাং প্রথম নামের ফলেই সর্ব্ববিধ পাপ, পাপ-বাসনা ও পাপমূল-অবিদ্যার নাশহেতু পুনঃ পাপপ্ররোহের আর সম্ভাবনাই থাকে না। কিন্তু জীবন্মুক্তগণও যেমন প্রারব্ধক্ষয়াবধি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পূর্ব্বানুষ্ঠিতরূপেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন, অজামিলও সেইরূপ পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পুনরায় পাপাচরণ করিয়াছিল। জীবন্মুক্তের দেহাভিমানের অভাবহেতু যেমন ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না, অজামিলেরও সেইরূপ ঐ সকল পাপকর্ম্ম উৎখাত-বিষদন্ত-সর্পদংশনের ন্যায় ফলজনক হয় নাই।

ফলবান্ বৃক্ষ যেমন যথাকালেই পূর্ণরূপে ফলিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবন্নাম একবার মাত্র উচ্চারিত হইয়া সকলে পাপধ্বংস করিলেও, কিঞ্চিৎ কাল-

বিলম্বেই সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষয়পূর্ব্বক নামোচ্চারণকারীকে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। এই কালবিলম্বের তারতম্য কেবল নামোচ্চারণকারীর নামাপরাধের তারতম্যের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সাধুনিন্দাদি মহদপরাধ থাকিলে, শ্রীনামের শরণাপন্ন হইয়া বহুকাল নিরন্তর নাম-গ্রহণের ফলে নামই প্রসন্ন হইয়া যথাকালে সর্ব্ববিধ পাপ নষ্ট করিয়া প্রেম প্রদান করেন। সাপরাধ নামাশ্রয়ী শরণাপত্তির তারতম্যে এক বা ততোঽধিক জন্মে নামের ফল প্রাপ্ত হয়েন। এই কালবিলম্বসত্ত্বেও নামের ফল অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই জানিতে হইবে। নামাশ্রয়ী নামাপ-রাধযুক্ত হইলেও, দেহত্যাগের পর কখনও নরক প্রাপ্ত হয়েন না—দেহ-ত্যাগানন্তর তাঁহার আর নরকপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই থাকে না। জন্মান্তরেও নাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাকে জন্মান্তরে নাম কীর্ত্তন করিতেই হয় এবং নামের ফলে পাপ ও অপরাধ ক্ষয় হইলে, ভক্তিদেবীর প্রসাদে তাঁহার অবশ্যই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবের পক্ষে শ্রীনাম-কীর্ত্তনকেই একমাত্র সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিহত জীবের পরমায়ু অতিশয় অল্প এবং অধ্যাত্মপথানুসন্ধানে তাহার বুদ্ধি অতিশয় মলিন। কলিহত জীব সাধনানুষ্ঠানে অতিশয় অলস এবং বিঘ্ন ও রোগাদি-দ্বারা সে সর্ব্বদা অভিভূত। এতদবস্থায় অতি কঠোর ও বহুপ্রয়াসসাপেক্ষ জ্ঞানযোগাদি সাধনে তাহার সামর্থ্য বা অধিকার নাই বলিলেই হয়। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাহার জন্য এই নামকীর্ত্তনরূপ অনায়াস, নিশ্চিত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠফলপ্রদ সাধনের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুই কৃপা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বৃহন্নারদীয়-

পুরাণবচন ত্রিরুক্তি ও এবকারাদি দ্বারা ইহাই সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিতেছেন যে, সত্য যুগের সাধন ধ্যানে, ত্রেতা যুগের সাধন যজ্ঞে এবং দ্বাপর যুগের সাধন অর্চ্চনায় কলিহত জীবের অণুমাত্রও সামর্থ্য বা অধিকার নাই, কিন্তু একমাত্র হরিনামগ্রহণেই তাহার সম্পূর্ণ সামর্থ্য ও অধিকার আছে।

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী শ্রীনামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন—

(১) অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

অর্থাৎ সূর্য্য যেমন উদয় মাত্রেই ঘনান্ধকারসমূহকে সমূলে নষ্ট করেন, সেইরূপ শ্রীহরিনাম একবারমাত্র বচনশ্রবণাদির গোচর হইলেই সকল লোকের অখিল পাপ সংহার করেন, অতএব এই জগন্মঙ্গল শ্রীহরি-নামই জয়যুক্ত হউন।

(২) সদা সর্ব্বত্রাস্তে নন্থ বিমলমাত্যং তব পদং
তথাপ্যেকং স্তোকং নহি ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ।
ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্থং তব নু ভগবন্নাম নিখিলং
সংসারং কর্ষতি কতবৎ সেব্যমনয়োঃ॥

হে ভগবন্! তোমার নিষ্কাবণ ও প্রকৃতিগন্ধশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে একরূপেই অবস্থিত, তথাপি তাহা সংসার বৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র কোমল পত্রও কখন ছেদন করেন না। কিন্তু হে প্রভো! তোমার নাম ক্ষণকালের জন্যও রসনায় উদিত হইলে জীবের সমগ্র সংসারতরু সমূলে উৎপাটিত করেন—সংসারবীজ বাসনার সহিত তাহার সংসার নাশ করিয়া দেন। অতএব তুমিই বল দেখি, ব্রহ্ম ও নাম এই তুইটির মধ্যে জীবের কোন্‌টি অধিকতর সেব্য?

পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালায় শ্রীনামকে সম্বোধন করিয়া সেই কথাই বলিয়াছেন—

যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফূরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

অর্থাৎ জীবন্মুক্তগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াও, যে প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে ভোগব্যতিরেকে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না, হে নাম! তুমি কৃপা করিয়া যাহার রসনায় একবারমাত্র স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হও, তাহার সেই প্রারব্ধাদি সর্ব্বকর্ম্মই সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। তোমার এই অপার মাহাত্ম্য স্বয়ং বেদ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীনামের এই সকল অপার ও অচিন্ত্য মহাপ্রভাব শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুচরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিলে, গুরু-অবজ্ঞা লক্ষণ মহদপরাধে পতিত হইতে হয়। গুরুকর্ণধার ব্যতীত ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু যাহারা গো-গর্দ্দভের ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সেবাই করে এবং "কে ভগবান্, ভক্তি কি এবং গুরুই বা কে" তাহা স্বপ্নেও জানে না, তাহারা সাধারণতঃ নিরপরাধই হইয়া থাকে, এবং কেবল তাহারাই অজামিলের ন্যায় গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত কেবল নামাভাসাদি দ্বারাই উদ্ধার পাইতে পারে। কিন্তু যাহারা এইসকল তত্ত্ব জানিয়া শুনিয়াও "কেবল নামকীর্ত্তনদ্বারাই কৃতার্থ হইব, গুরুকরণে কি প্রয়োজন" এই দুর্ব্বুদ্ধিহেতু অপরাধগ্রস্ত হইয়া ভক্তিপথে স্থগিতগতি হয়, তাহারা জন্মান্তরে একমাত্র নামাশ্রয়েই অপরাধমুক্ত হইয়া শ্রীগুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, শ্রীহরিচরণে আশ্রয় লইলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয় এবং হরিচরণে সেবাপরাধ হইলে নামাশ্রয়ই মনুষ্যের একমাত্র ভরসা। কিন্তু নামের নিকট সাধুনিন্দাদি দশটি অপরাধের একটি হইলেও মনুষ্যের অধঃপতন অনিবার্য্য। নামাপরাধ হইতে মুক্তিলাভও একমাত্র নামের কৃপার উপরই নির্ভর করে। অবিশ্রান্ত নামগ্রহণের ফলে সর্ব্ববিধ

নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া, জীব নামের মুখ্যফল শ্রীভগবচ্চরণে প্রেম লাভ করিয়া থাকে। পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি হি॥

অর্থাৎ নামাপরাধ নাম দ্বারাই দূর হয়। অবিশ্রান্ত নামগ্রহণের ফলেই নামাপরাধের ক্ষয় হইয়া থাকে।

শ্রীনাম কৃপাপূর্ব্বক একবার যাহার রসনায়, কর্ণে বা স্মরণপথে উদিত হয়েন, তাহার যথাকালে চিত্তশুদ্ধি ও শ্রীভগবচ্চরণপ্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অপরাধেরই তারতম্যে এই ফলপ্রাপ্তি কালসাপেক্ষ হইয়া থাকে মাত্র, নাম কখনও নিষ্ফল হইবার নহেন

দ্বাদশ প্রবন্ধ

——※——

শুদ্ধভক্তি-সাধনে মনোজয়

শুদ্ধা সাধনভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ন্যায় অপর সকল অঙ্গগুলিরও একই প্রকার অপার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধা সাধনভক্তি মাত্রেরই এক অচিন্ত্য মহাশক্তি নিত্য বিদ্যমান। শুদ্ধা সাধনভক্তির যে কোন অঙ্গ একবার অনুষ্ঠিত হইলে কখনও নষ্ট হইবার নহেন, পাপ ও অপরাধ হেতু ক্ষিপ্রফলপ্রদ না হইলেও কিয়ৎকাল স্থগিত হইয়া থাকেন মাত্র এবং যথাকালে অপরাধাদি ক্ষয় করাইয়া এক বা ততোধিক জন্মে মনুষ্যের কৃতার্থতা সম্পাদন নিশ্চয়ই করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ২।৪০

অর্থাৎ ভক্তিমার্গে প্রারম্ভের নাশ কখনও হয় না এবং আমার কৃপা-হেতু বিঘ্নবৈগুণ্যাদিরও সম্ভাবনা নাই। অতি অল্পমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা সংসারলক্ষণ মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া মনুষ্যকে নিশ্চয়ই কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র বলেন যে, কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী দুরাচার-দোষে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চিরকালের জন্য অধঃপতিত হইতে পারেন, কিন্তু ভক্তের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ৯।৩১

ভাই অর্জ্জুন! আমি প্রতিজ্ঞা করিলে তাহাতে সকলের আস্থা না হইতেও পারে, অতএব তুমিই নিঃশঙ্কচিত্তে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক পঠহাদি-মহাঘোষসহকারে কুতর্ককর্কশ-বাদিগণের সভায় যাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আইস যে, আমার ভক্ত দুরাচার হইলেও কখনও বিনষ্ট হয় না এবং প্রাণনাশেও কখন অধঃপতিত হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥ ১১।১৪

অর্থাৎ সাধকভক্ত প্রথমাবস্থায় অজিতেন্দ্রিয়তানিবন্ধন বিষয়কর্ত্তৃক বাধ্যমান হইলেও পরিবর্দ্ধমানা ভক্তির প্রভাবে বিষয়কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়েন না। যেমন শৌর্য্যশালী বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হয়েন না, সেইরূপ ভক্তিমান্ সাধক বিষয়কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও ভক্তিহীনের ন্যায় তৎকর্ত্তৃক অভিভূত হয়েন না।

দেবর্ষি নারদ শ্রীবেদব্যাসকে বলিয়াছেন—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥
ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্ মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥

১।৫।১৭-১৯

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিপথে গোবিন্দচরণ ভজন

করিতে করিতে, অপক্কাবস্থায় যদি কেহ ভজনমার্গ হইতে পতিত হয়েন, কিম্বা মৃত্যুমুখেই পতিত হয়েন, তাহা হইলে নীচ যোনিতে জন্মলাভ করিয়াও ভক্তিবাসনা-সন্তানহেতু তাঁহার কখনও অমঙ্গল হয় না। পক্ষান্তরে, গোবিন্দচরণ ভজন না করিয়া কেবল বর্ণাশ্রমাদি স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা কে কবে কোথায় মঙ্গল লাভ করিয়াছে ?

গোবিন্দচরণভজনকারী কোন দুরভিনিবেশহেতু কুযোনি প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মিজনাদির ন্যায় পুনরায় সংসারগ্রস্ত হয়েন না, কারণ পরমানন্দঘন গোবিন্দচরণের আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া পুনরায় আর তাহা ত্যাগ করিবার তাঁহার ইচ্ছাই হয় না—তিনি রসনীয় গোবিন্দচরণকর্ত্তৃক চিরকালের জন্যই নিগড়িত হইয়াছেন।

শুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত সাধকের হৃদয় কামনাবাসনাদি মনদ্বারা কদাচিৎ মলিন হইলে, শ্রীভগবান্ নিজেই তাহা মার্জ্জিত করিয়া দিয়া থাকেন। যোগীন্দ্র শ্রীকরভাজন নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥১১।৫।৪২

অর্থাৎ যে সাধকভক্ত দেবতান্তরে সেব্যবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দচরণ ভজন করেন, তাঁহার নিন্দিতকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না। যদি কখনও প্রমাদবশতঃ তাঁহার নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়স্থ শ্রীভগবান্ প্রিয় ভক্তের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার হৃদয় হইতে সেই সকল পাপবাসনা সমূলে উৎপাটিত করিয়া দূর করেন।

শুদ্ধ-ভক্তিসাধকের প্রতি শ্রীভগবানের এতাদৃশী কৃপার পরিচয় যাহা আমরা পাইলাম, তাহার তথ্যানুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে,

জগতে সেই ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্ররূপে পাওয়া যাইতে পারে না। সাধুকৃপাই শুদ্ধ ভক্তিপথ আশ্রয়ের অধিকার দিয়া থাকেন এবং সাধুকৃপাই ভগবৎকৃপা বহন করিয়া আনিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"সৎসঙ্গবাহনা সা ভগবৎকৃপা" অর্থাৎ ভক্তসঙ্গই ভগবৎকৃপার বাহনস্বরূপ। শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র আশ্রয়তত্ত্ব হইলেও—কাল, কর্ম্ম, মায়া ও জীব তাঁহার অধীন হইলেও, তিনি নিজে ভক্তের অধীন। দুর্ব্বাসা ঋষির নিকট তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" অতএব শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্রতত্ত্ব হইলেও তাঁহার ভক্তই পরমস্বতন্ত্র-পদবাচ্য।

শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী নির্ণয় করিতে শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—"যদৃচ্ছাক্রমে যে ব্যক্তির আমার কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ভক্তিযোগের অধিকারী বলিয়া জানিবে।" শ্রীজীব গোস্বামিচরণ এই "যদৃচ্ছয়া" পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"কোনও পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্-ভক্তের সঙ্গ ও তৎকৃপাজনিত ভাগ্যোদয়হেতু।" গোস্বামিচরণ এতৎপ্রসঙ্গে মনুষ্যের দুইটি ভাগ্যোদয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) ভক্তসঙ্গজনিত ভাগ্যোদয় এবং (২) ভক্তকৃপাজনিত ভাগ্যোদয়। এই দ্বিবিধ ভাগ্যোদয়ের উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, বহির্ম্মুখ মনুষ্যের পাপ ও অপরাধ এই দুইটি পৃথক্ অন্তরায় তাহাকে ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া কৃতার্থ হইতে দেয় না। পাপটা কেবল শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনজনিত এবং অপরাধ—ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দাদি অমর্য্যাদাহেতু। যাহার কেবল পাপই আছে, তাহার পক্ষে কেবল ভক্তসঙ্গই যথেষ্ট হইয়া থাকে—ভক্তসঙ্গপ্রভাবে ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া সে কৃতার্থ হইয়া যায়। কিন্তু যাহার অপরাধ থাকে, তাহার পক্ষে ভক্তসঙ্গ ও ভক্তকৃপা দুইই আবশ্যক হয়, ভক্ত কৃপা করিয়া শক্তিসঞ্চার করিলে, তবে সে ভগবদুন্মুখ হইয়া শুদ্ধা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

সাধু ভক্তের অলৌকিক মাহাত্ম্য এই যে, তিনি কোনও অনির্ব্বচনীয় শক্তিবলে বহির্ম্মুখ জীবে নিজগুণ সঞ্চার করিতে সমর্থ। পূজ্যপাদ্ ভক্তি-সন্দর্ভকার দেখাইয়াছেন, "মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ" অর্থাৎ অয়স্কান্ত ও স্পর্শমণি যেমন কারণান্তর বিনা কেবল সন্নিধিমাত্রেই লৌহকে চুম্বক ও সুবর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ, সেইরূপ সাধুও কারণান্তর বিনা কেবলমাত্র দর্শন দানেই বহির্ম্মুখ জীবের মলিন হৃদয় মার্জ্জিত করিয়া সে হৃদয়ে ভক্তিবীজ রোপণ করিতে সমর্থ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্ক[illegible]ম্॥

[illegible] দর্শন, স্পর্শ, আলাপ এবং একত্র বাস দ্বারা কৃষ্ণভক্তগণ কুক্কুর-[illegible]ভোজী নিকৃষ্ট চণ্ডালকেও ক্ষণকালের মধ্যেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

অতএব জীবোদ্ধারকার্য্যে তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহাদি হইতেও সাধুভক্তের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়াই শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুন[illegible]রুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ। ১০।৮৪।১১

অর্থাৎ জলময় তীর্থসকল যে তীর্থ নহে, তাহা নহে; কিম্বা মৃচ্ছিলাময় শ্রীবিগ্রহ যে দেবতা নহেন, তাহাও নহে। বহুকাল ধরিয়া সেবা করিলে তবে তাঁহারা সেবককে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ কেবল দর্শনদানেই পতিত জীবকে পবিত্র ক[illegible] থাকেন।

সাধু ভক্তের এই অচিন্ত্য মাহাত্ম্যের তত্ত্বালোচনা করিতে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

ঈশ্বরস্বরূ[illegible] ভক্ত [illegible] অধিষ্ঠান।
ভক্তের [illegible] সতত বিশ্রাম॥

অর্থাৎ ভক্ত শ্রীভগবা[illegible] অধিষ্ঠান বা আশ্রয় এবং শ্রীভগবান্

সর্ব্বদা ভক্তহৃদয়েই পরমসুখে বাস করেন। এইজন্যই ভক্তহৃদয় ভগবন্ময়—ভক্তের নিজের কোন অভিমানাদি না থাকায় সে হৃদয়ে একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

এতৎপ্রসঙ্গে গোস্বামিচরণ দুর্ব্বাসা ঋষির প্রতি শ্রীভগবদুক্তিই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ৯।৪।৬৮

অর্থাৎ সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়—সাধুগণ আমা ভিন্ন অন্য কিছু জানে না এবং আমিও সাধু ভিন্ন অন্য কিছু জানি না।

এই ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত ও ভগবানের হৃদয়ের যে কেবল পরস্পর বিনিময় হয় তাহা নহে, হৃদয়দ্বয়ের সামানাধিকরণ্য-হেতুই ভক্ত ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না এবং ভগবান্‌ও ভক্ত ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ভক্ত শ্রীভগবানের হৃদয় সাকল্যে অধিকার করিয়া আছেন বলিয়াই, শ্রীভগবান্ সর্ব্বতোভাবে ভক্তেরই অধীন এবং একমাত্র ভক্তের অনুগ্রহ বিনা কাহারও শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে, শ্রীভগবান্ ভক্তের হৃদয় সাকল্যে অধিকার করিয়া আছেন বলিয়া ভক্তও ভগবদ্ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না এবং তজ্জন্য ভক্তের মুখ হইতে যে কথাই বহির্গত হয়, শ্রীভগবান্‌ই তাহার হৃদয় হইতে ঐ কথারূপে বহির্গত হইয়া কর্ণপথদ্বারে শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন।

অতএব সাধুভক্ত কৃপা করিয়া যদি কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে একবার শ্রীভগবৎকথা বা শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ করান, কিম্বা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ দর্শন করান, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অনুভূতি ও দর্শন লাভ হয় এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হেতু তাঁহার

নয়ন গলদশ্রুধারাযুক্ত হয়, গদ্গদ বাক্যে কণ্ঠরোধ হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়।

শ্রীরামানুজ স্বামী কৃপা করিয়া ধনুর্দাস নামক এক মল্লকে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করাইয়াছিলেন। ধনুর্দাস এক সুন্দরী রমণীকে অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন করাইয়া এবং রৌদ্র নিবারণের জন্য তাহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে আসিত। এই কদাচারহেতু একদিন তিরস্কৃত হইয়া সে বলিয়াছিল, "ঐ রমণীর রূপমাধুর্য্য জগতে দুর্লভ বলিয়াই আমি সর্ব্বদা তাহার সেবা করিয়া থাকি।" তাহার এই উত্তর স্বামিজীর কর্ণগোচর হইলে, তাহার প্রতি কৃপোদ্রেকহেতু তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ধনুর্দাস! তুমি যদি একবার শ্রীরঙ্গনাথের রূপমাধুর্য্য দর্শন কর, তাহা হইলে ঐ কুৎসিত স্ত্রীর মুখ আর দেখিতে চাহিবে না।"

স্বামিজীর কথায় ধনুর্দাস বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল, "স্বামিন্! আমি ত প্রত্যহই শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিতেছি।" তখন স্বামিজী ধনুর্দাসের হস্তধারণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

অয়ং ধনুর্দাস রমাধিনাথঃ
শ্রীরঙ্গনাথো জগতামধীশঃ।
অস্যাক্ষিবৈপুল্যমিদং ত্বয়াত্র
দৃষ্টং কিলৈবাপ্রতিমং হি সম্যক্॥

বৎস ধনুর্দাস! তুমি এইবার শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন কর। ঐ দেখ, ত্রিজগতের অধীশ্বর রমানাথ শ্রীরঙ্গনাথ তোমার সম্মুখে বিরাজমান। অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের নিকেতন শ্রীরঙ্গনাথের ঐ বিশাল নয়ন তুমি প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ কর।

শ্রীরামানুজ স্বামীর কৃপায় ধনুর্দাস জগন্মোহন শ্রীরঙ্গনাথের সেই আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্রদ্বয় দর্শন করিয়া আনন্দ-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং চিরকালের

জন্য সেই সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুতেই নিমগ্ন হইয়াছিল। এইরূপে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ধনুর্দ্দাস পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই, স্বামিজীর আশ্রয়ে শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, এজগতে বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গলাভই দুর্লভাতি-দুর্লভ। সাধুসঙ্গ কোনও পুণ্য বা সৎকর্ম্মের ফলে লাভ হয় না সাধু পরম স্বতন্ত্র তত্ত্ব। যে কারণে সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তাহা অনির্দ্দেশ্য বলিয়া শাস্ত্র তাহাকে জীবের এক অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীসূত মহাশয় শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন যে, পুণ্যতীর্থনিষেবণ দ্বারাই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। তীর্থনিষেবণই যে সাধুসঙ্গলাভের নিশ্চিত কারণ, তাহা শ্রীসূত মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় নহে। পরমকারুণিক সাধুগণের হৃদয় বহির্ম্মুখ জীবের দুঃখে সর্ব্বদাই বিগলিত হয় বলিয়াই, তীর্থে তাঁহাদের শুভাগমন হয় এবং কোন কোন ভাগ্যবানই তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবাদ্বারা কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান। কিন্তু কালপ্রভাবে বহির্ম্মুখ মনুষ্য সে সৌভাগ্যলাভে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছে। তীর্থপর্য্যটনে তীর্থনিষেবণ বুদ্ধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং সাধুগণ অদোষদর্শী হইলেও বহির্ম্মুখ মনুষ্যের প্রতি কৃপা করিয়াই তাহাদিগকে দর্শন দান করেন না। দুঃস্বভাববশতঃ সাধুনিন্দাদি মহদপরাধ করিয়া অধিকতর অধঃপতিত হইবে—এই আশঙ্কাহেতুই সাধু সাধারণ মনুষ্যের অগোচর হইয়াই থাকেন। সাধুসঙ্গলাভের নিমিত্ত হৃদয়ে একমাত্র তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হইলেই সাধুসঙ্গ লাভ মনুষ্যের পক্ষে সুদুর্লভ নহে—সাধুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে নাস্তিকতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

আমরা এ যাবৎ এই প্রবন্ধে যাহা কিছু আলোচনা করিলাম তাহার সারমর্ম্ম এই যে, আমাদের মত কলিহত জীবের পক্ষে অনায়াসে ও নিশ্চিতরূপে মনোজয় বা চিত্তশুদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় শ্রীনামাশ্রয়াদি

শুদ্ধভক্তিপথ-অবলম্বন এবং সেই পথ অবলম্বনের সামর্থ্য লাভের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সাধুকৃপাকণার প্রতীক্ষাতেই কাল যাপন করিতে হইবে। একমাত্র সাধুকৃপাকণালাভেই আমাদের শুদ্ধভক্তিপথ অবলম্বনে সামর্থ্যলাভ হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানমার্গেও চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় সত্য, কিন্তু তাহা অনিশ্চিত, বহুলপ্রয়াসসাধ্য ও তুচ্ছফলপ্রদ মাত্র। একমাত্র শুদ্ধভক্তিসাধনেই যে বিশিষ্ট চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, তাহাই জীবের চরম পুরুষার্থ—শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমসেবাপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। সাধুকৃপাকণালাভই সেই চরম সৌভাগ্যোদয়ের হেতু। অতএব চাতক যেমন মেঘনির্ম্মুক্ত বারিবিন্দুর জন্যই সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া জীবন ধারণ করে, আমাদিগকেও সেইরূপ কেবল সাধুকৃপাকণালাভের জন্যই সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু যতদিন সে সৌভাগ্যোদয় না হয়, ততদিন শ্রীভাগবতাদি সাধুশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াই থাকিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানেরই স্বরূপ এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে শ্রীশুকদেবাদি সাধূত্তম তাঁহাদের কৃপাশক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং সেই সকল গ্রন্থের নিরন্তর আলোচনার ফলে তাঁহাদের কৃপালাভ অবশ্যই হইতে পারে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

সমাপ্ত